সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া

www.e-ilm.weebly.com

এমদাদিয়া লাইব্রেরী

চকবাজার: ঢাকা

www.e-ilm.weebly.com

মোঃ আবদুল হামিদ ও মোঃ আবদুল হালিম কর্তৃক
এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা
হইতে প্রকাশিত

www.e-ilm.weebly.com

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

দ্বিতীয় মুদ্রণ
জুন, ১৯৯৪ ইং

হাদিয়াঃ ৪৮·০০ টাকা মাত্র

এমদাদিয়া প্রেস, ৫/১ নং গির্দে উর্দু রোড, ঢাকা হইতে
এম, এ, হামিদ কর্তৃক মুদ্রিত

بسم الله الرحمٰن الرحيم

ভূমিকা

সারওয়ারে কায়েনাত, ফখ্‌রে মওজুদাত, রূহে দো-আলম, রাসূলে আকরাম (দঃ) এর সীরাত বা পবিত্র জীবন-চরিত পঠন ও পাঠনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। এই জন্যই যখন হইতে মুসলমানদের মধ্যে বইপুস্তক লিখার প্রচলন হইয়াছে, তখন হইতে শুরু করিয়া অদ্যাবধি প্রত্যেক যুগের আলেমগণ আপন আপন [illegible] অনুসারে নিজ নিজ মাতৃভাষায় নবী করীম (দঃ)-এর অসংখ্য জীবনীগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই অবিচ্ছিন্ন ধারা-পরম্পরায় কত যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে এবং আরো [illegible] রচিত হইবে তাহার সংখ্যা আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

نه من براں گل عارض غزل سرایـم وبس

که عنـدلیب تواز هرطرف هزاراں انـد

"যেখানে হাজার বুলবুলি ফিরে
গাহিয়া তাঁহার প্রশংসা গান,
সেখানে আমি হই কোন্ ছার,
নগণ্য অতি যাহার স্থান?"

মুসলমান লিখকগণ ছাড়াও হাজার হাজার অমুসলিম লিখক নবী করীম (দঃ)-এর জীবনীগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই ব্যাপারে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে বিশ-ত্রিশখানা গ্রন্থ সম্পর্কে আমাদেরও জানা আছে। কিন্তু তাঁহারা সাধারণভাবে ঘটনা বর্ণনার ব্যাপারে পক্ষপাতিত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের রচনা পাঠে মুসলমানদের বিরত থাকাই উচিত। [illegible] নির্দ্বিধায় বলা যাইতে পারে যে, একমাত্র হযরত খাতিমুল্-আম্বিয়া (দঃ) ব্যতীত পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্যন্ত অপর কাহারও জীবনী সম্পর্কে এত গুরুত্ব প্রদান করা হয় নাই।

www.e-ilm.weebly.com

www.e-ilm.weebly.com

জনৈক ইউরোপীয় সীরাত-রচয়িতা বলিতেছেনঃ "মুহাম্মদ (দঃ)-এর জীবনীকারদের ধারা অতি ব্যাপক ও বিস্তৃত, যাহার সমাপ্তি অসম্ভব। তবে ইহার মধ্যে স্থান লাভ করা মহা গৌরবের বিষয়।" —(সীরাতুন্নবী হইতে)

উর্দু ভাষায়ও পুরাতন ও নূতন অনেক সীরাতগ্রন্থ রহিয়াছে। কিন্তু আমার দৃষ্টি দীর্ঘ দিন ধরিয়া এমন একটি সংক্ষিপ্ত সীরাত গ্রন্থের অন্বেষণ করিতেছিল যাহা যে কোন পেশাজীবী মুসলমান নর-নারী দুই এক বৈঠকে সমাপ্ত করিয়া নিজের ঈমানকে সতেজ করিতে পারে এবং নবী-জীবনের আদর্শকে আপন দিশারী বানাইতে পারে। যাহা ইসলামী সংগঠন এবং মাদ্রাসাসমূহের প্রাথমিক পাঠ্য-সূচীতে স্থান পাইতে পারে এবং যাহার মধ্যে সতর্কতা সহকারে নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র জীবনের সংক্ষিপ্ত চিত্র উহার আসল ছাঁচে বিধৃত হইয়া থাকিবে। কিন্তু উর্দু ভাষায় এমন কোন পুস্তিকা আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

ইতিমধ্যেই শিমলার কোন কোন বন্ধু তাঁহাদের ইসলামী-সংগঠনের জন্য এমনি একখানা পুস্তিকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া অধীনের নিকট আব্দার জানাইলে নিজের বিদ্যা-বুদ্ধির স্বল্পতা এবং অধ্যাপনা ও অধ্যয়নের ব্যস্ততা সত্ত্বেও এই আশায় লেখনী ধারণ করিলাম যে, যখন হযরত সাইয়্যিদুল কাওনাইন (দঃ)-এর জীবনী লেখকদের নাম আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হইবে, তখন হয়তোবা এই অধমের নামটিও উহার কোন এক কোণে উল্লেখ থাকিবে।

بلبل همیں که قافیۂ گل شود بس ست

"বুলবুলির আর কোন কাজ নাই
সে শুধু গাহিবে ফুলের গান।"

সুতরাং পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে এই পুস্তিকাখানা রচনার কাজ আরম্ভ করিয়াছি এবং নিম্ন-বর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনায় রাখিয়া সীরাত গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্তসার ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছি।

১। পুস্তিকাখানা যাহাতে দীর্ঘায়িত না হইয়া পড়ে সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। এই জন্য আরবের ভৌগোলিক বিবরণ, প্রাক-ইসলাম যুগের আরব ও অনারবের সার্বিক অবস্থা—যাহাকে সীরাতের অঙ্গীভূত বলিয়া মনে করা হয় এবং যাহা এক দিক দিয়া অত্যন্ত উপকারীও বটে—সেগুলি পরিহার করিয়া শুধু ঐ অবস্থাসমূহকে যথেষ্ট বিবেচনা করা হইয়াছে, যাহা একান্তই নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র জীবনীর সহিত সম্পৃক্ত। এই সংক্ষেপায়ণের কারণে ইহার আরেক নাম اوجز السير لخير البشر "সৃষ্টির সেরা মহামানবের সংক্ষিপ্ত জীবনী" রাখা হইয়াছে।

www.e-ilm.weebly.com

। সংক্ষেপায়ণের সাথে সাথে যাহাতে সার্বিক পরিপূর্ণতা অক্ষুণ্ণ থাকে ...ও দৃষ্টি রাখা হইয়াছে এবং আল্লাহ্র করুণায় প্রায় সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ই ... আসিয়া গিয়াছে।

। জিহাদ, বহু-বিবাহ ইত্যাদি সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের যে সব ভ্রান্ত ধারণা ...ছে উহার বিশদ ও সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করা হইয়াছে।

। পুস্তিকাটির ভিত্তিমূল হইতেছে একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহ—...লের উদ্ধৃতি যথাস্থানে পৃষ্ঠাসংখ্যাসহ উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকখানা ... নাম নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

(১) মেশকাত (২) শরাহসহ সিহাহ সিত্তা (৩) কানযুল উম্মাল (৪) আল্লামা ...র 'খাসাইসে কুব্‌রা' (৫) মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া (৬) হাফিযে হাদীস আল্লামা ...উদ্দীন মোগলতাঈ রচিত "সীরাতে মোগলতাঈ" (৭) সীরাতে ইবনে হিশাম ... খাফাজী এর শরাহ সহ কাযী আয়ায রচিত "শিফা" (৯) সীরাতে হালবিয়া ... আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রচিত "যাদুল মা'আদ" (১১) তারীখে ইবনে ...র (১২) শাহ অলিউল্লাহ্ রচিত "সুরূরুল্-মাহ্যুন" (১৩) শেখ আহ্মদ ... ফারেস রচিত "আওজাযুস্-সীয়ার" (১৪) হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা ...রাফ আলী থানভী (রহঃ) রচিত "নাশ্‌রুত্ তীব" ইত্যাদি ইত্যাদি।

আল্লাহ্ পাকের সহস্র সহস্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি যে, তিনি এই অধমের ... প্রয়াসকে কবুল করিয়াছেন এবং সবার আগে হাকীমুল উম্মত হযরত ...লানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) ইহাকে পছন্দ করিয়া খানকাহে এমদাদিয়ার ...সূচীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন আর তদীয় রচনা "তাতিম্মাতে অসিয়ত" পুস্তিকায় ... ঘোষণা প্রদান করতঃ অন্যান্য সকলকে তৎপ্রতি উৎসাহিত করিয়াছেন। ... মাত্র তিন মাসের মধ্যে ইহাকে পাঞ্জাব, হিন্দুস্তান এবং বাংলার শতাধিক ...াসা এবং ইসলামী সংগঠনের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

...তি সম্প্রতি সাহারানপুরস্থ মাযাহিরুল উলুম মাদ্রাসার মুহ্তামিম সাহেব ...াইয়াছেন যে, তাঁহার মজলিসে শুরাও পুস্তিকাখানাকে এবতেদায়ী জামাআতের ... তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ اَوَّلَهٗ وَ...

... যিলহাজ্জ,
...৪ হিজরী

বান্দা মুহাম্মদ শফী

www.e-ilm.weebly.com

আশীর্বাদ-বাণী

পাক-ভারত-বাংলা উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মরহুম **মাওলানা মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী'** (রহঃ) তাঁহার অসংখ্য রচনা ও ইসলামী খিদ্‌মতের জন্য বাংলাদেশের ছোট বড় সকলের নিকট পরিচিত। তাঁহার রচিত **"সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া"** গ্রন্থখানা আকারে ছোট হইলেও এত তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ যে, হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী চিশ্‌তী (রহঃ) ইহাকে বিভিন্ন আঞ্জুমান এবং মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকাভুক্ত করার সুফারিশ করিয়াছিলেন। বর্তমানে উপমহাদেশের অগনিত মাদ্রাসায় ইহা সীরাত বিষয় হিসাবে পাঠ্য-তালিকাভুক্ত রহিয়াছে। এই মূল্যবান গ্রন্থখানা উর্দু হইতে বাংলায় অনুবাদ করিয়া তরুণ লিখক মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকার সুযোগ্য মুহাদ্দিস্ স্নেহাস্পদ মাওলানা আবুল কালাম মোঃ আব্দুল লতিফ চৌধুরী সাহেব বাংলা ভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকাগণের জন্য এক বিরাট খিদ্‌মত আন্‌জাম দিয়াছেন। আল্লাহ্ পাক ইহার বরকতে অনুবাদককে আরো অধিক ইল্‌ম ও দ্বীনের খিদ্‌মত করার তাওফীক দান করুন এবং ইহাকে আমাদের সকলের জন্য মাগ্‌ফেরাতের অছীলা করুন—আমীন!

বিনীত

উবায়দুল হক

সাবেক হেড-মাওলানা

মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা

খতীব

জাতীয় মস্‌জিদ বায়তুল মুকাররাম, ঢাকা

২৫ জুন, ১৯৮৮ ইং

www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদকের কথা

দুনিয়ার বুকে এই পর্যন্ত যত নবী, রাসূল, দার্শনিক ও মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, **তাঁহাদের মধ্যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই** একমাত্র ব্যক্তি যাঁহার জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঘটনা ইতিহাসের অধ্যায় হইয়া রহিয়াছে। জীবনের এমন কোন অংশ নাই যেখানে আমরা তাঁহার গৌরবদৃপ্ত পদচারণা লক্ষ্য করিনা। এমন কোন দিক নাই যে সম্পর্কে তিনি নির্ভুল নির্দেশনা দান করিয়া যান নাই। এই কারণেই পৃথিবীতে একমাত্র মহানবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-চরিতই সর্বাধিক আলোচিত হইয়াছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর বিশাল ও কর্মবহুল জীবনের এক একটি দিক এত ব্যাপক যে, উহার পূর্ণাঙ্গ আলোচনার হক আজ পর্যন্ত কেহ আদায় করিতে সক্ষম হন নাই। এই জন্যই তাঁহার জনৈক প্রশংসাকারী আক্ষেপ করিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছেনঃ

لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهٗ

بعد از خدا بزرگ توئی قصه مختصر

লেখকবৃন্দের এই অক্ষমতা নবী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহত্ত্বও শ্রেষ্ঠত্বেরই পরিচায়ক। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের লিখনী স্তব্ধ হইয়া যায় নাই। বরং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানার এবং বিশ্লেষণ করার গভীর আগ্রহ আর অদম্য বাসনা লইয়া তাঁহারা ছোট বড় নানা আকারের অসংখ্য সীরাত-গ্রন্থ রচনা করিয়া আসিতেছেন। ইনশাআল্লাহ্ এই ধারা-পরম্পরা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে।

এই পর্যায়ে পাক-ভারত-বাংলা উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত **মাওলানা মুফ্তী মুহাম্মদ শফী'** (রহঃ)-এর উর্দু ভাষায় লিখিত "সীরাতে খাতিমুল্-আম্বিয়া" নামক গ্রন্থখানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থখানা আকারে ছোট হইলেও অত্যন্ত তথ্যবহুল। তিনি সমুদ্রকে পেয়ালার মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। এই জন্যই গ্রন্থখানা সর্বস্তরে অভূতপূর্ব স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা মাওলানাকে তাঁহার এই নিঃস্বার্থ দ্বীনি খিদমতের জন্য পুরস্কৃত করুন—আমীন।

www.al-ilm.weebly.com

গ্রন্থখানার গুরুত্ব লক্ষ্য করিয়া আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত মাওলানা উবায়দুল হক সাহেব ইহাকে বাংলা ভাষাভাষী ভাই-বোনদের খিদ্‌মতে পেশ করিবার জন্য আমাকে পরামর্শ দেন। তাই, আমার বিদ্যাবুদ্ধি ও যোগ্যতার শত অভাব সত্ত্বেও ইহার অনুবাদ কাজে হাত দিয়াছি এবং আল্লাহ্ পাকের অশেষ রহমতে "সীরাতে খাতিমুল্-আম্বিয়া" গ্রন্থখানা ভাষান্তরিত করিয়া সুধী পাঠকের সম্মুখে পেশ করিতে প্রয়াস পাইলাম। অনুবাদের ভাষা যথাসম্ভব সহজ ও সরল করার চেষ্টা করিয়াছি। পাঠক-পাঠিকা ভাই-বোনগণ ইহা হইতে যদি কিছুমাত্রও উপকৃত হন তবে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

গ্রন্থখানা অনুবাদের ব্যাপারে আমাকে শ্রদ্ধেয় উস্তাদ জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররামের স্বনামধন্য খতীব হযরত মাওলানা উবায়দুল হক সাহেব তাঁহার মূল্যবান উপদেশ দ্বারা যে অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহার কাছে চির কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল দান করুন। এমদাদিয়া লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ গ্রন্থখানা প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে আন্তরিক শুকরিয়া জ্ঞাপন করিতেছি। পরিশেষে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা রহিল— তিনি যেন অধমের এই নগন্য খিদ্‌মতটুকু কবূল করেন এবং ইহাকে পরকালে নবী করীম (দঃ)-এর শাফায়াত লাভের অছীলা করিয়া দেন—আমীন !

বিনীত

আবুল কালাম মোঃ আব্দুল লতিফ চৌধুরী

মুহাদ্দিস,

মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা

২৫ জুন, ১৯৮৮ ইং

www.e-ilm.weebly.com

■ সূচী-পত্র ■

বিষয়	পৃষ্ঠা
নবী করীম (দঃ)-এর বংশ-পরিচিতি	১
ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে প্রকাশিত নবী করীম (দঃ)-এর বরকতসমূহ	২
নবী করীম (দঃ)-এর শুভ-জন্ম	৩
নবী করীম (দঃ)-এর সম্মানিত পিতার ইন্তেকাল, দুগ্ধপান এবং শৈশবকাল	৫
নবী করীম (দঃ)-এর প্রথম বাক্য	৭
নবী করীম (দঃ)-এর শ্রদ্ধেয়া জননীর ইন্তেকাল, আব্দুল মুত্তালিবের পরলোক গমন	৯
নবী করীম (দঃ)-এর প্রথম সিরিয়া ভ্রমণ, তাহার সম্পর্কে জনৈক বিরাট ইহুদী পণ্ডিতের ভবিষ্যদ্বাণী, ফায়দা, ব্যবসার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার সিরিয়া ভ্রমণ	১০
হযরত খাদীজার সহিত বিবাহ	১১
হযরত খাদীজার গর্ভে মহানবীর সন্তান, নবী করীম (দঃ)-এর কন্যাগণ	১৩
মহিলাগণের জন্য স্মরণীয়	১৪
অন্যান্য পুণ্যবতী পত্নিগণ	১৫
নবী করীম (দঃ)-এর বহুবিবাহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপদেশ	১৮
নবী করীম (দঃ)-এর চাচা ও ফুফুগণ, নবী করীম (দঃ)-এর পাহারাদারগণ	২৪
কা'বাগৃহ নির্মাণ ও সর্বসম্মতিক্রমে মহানবীকে 'আল-আমীন' স্বীকৃতি দেওয়া	২৫
নবী করীম (দঃ)-এর নবুওয়তপ্রাপ্তি, পৃথিবীতে ইসলাম প্রচার—তবলীগের প্রথম পর্যায়	২৬
ইসলামের প্রকাশ্য দাওয়াত	২৮
সমগ্র আরবের শত্রুতার মুখে নবী করীম (দঃ)-এর দৃঢ়তা, সমস্ত আরব জাতির বিরুদ্ধে মহানবী (দঃ)-এর উত্তর	২৯
লোকগণের মাঝে ঘৃণা ছড়ানো ও ইহার বিপরীত ফল, কোরাইশদের নির্যাতন ও তাঁহার দৃঢ়তা	৩০
নবী করীম (দঃ)-কে হত্যার পরিকল্পনা এবং তাঁহার প্রকৃষ্ট মো'জেযা	৩১

www.e-ilm.weebly.com

বিষয় পৃষ্ঠা
মহানবীর প্রতি কুরাইশদের প্রলোভন ও তাঁহার উত্তর ৩২
সাহাবাদের প্রতি হাবশায় হিজরতের নির্দেশ ৩৩
তোফায়েল ইবনে আমর দূসী (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ ৩৬
আবু তালেবের ওফাত ৩৭
হিজরতে তায়েফ, নবী করীম (দঃ)-এর ইসরা ও মে'রাজ ৩৮
নবীর ইসরা সম্পর্কে চাক্ষুস সাক্ষ্য ৪০
স্বয়ং কুরাইশ-কাফিরদের প্রত্যক্ষ-সাক্ষ্য ৪১
পবিত্র মদীনায় ইসলাম ৪২
মদীনায় ইসলামের সর্বপ্রথম মাদ্রাসা . ৪৪
মদীনায় হিজরতের সূচনা ৪৬
নবী করীম (দঃ)-এর মদীনায় হিজরত .. ৪৭
সওর পাহাড়ের গুহায় অবস্থান ৪৮
সওর গিরিগুহা হইতে মদীনা যাত্রা,
সূরাকা ইবনে মালেকের অশ্ব মৃত্তিকা-গর্ভে ধ্বসিয়া যাওয়া ৪৯
সুরাকার মুখে নবী করীম (দঃ)-এর নবুওয়তের স্বীকারোক্তি .. ৫০
নবী করীম (দঃ)-এর মো'জেযা, স্বামীসহ উম্মে মা'বাদের ইসলাম গ্রহণ,
কুবায় অবতরণ ৫১
হযরত আলীর হিজরত এবং কুবায় মিলন, ইসলামী তারিখের সূচনা,
নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র মদীনায় প্রবেশ ৫২
মসজিদে নববী নির্মাণ .. ৫৩

প্রথম হিজরী

সারিয়াহ্-এ-হামযা (রাঃ) ও সারিয়াহ্-এ-উবায়দা (রাঃ) ৫৪
ইসলাম স্বীয় প্রচারে তরবারীর মুখাপেক্ষী নহে ৫৭
রাজনীতিবিবর্জিত ধর্ম ও অস্ত্রবিবর্জিত রাজনীতি পূর্ণাঙ্গ নহে ৫৮
গাযওয়াহ্ এবং সারিয়াহ্ . ৬২
গুরুত্বপূর্ণ গাযওয়াহ্ ও সারিয়াহ্ এবং বিবিধ ঘটনা—
প্রথম সারিয়াহ্ হযরত হামযার নেতৃত্বে ৬৫
সারিয়াহ্-এ-উবায়দা ইবনুল হারেস এবং ইসলামে তীরান্দাজীর সূচনা ৬৬

দ্বিতীয় হিজরী

কেবলা পরিবর্তন ৬৬

www.e-ilm.weebly.com

বিষয় — পৃষ্ঠা

সারিয়াহ্-এ-আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ্ এবং ইসলামের সর্বপ্রথম গণীমত ৬৬

বদর যুদ্ধ ৬৭

সাহাবীদের আত্মোৎসর্গ .. ৬৮

অদৃশ্য সাহায্য, মুসলমানদের অঙ্গীকার পূরণ ৬৯

সাহাবাদের বিস্ময়কর আত্মত্যাগ, আবু-জাহ্লের পতন ৭১

আজীমুশ্শান মো'জেযা, হুঁশিয়ারী ৭২

যুদ্ধ বন্দীদের সহিত মুসলমানদের আচরণ,

সভ্যতার দাবীদার ইউরোপীয়দের জন্য শিক্ষা, ইসলামী সমতা ৭৩

আবুল আসের ইসলাম গ্রহণ ৭৪

ইসলামী রাজনীতি এবং শিক্ষার উন্নতি, এই বৎসরের বিবিধ ঘটনা ৭৫

তৃতীয় হিজরী

গাযওয়াহ্-এ-গাতফান এবং

নবী করীম (দঃ)-এর মহান চরিত্র-সংক্রান্ত মো'জেযা .. ৭৬

হযরত হাফ্সা ও যয়নাবের সহিত বিবাহ, উহুদ-যুদ্ধ ৭৭

সেনা বাহিনী বিন্যাস এবং অল্পবয়স্ক সাহাবা-তনয়দের জেহাদের স্পৃহা ৭৮

নবী করীম (দঃ)-এর নূরানী চেহারা আহত হওয়া,

সাহাবাদের আত্মোৎসর্গ ৮০

চতুর্থ হিজরী

বি'রে মাউনা অভিমুখে সারিয়াহ্-এ-মুন্যির (রাঃ) ৮১

পঞ্চম হিজরী

কোরেশ-ইহুদী ঐক্য .. ৮২

গাযওয়াহ্-এ-আহযাব তথা পরিখাযুদ্ধ ৮৩

কাফেরদের উপর প্রবল বায়ু-প্রবাহ এবং আল্লাহ্র সাহায্য, বিবিধ ঘটনা ... ৮৪

ষষ্ঠ হিজরী

হোদায়বিয়ার সন্ধি, নবী করীম (দঃ)-এর মো'জেযা .. ৮৫

বিভিন্ন শাসকবর্গের প্রতি ইসলামের দাওয়াত ৮৬

হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) ও

হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ, ৮৮

সপ্তম হিজরী

খায়বারের যুদ্ধ ৮৮

www.e-ilm.weebly.com

বিষয় পৃষ্ঠা

ফাদাক বিজয়, উমরা-এ-ক্বাযা ৮৯

অষ্টম হিজরী

মু'তার যুদ্ধ ৮৯

মক্কা বিজয় ৯০

মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশদের সহিত মুসলমানদের আচরণ,
নবী করীম (দঃ)-এর মহত্ত্ব এবং আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ ৯১

হোনায়েনের যুদ্ধ ৯২

এক মহান মো'জেযা, তায়েফ যুদ্ধ, উমরা-এ-জি'রানা ৯৪

নবম হিজরী

তবুক যুদ্ধ ও ইসলামে চাঁদার প্রচলন, কতিপয় মো'জেযা ... ৯৫

মসজিদে যেরারে অগ্নি-সংযোগ,
প্রতিনিধিদলের আগমণ এবং দলে দলে ইসলাম গ্রহণ ৯৬

সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দল, বনী-ফাযারার প্রতিনিধি দল,
বনী-তামীমের প্রতিনিধি দল, বনী-সা'দ ইবনে বকরের প্রতিনিধি দল,
কিন্দার প্রতিনিধি দল, বনী-আব্দুল কায়েসের প্রতিনিধি দল,
বনী-হানীফার প্রতিনিধি দল ৯৭

বনী-কাহতানের প্রতিনিধি দল, বনী-হারিসের প্রতিনিধি দল,
সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-কে আমীরে হজ্জ মনোনয়ন ৯৯

দশম হিজরী

হজ্জাতুল্ ইসলাম বা বিদায় হজ্জ . ৯৯

আরাফাতের খুতবা বা বিদায়-হজ্জের ভাষণ ১০০

একাদশ হিজরী

সারিয়াহ্-এ-উসামা, নবী করীম (দঃ)-এর অন্তিম পীড়া . ১০১

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-এর ইমামত, শেষ নবীর শেষ ভাষণ ... ১০২

নবী করীম (দঃ)-এর সর্বশেষ বাক্যসমূহ ১০৪

নবী করীম (দঃ)-এর মহান চরিত্র ও মো'জেযা ... ১০৬

নবী করীম (দঃ)-এর মো'জেযাসমূহ ১০৮

"জাওয়ামিউল্-কালিম" চেহেল-হাদীস ১১০

জ্ঞাতব্য ১১১

بسم الله الرحمن الرحيم

সীরাতে খাতিমুল্-আম্বিয়া

□

নবী করীম (দঃ)-এর বংশ-পরিচিতি

নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র বংশ সমগ্র পৃথিবীর বংশাবলী হইতে অধিক সম্ভ্রান্ত[১] এবং উত্তম। ইহা এমন একটি বাস্তব সত্য যে, মক্কার কাফেরগণ এবং তাঁহার পরম শত্রুরাও তাহা অস্বীকার করিতে পারে নাই। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) কাফের থাকাকালীন রোম্-সম্রাটের সম্মুখে তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। অথচ তিনি তখন সর্বদাই কামনা করিতেন যে, যদি সুযোগ হয়, তবে নবী করীম (দঃ)-এর প্রতি কলঙ্ক আরোপ করিবেন।

পিতার দিক হইতে নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র বংশ পরম্পরা এইরূপঃ মুহাম্মদ (দঃ) ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কেলাব ইবনে মুররা ইবনে কা'ব ইবনে লুওয়াই ইবনে গালেব ইবনে ফেহের ইবনে মালিক ইবনে নাযার ইবনে কেনানাহ্ ইবনে খোযাইমাহ ইবনে মুদরেকাহ্ ইবনে ইলিয়াস ইবনে মুদার ইবনে নিযার ইবনে মা'দ ইবনে আদ্নান।

এই পর্যন্ত বংশ-তালিকা সর্বসম্মতভাবে প্রমাণিত। এখান হইতে হযরত আদম (আঃ) পর্যন্ত তালিকায় মতবিরোধ থাকায় উহার বর্ণনা বর্জন করা হইল।

মাতার দিক হইতে বংশ পরম্পরা নিম্নরূপঃ মুহাম্মদ (দঃ) ইবনে আমেনা বিনতে ওহাব ইবনে আবদে মানাফ ইবনে যুহ্রা ইবনে কেলাব। সুতরাং দেখা যাইতেছে কেলাব ইবনে মুররাহ পর্যন্ত গিয়া নবী করীম (দঃ)-এর পিতৃ ও মাতৃ বংশ পরম্পরা একত্রে মিলিয়া যায়।

১।

দালায়েলে আবু নাঈমে মারফু রেওয়ায়ত দ্বারা বর্ণিত আছে যে, হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বলেন, "আমি পৃথিবীর উদয়াচল হইতে অস্তাচল পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছি; কিন্তু বনু হাশিম অপেক্ষা উত্তম কোন খান্দান দেখি নাই।" —মাওয়াহিব

www.e-ilm.weebly.com

www.e-ilm.weebly.com

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে প্রকাশিত নবী করীম (দঃ)-এর বরকতসমূহঃ

সুবহে সাদেকের বিশ্বব্যাপী আলো আর দিগন্তের রক্তিম আভা যেমনিভাবে পৃথিবীকে সূর্যোদয়ের সুসংবাদ দান করে, তেমনিভাবে নবুওয়ত-রবি (দঃ)-এর উদয়কাল যখন ঘনাইয়া আসিল, তখন পৃথিবীর দিকে দিকে এমন ঘটনারাজি প্রকাশ পাইতে লাগিল, যাহা সুস্পষ্টরূপে নবী করীম (দঃ)-এর শুভাগমনের সংবাদ বহন করিতেছিল। মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণের পরিভাষায় এইগুলিকে 'ইরহাসাত' বা অপেক্ষমান নিদর্শন বলা হইয়া থাকে।

নবী করীম (দঃ)-এর শ্রদ্ধেয়া জননী বিবি আমেনা হইতে বর্ণিত আছে, যখন হুযূর (দঃ) তাঁহার গর্ভে স্থিতি লাভ করিলেন, তখন স্বপ্নে তাঁহাকে সুসংবাদ প্রদান করা হইল যে, "তোমার গর্ভে যে সন্তানটি রহিয়াছে তিনি এই উম্মতের সরদার। যখন তিনি ভূমিষ্ঠ হইবেন তখন তুমি এইরূপ প্রার্থনা করিওঃ আমি তাঁহাকে এক আল্লাহ্র আশ্রয়ে সমর্পণ করিলাম। আর তাঁহার নাম মুহাম্মদ (দঃ) রাখিও।"

—সীরাতে ইবনে হিশাম

তিনি আরো বলেন, "মুহাম্মদ (দঃ) আমার গর্ভে আগমন করার পর আমি একটি উজ্জ্বল জ্যোতি দেখিতে পাইলাম, যাহার ফলে বসরা নগরী ও সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আমার দৃষ্টি-সীমানায় চলিয়া আসিল।" —সীরাতে ইবনে হিশাম

তিনি আরো বলেন, "আমি কোন নারীকে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা হাল্কা ও ক্লেশ-হীন গর্ভ ধারণ করিতে দেখি নাই। অর্থাৎ, সাধারণতঃ নারীদের গর্ভাবস্থায় যে বমি বমি ভাব বা অবসাদ অবস্থা ইত্যাদি হইয়া থাকে অনুরূপ কিছুই আমার অনুভূত হয় নাই।" এতদ্ব্যতীত আরো বহু ঘটনা রহিয়াছে, যাহা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বর্ণনা করার অবকাশ নাই।

www.eelm.weebly.com

নবী করীম (দঃ)-এর শুভ-জন্ম

অধিকাংশ আলেম এই বিষয়ে একমত যে, 'আস্‌হাবে ফীল' যে বৎসর কাবা শরীফ আক্রমণ করিয়াছিল, নবী করীম (দঃ) সেই বৎসরের রবিউল-আউয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে আবাবীল নামক কতিপয় ক্ষুদ্র ও নগণ্য পাখির মাধ্যমে পরাভূত করিয়া দেন। পবিত্র কোরআনের "সূরা-ফীলে" ইহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আস্‌হাবে ফীলের ঘটনাটিও ছিল নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র জন্মগ্রহণ সম্পর্কিত বরকতসমূহের ভূমিকা স্বরূপ। নবী করীম (দঃ) সেই গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যাহা পরবর্তীকালে হাজ্জাজ-ভ্রাতা মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফের[১] অধিকারে আসিয়াছিল।

কোন কোন ঐতিহাসিকের[২] মতে 'আস্‌হাবে ফীলে'র* ঘটনাটি ৫৭১ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল সংঘটিত হইয়াছিল। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (দঃ)-এর জন্ম হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের ৫৭১ বৎসর পরে হইয়াছিল।

হাদীস শাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম আল্লামা ইবনে আসাকির[৩] পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে লিখিয়াছেনঃ হযরত আদম (আঃ) এবং হযরত নূহ (আঃ)-এর মধ্যে ১ হাজার ২ শত বৎসরের ব্যবধান ছিল। আর হযরত নূহ (আঃ) হইতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পর্যন্ত ১ হাজার ১ শত ৪২ বৎসর, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হইতে হযরত মূসা (আঃ) পর্যন্ত ৫ শত ৬৫ বৎসর, হযরত মূসা (আঃ) হইতে হযরত দাঊদ (আঃ) পর্যন্ত ৫ শত ৬৯ বৎসর, হযরত দাঊদ (আঃ) হইতে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত ১ হাজার ৩ শত ৫৬ বৎসর এবং হযরত ঈসা (আঃ) হইতে হযরত খাতিমুল-আম্বিয়া (দঃ)-এর মাঝখানে ৬ শত বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে।

টিকা

১· সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৫

২· দুরুসুত্ তারীখুল্ ইসলামী লিল হাইয়াত, পৃষ্ঠা ১৪

৩· এই সম্পর্কে আরো বিভিন্ন বর্ণনা রহিয়াছে। কিন্তু ইবনে আসাকির এই বর্ণনাকেই সঠিক বলিয়াছেন। —১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ২১

* ইয়ামনের বাদশাহ আবরাহা তাহার বিশাল হস্তী-বাহিনী লইয়া কাবা শরীফ ধ্বংস করিতে আসিয়াছিল। ইহাদিগকে 'আসহাবে ফীল' বলা হয়।

www.e-ilm.weebly.com

এই হিসাবে হযরত আদম (আঃ) হইতে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান হইতেছে ৫ হাজার ৩২ বৎসর। আর বিশুদ্ধ বর্ণনা মোতাবেক হযরত আদম (আঃ)-এর বয়স ছিল ৯ শত ৬০ বৎসর। এই হিসাবে হযরত আদম (আঃ)-এর পৃথিবীতে অবতরণের প্রায় ৬ হাজার বৎসর পরে অর্থাৎ, সপ্তম সহস্রাব্দে হযরত খাতিমুল আম্বিয়া (দঃ) এই পৃথিবীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন।

(তারীখে ইবনে আসাকির, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হইতে— প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯ ও ২০)

সারকথা, যেই বৎসর 'আস্‌হাবে ফীল' কা'বা ঘর আক্রমণ করে, সে বৎসরেরই রবিউল-আউয়াল মাসের ১২ তারিখ[১] রোজ সোমবার—দিনটি ছিল পৃথিবীর জীবনে এক অনন্য সাধারণ দিবস, যে দিন নিখিল ভুবন সৃষ্টির মূল লক্ষ্য, দিবস-রজনীর পরিবর্তনের মুখ্য উদ্দেশ্য, আদম (আঃ) ও বনী-আদমের গৌরব, নূহ (আঃ)-এর কিসতীর নিরাপত্তার নিগূঢ় তাৎপর্য, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রার্থনা এবং হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের উদ্দীষ্ট পুরুষ অর্থাৎ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর বুকে শুভাগমন করেন।

একদিকে পৃথিবীর দেবালয়ে নবুওয়ত-রবির আবির্ভাব ঘটে আর অপরদিকে ভূমিকম্পের আঘাতে পারস্য রাজপ্রাসাদের[২] ১৪টি চূড়া ধ্বসিয়া পড়ে, পারস্যের শ্বেত উপসাগর সহসাই শুকাইয়া যায়, পারস্যের অগ্নিশালার সেই অগ্নিকুণ্ড নিজে নিজেই নিভিয়া যায় যাহা বিগত এক হাজার বৎসর যাবৎ মুহূর্তের জন্যও নির্বাপিত হয় নাই। —সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৫

টিকা

১· সর্ব-সম্মত মতানুসারে নবী করীম (দঃ)-এর জন্ম রবিউল-আউয়াল মাসের সোমবারে হইয়াছিল। কিন্তু তারিখ নির্ধারণের ব্যাপারে ৪টি রেওয়ায়ত প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। যথাঃ দ্বিতীয়, অষ্টম, দশম ও দ্বাদশ তারিখ। হাফিজ মোগলতাঈ (রহঃ) "২রা তারিখ" এর রেওয়ায়তকে গ্রহণ করিয়া অন্যান্য রেওয়ায়তকে দুর্বল বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ রেওয়ায়ত হইতেছে "দ্বাদশ তারিখের" রেওয়ায়ত। এমনকি হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) ইহার উপর ইজমার দাবী বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাকেই কামেলে ইবনে আসীরে গ্রহণ করা হইয়াছে।

মাহমুদ পাশা মিশরী যাহা গণনার মাধ্যমে '৯ তারিখ'কে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা জমহূরের বিরোধী সনদবিহীন উক্তি। চন্দ্রোদয়ের স্থান বিভিন্ন হওয়ার কারণে গণনার উপর এমন কোন নির্ভরযোগ্যতার জন্ম হয় না যে, ইহার উপর ভিত্তি করিয়া জমহূরের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে।

২· মাওয়াহিব।

www.e-ilm.weebly.com

মূলতঃ এগুলি ছিল অগ্নি উপাসনা ও মানবতায় গোমরাহীর পরিসমাপ্তির ঘোষণা এবং পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের পতনের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে যে*, নবী করীম (দঃ)-এর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় তাঁহার স্নেহময়ী জননীর উদর হইতে এমন একটি নূর প্রকাশিত হয় যাহার আলোকে উদয়াচল ও অস্তাচল আলোকিত হইয়া পড়ে।

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, নবী করীম (দঃ) যখন ভূমিষ্ঠ হইলেন, তখন তিনি উভয় হাতের উপর ভর দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। তারপর তিনি এক মুষ্ঠি মাটি হাতে তুলিয়া লইলেন এবং আকাশের দিকে তাকাইলেন। —মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া

নবী করীম (দঃ)-এর সম্মানিত পিতার ইন্তিকালঃ

নবী করীম (দঃ) এখনও ভূমিষ্ঠ হন নাই। এমন সময় তাঁহার সম্মানিত পিতা আব্দুল্লাহকে তদীয় পিতা আব্দুল মুত্তালিব মদীনা হইতে খেজুর নিয়া আসার নির্দেশ দেন। আব্দুল্লাহ তাঁহাকে গর্ভাবস্থায় রাখিয়া[১] মদীনা চলিয়া যান। ঘটনাক্রমে সেখানেই তাঁহার ইন্তেকাল হইয়া যায়। এইভাবে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বেই পিতৃছায়া তাঁহার মাথার উপর হইতে অপসারিত হইয়া যায়। —মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৭

দুগ্ধপান এবং শৈশবকালঃ

শিশু মুহাম্মদ (দঃ)-কে প্রথমে তাঁহার শ্রদ্ধেয়া জননী এবং ইহার কিছুদিন পর আবু লাহাবের দাসী সুওয়াইবা স্তন্যদান করেন। অতঃপর হালীমা সাদিয়া এই পরম সৌভাগ্যের অধিকারিণী হন। —মোগলতাঈ

আরবের সম্ভ্রান্ত গোত্রসমূহের মধ্যে সাধারণভাবে এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে, তাহারা দুগ্ধ পান করাইবার জন্য নিজ সন্তানদিগকে আশেপাশের গ্রামে পাঠাইয়া দিত। ইহাতে শিশুদের দৈহিক স্বাস্থ্য সুন্দররূপে বিকাশ লাভ করিত এবং তাহারা বিশুদ্ধ আরবী ভাষাও আয়ত্ত করিয়া নিত। এই কারণেই গ্রামের মহিলারা দুগ্ধপোষ্য শিশু সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রায়শঃই শহরে গমন করিত।

হযরত হালীমা সা'দিয়া (রাঃ) বলেন, "আমি দুগ্ধপোষ্য শিশুর সন্ধানে বনু সা'দ সা'দ-এর অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে তায়েফ হইতে মক্কায় রওয়ানা হই। সেই বৎসর দেশে দুর্ভিক্ষ বিরাজ করিতেছিল। আমার কোলেও একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিল।

টিকা

* قال الحافظ ابن حجر صححه ابن حبان والحاكم كذا فى المواهب ـ نشر الطيب

১ একটি রেওয়ায়াতে এইরূপ আছে যে, নবী করীম (দঃ)-এর জন্মের ৭ মাস পর তাঁহার পিতার ইন্তেকাল হইয়াছিল। কিন্তু "যাদুল মা'আদ" গ্রন্থে ইবনে কাইয়িম এই অভিমতকে দুর্বল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

www.e-ilm.weebly.com

কিন্তু (দারিদ্র্য ও উপবাসের দরুন) আমার স্তনে এই পরিমাণ দুগ্ধ ছিলনা যাহা তাহার জন্য যথেষ্ট হইতে পারে। সারারাত সে ক্ষুধায় কাতরাইত আর আমরা তাহার জন্য বসিয়া রাত কাটাইতাম। আমাদের একটি উটনীও ছিল। কিন্তু উহার স্তনেও তখন দুগ্ধ ছিল না।

মক্কার সফরে আমি যে লম্বা কানওয়ালা উষ্ট্রীর উপর সওয়ার ছিলাম, উহা এতই দুর্বল ছিল যে, সকলের সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিতে পারিতেছিল না। এইজন্য সাথীগণ বিরক্তি বোধ করিতেছিলেন। শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে এই সফর সমাপ্ত হইল।" মক্কা পৌঁছিবার পর যে মহিলাই শিশু মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিত এবং শুনিত যে, তিনি এতীম, তখন কেহই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে রাজী হইত না। (কারণ, তাঁহার পক্ষ হইতে যথেষ্ট পুরস্কার ও সম্মানী পাওয়ার আশা ছিল না।) এইদিকে হালীমার ভাগ্য-তারকা চমকাইতেছিল। দুধের সল্পতা তাঁহার জন্য আশীর্বাদ হইয়া দাঁড়াইল। কেননা, দুধের স্বল্পতা দেখিয়া কেহই তাঁহাকে শিশু দিতে সম্মত হইতেছিল না।

হালীমা বলেনঃ "আমি আমার স্বামীকে বলিলাম, শূন্য হাতে ফিরিয়া যাওয়া আমার কাছে ভাল ঠেকিতেছে না। এইভাবে ফিরিয়া যাওয়ার চাইতে এই এতীম শিশুটিকে নিয়া যাওয়াই বরং ভাল। আমার স্বামী এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।" আর এমনিভাবে তিনি সেই এতীম রত্নটিকে সঙ্গে নিয়া আসিলেন, যাহার কল্যাণে শুধু হালীমার ও আমেনার গৃহই নহে বরং সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত সেই জ্যোতির ছটায় উদ্ভাসিত হওয়ার প্রতীক্ষায় ছিল।

আল্লাহ্র রহ্মতে হালীমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল এবং দো-জাহানের সরদার শিশু মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কোলে চলিয়া আসেন। তাঁবুতে ফিরিয়া দুগ্ধ পান করাইতে বসার সঙ্গে সঙ্গে বরকত ও কল্যাণের অজস্র ধারা প্রকাশ পাইতে লাগিল। স্তনে এত অধিক পরিমাণে দুগ্ধ নামিয়া আসিল যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার দুধ-ভাই উভয়েই তৃপ্তি সহকারে পান করিলেন এবং ঘুমাইয়া পড়িলেন। এইদিকে উটনীর দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইলেন, উহার স্তন দুধে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। হালীমা বলেনঃ "আমার স্বামী উটনীর দুগ্ধ দোহন করিয়া আনিলেন এবং আমরা সকলে খুব পরিতৃপ্ত হইয়া পান করিলাম আর সারারাত আরামে কাটাইলাম। বহুদিন পর আমাদের জন্য ইহাই ছিল প্রথম রজনী যে, আমরা শান্তিতে মন ভরিয়া ঘুমাইতে পারিয়াছিলাম। ইহাতে আমার স্বামী আমাকে বলিতে লাগিলেন, 'হালীমা! তুমি যে অত্যন্ত মোবারক শিশু ঘরে আনিয়াছ!' আমি বলিলাম, হাঁ, আমারও তাই ধারণা, মুহাম্মদ (দঃ) অতিশয়

মোবারক শিশু। অতঃপর আমরা মক্কা হইতে রওয়ানা হইলাম। আমি শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোলে নিয়া সেই দুর্বল দীর্ঘকর্ণের উটনীর উপর আরোহণ করিলাম।

কিন্তু আল্লাহর মহিমার লীলা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম—এখন সেই দুর্বল বাহনটি এত দ্রুত গতিতে চলিতে লাগিল যে, অন্য কাহারো সওয়ারী উহার নিকট পর্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম হইল না। আমার সহযাত্রী মহিলাগণ বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলঃ 'এইটা কি সেই বাহন যাহাতে আরোহণ করিয়া তুমি আসিয়াছিলে?'

যাহোক এইভাবে আমরা বাড়ী পৌঁছিয়া গেলাম। সেখানে তখন চরম দুর্ভিক্ষ বিরাজ করিতেছিল। দুগ্ধবতী সমস্ত জীব দুগ্ধ-শূন্য ছিল।

কিন্তু আমি গৃহে প্রবেশ করার সাথে সাথে আমার সব কয়টি বকরীর স্তন দুধে ভরপুর হইয়া উঠিল। এখন হইতে আমার বকরীগুলি প্রত্যহ দুধে পরিপূর্ণ হইয়া ঘরে ফিরিতে লাগিল। অন্যরা তাহাদের পশুর স্তন হইতে এক ফোঁটা দুধও সংগ্রহ করিতে পারিতেছিল না। আমার গোত্রের লোকেরা তাহাদের রাখালগণকে বলিতে লাগিল, 'হালীমার বকরীগুলি যে জায়গায় ঘাস খায় তোমরাও সেই চারণ ক্ষেত্রে নিজ নিজ পশুকে ঘাস খাওয়াইতে লইয়া যাইবে।' কিন্তু তাহারা তো জানে না যে, এখানে কোন চারণভূমি ও মাঠের কোনই বিশেষত্ব ছিল না; বরং অন্য কোন অমূল্য রত্নের মহিমা পর্দার অন্তরালে কাজ করিতেছিল; ইহা তাহারা কোথায় পাইতে পারে! সুতরাং একই জায়গায় চরা সত্ত্বেও তাহাদের পশুগুলি দুগ্ধ-শূন্য আর আমার বকরীগুলি দুধে ভরপুর হইয়া বাড়ী ফিরিত। এমনিভাবে আমরা সর্বক্ষণ নবী করীম (দঃ)-এর বরকতসমূহ প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম। এভাবেই দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল এবং আমি নবী করীম (দঃ)-এর দুধ ছাড়াইয়া দিলাম।" —আস্-সালিহাত

নবী করীম (দঃ)-এর প্রথম বাক্যঃ

হযরত হালীমা বর্ণনা করেন, "যে সময় আমি নবী করীম (দঃ)-এর দুধ ছাড়াইলাম, তখন তাঁহার পবিত্র যবান হইতে এই কয়টি কথা উচ্চারিত হইয়াছিলঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَّالْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا وَّسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا

আর ইহাই ছিল তাঁহার প্রথম বাক্য। (বায়হাকী ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—খাসাইসে কুব্‌রা ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫)

নবী করীম (দঃ)-এর দৈহিক ক্রম-বিকাশ অন্যান্য শিশুদের তুলনায় উন্নত ছিল। এমনকি দুই বৎসর বয়সেই তাঁহাকে বেশ বড়সড় দেখাইতেছিল। এখন আমরা প্রথা অনুযায়ী তাঁহাকে তাঁহার মায়ের কাছে নিয়া গেলাম। কিন্তু তাঁহার বরকতসমূহের

www.e-ilm.weebly.com

কারণে তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিতে মন চাহিতেছিল না। ঘটনাক্রমে সেই বৎসর মক্কায় প্লেগ মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল। আমরা মহামারীর অজুহাতে তাঁহাকে ফেরৎ নিয়া আসিলাম। নবী করীম (দঃ) আমাদের কাছেই রহিয়া গেলেন। তিনি ঘরের বাহিরে যাইতেন এবং শিশুদিগকে খেলাধুলা করিতে দেখিতেন, কিন্তু নিজে কখনও খেলাধুলায় অংশ গ্রহণ করিতেন না। একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার অপর ভাইকে যে সারাদিন দেখিতে পাই না, সে কোথায় থাকে?' আমি বলিলামঃ সে বকরী চরাইতে যায়। হুযূর (দঃ) বলিলেন, 'আমাকেও তাহার সঙ্গে পাঠাইবেন'।[১] ইহার পর হইতে তিনি তাঁহার দুধ-ভাই (আব্দুল্লাহ্)-এর সঙ্গে বকরী চরাইতে যাইতেন। —খাসা-ইস ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫

একদিন তাঁহারা উভয়ে পশুদের মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। এমন সময় আব্দুল্লাহ হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৌড়াইয়া গৃহে আসিয়া পৌঁছিল এবং তাহার পিতাকে বলিল, 'আমার কুরাইশী ভাইকে দুইজন সাদা কাপড় পরিহিত লোক শোয়াইয়া তাঁহার পেট চিরিয়া ফেলিয়াছে। আমি তাহাদিগকে এই অবস্থায়ই ফেলিয়া আসিয়াছি।' আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ঘাবড়াইয়া মাঠের দিকে দৌড়াইলাম। দেখিতে পাইলাম, মুহাম্মদ (দঃ) বসিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু চেহারার রঙ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বাছা! তোমার কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন, 'দুইজন সাদা কাপড় পরিহিত লোক আসিয়া আমাকে ধরিয়া শোয়াইয়া দিল এবং আমার পেট চিরিয়া উহার মধ্য হইতে কি যেন খুঁজিয়া বাহির করিল। আমি জানি না ইহা কি ছিল।' আমরা তাঁহাকে ঘরে নিয়া আসিলাম* এবং পরে জনৈক গণকের[২] কাছে নিয়া গেলাম। গণক তাঁহাকে দেখামাত্র স্বীয় আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহাকে নিজের বুকের উপর উঠাইয়া লইল আর চিৎকার করিতে লাগিল, "হে আরবের জনগণ! শীঘ্র আস। যে মহা বিপদ অচিরেই তোমাদের উপর ঘনায়মান তাহাকে প্রতিহত কর। যার উপায় এই যে, তোমরা এই শিশুটিকে হত্যা করিয়া ফেল এবং আমাকেও তাঁহার সহিত হত্যা কর। যদি তোমরা তাঁহাকে জীবিত ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে স্মরণ রাখিও, সে তোমাদের দ্বীনকে মিটাইয়া দিবে এবং

টিকা

১· শৈশবকালে এমনতর সাম্য-চেতনা লক্ষণীয় যে, "যখন আমার ভাই কাজ করিতেছে তখন আমি কেন করিব না।"

২· ইসলামের পূর্বে কিছু মানুষ জ্বীন ও শয়তানের সাহায্যে আসমানী খবর এবং গোপন কথা-বার্তা জানিয়া নিয়া গায়েবী খবরের দাবীদার হইত—তাহারা কাহেন বা গণক নামে পরিচিত ছিল।

* সীরাতে ইবনে হিশাম—হাশিয়া যা-দুল মা'আদ, পৃষ্ঠা ৮০; আল-গায়া, পৃষ্ঠা ৮৯

www.e-ilm.weebly.com

... একটি দ্বীনের দিকে তোমাদিগকে আহ্বান করিবে, যাহার কথা তোমরা আজ ... কখনও শ্রবণ কর নাই।"

...কের কথা শুনিয়া হালীমা ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে এ হতভাগার ... হইতে ছিনাইয়া আনিয়া বলিলেনঃ "তোমার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। ... নিজের মস্তিষ্কেরই চিকিৎসা করানো উচিত।" এই বলিয়া হালীমা তাঁহাকে ... গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এই দ্বিতীয় ঘটনাটি হুযূর (দঃ)-কে তাঁহার ... জননীর নিকট ফিরাইয়া দিতে তাহাকে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করিল। কেননা, ... তাহার যথাযথ নিরাপত্তা দিতে পারিতেছিলেন না। —খাসা-ইস

...য় পৌঁছিয়া যখন নবী করীম (দঃ)-কে তাঁহার শ্রদ্ধেয়া জননীর নিকট সোপর্দ ...লেন, তখন তিনি হালীমাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "আগ্রহের সহিত লইয়া গিয়া ... শীঘ্র ফিরাইয়া আনার কারণ কি?" অনেক পীড়াপীড়ির পর হযরত হালীমাকে ... নিকট সমুদয় ঘটনা সবিস্তার বর্ণনা করিতে হইল। তিনি শুনিয়া বলিলেনঃ ...শ্যই আমার ছেলের একটি বিশিষ্ট মহিমা রহিয়াছে।" তারপর তিনি গর্ভাবস্থা ... ভূমিষ্ঠকালে সংঘটিত সকল বিস্ময়কর ঘটনা শুনাইলেন।"

—ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা ৯

নবী করীম (দঃ)-এর শ্রদ্ধেয়া জননীর ইন্তেকালঃ

যখন তাঁহার বয়স চার বা ছয় বৎসর, তখন মদীনা হইতে প্রত্যাগমণকালে ...ওয়া নামক স্থানে তাঁহার শ্রদ্ধেয়া জননীও পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ ...লেন। —মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ১০

বাল্যকাল। বয়স ছয় বৎসর। পিতৃছায়া তো আগেই উঠিয়া গিয়াছিল। মাতৃ-...ত্বের আশ্রয়ও আজ শেষ হইয়া গেল। কিন্তু এই এতীম শিশুটি যে রহ্মতের ...শ্রয়ে প্রতিপালিত হওয়ার প্রতীক্ষায় তিনি তো এই সকল সহায়-সম্বলের ...পেক্ষী নহেন।

আব্দুল মুত্তালিবের পরলোক গমনঃ

পিতা-মাতার পর তিনি তাঁহার পিতামহ আব্দুল মুত্তালিবের আশ্রয়ে ...ন-পালিত হন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার অভিপ্রায় ছিল এই সত্যটুকু তুলিয়া ... যে, এই বালক শুধু রহ্মতের ক্রোড়েই প্রতিপালিত হইবে। যিনি সকল কার্য-...ণের আসল নিয়ামক সেই রাব্বুল আলামীন স্বয়ং তাঁহার লালন-পালনের ...দার হইয়াছেন। যখন তাঁহার বয়স আট বৎসর দুই মাস দশ দিন পূর্ণ হইল, ... আব্দুল মুত্তালিবও দুনিয়া হইতে বিদায় হইলেন।

www.e-ilm.weebly.com

নবী করীম (দঃ)-এর সিরিয়া ভ্রমণঃ

দাদা আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর পিতৃব্য আবু তালেব তাঁহার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনি তাঁহারই স্নেহ-ছায়ায় বাস করিতে থাকেন। এমনিভাবে যখন তাঁহার বয়স বার বৎসর দুই মাস দশ দিন পূর্ণ হইল, তখন আবু তালেব বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া গমনের ইচ্ছা করিলেন। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সঙ্গে লইয়া তিনি সিরিয়ার পথে যাত্রা করিলেন। পথে তাইমা নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করিলেন।

তাঁহার সম্পর্কে জনৈক বিরাট ইহুদী পণ্ডিতের ভবিষ্যদ্বাণীঃ

তিনি যখন তাইমা নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ঘটনাচক্রে একদিন বুহায়রা রাহেব নামক একজন অতি বড় ইহুদী পণ্ডিত তাঁহার পাশ দিয়া গমনকালে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া আবু তালেবকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "আপনার সঙ্গে যে বালকটি রহিয়াছে সে কে?" আবু তালেব বলিলেনঃ "ছেলেটি আমার ভ্রাতুস্পুত্র।" বুহায়রা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি তাঁহার প্রতি স্নেহ পোষণ করেন এবং তাঁহার নিরাপত্তা কামনা করেন?" আবু তালেব বলিলেন, "নিঃসন্দেহে।" তখন যাজক বুহায়রা খোদার নামে শপথ করিয়া বলিলেন, "আপনি যদি ছেলেটিকে সিরিয়া নিয়া যান তাহা হইলে ইহুদীরা তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। কারণ, ইনি আল্লাহ্‌র সেই নবী যিনি ইহুদী ধর্মকে মিটাইয়া দিবেন। আমি তাঁহার গুণাবলী আসমানী কিতাবের মধ্যে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি।"

ফায়দাঃ বুহায়রা যেহেতু তাওরাতের অতি বড় পণ্ডিত ছিলেন এবং তাওরাত কিতাবে নবী করীম (দঃ)-এর আকার-অবয়বের পূর্ণ বিবরণ বিদ্যমান রহিয়াছে সেহেতু তিনি নবী করীম (দঃ)-কে দেখিবা মাত্রই চিনিতে পারিয়াছিলেন যে, ইনিই সেই শেষ নবী যিনি তাওরাতকে রহিত করিবেন এবং ইহুদী ধর্মযাজকদের রাজত্বের অবসান ঘটাইবেন। সুতরাং বুহায়রার কথায় আবু তালেবের মনে শংকা জাগ্রত হইল। তিনি নবী করীম (দঃ)-কে মক্কায় ফেরত পাঠাইয়া দিলেন।

—মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ১০

ব্যবসার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার সিরিয়া ভ্রমণঃ

সেই সময় মক্কার খাদীজা ছিলেন একজন ধনী, বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ বিধবা মহিলা। যে সকল দরিদ্র ব্যক্তিকে তিনি বুদ্ধিমান, চতুর ও বিশ্বস্ত বলিয়া মনে করিতেন, তাহাদের হাতে নিজের বাণিজ্যসম্ভার সমর্পণ করিয়া বলিতেন যে, এগুলি অমুক জায়গায় নিয়া বিক্রয় করিয়া আস। তোমাদিগকেও এত পরিমাণ লভ্যাংশ প্রদান করা হইবে।

www.e-ilm.weebly.com

যদিও তখন পর্যন্ত নবী করীম (দঃ)-এর নবুওতের বিকাশ ঘটে নাই, তবুও সারা মক্কা নগরীতে তাঁহার ধর্মপরায়ণতা ও বিশ্বস্ততার সুনাম ছিল। তাঁহার পূত-পবিত্র চরিত্রের প্রতি প্রতিটি লোকের বিশ্বাস ছিল। তিনি 'আল-আমীন' বা 'অতি বিশ্বাসী' নামেতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার এই সুখ্যাতি আর মহত্ত্বের কথা খাদীজার অবিদিত ছিল না। সুতরাং তিনি তাঁহার ব্যবসার দায়িত্বভার নবী করীম (দঃ)-এর উপর অর্পণ করিয়া তাঁহার বিশ্বস্ততা দ্বারা উপকৃত হইতে ইচ্ছা করিলেন।

তিনি হুযূর (দঃ)-এর নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে, আপনি যদি আমার বাণিজ্য-সম্ভার সিরিয়ায় নিয়া যান, তাহা হইলে আমি আমার একটি গোলাম আপনার সহযোগিতার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিব এবং অন্যান্য লোককে যে লভ্যাংশ দেওয়া হয় তদপেক্ষা অধিক দ্বারা আপনার খেদমত করিব। নবী করীম (দঃ) যেহেতু স্বভাবতঃ উচ্চ সাহসী ও প্রশস্ত চিন্তার অধিকারী ছিলেন, তাই সঙ্গে সঙ্গে এই দীর্ঘ সফরের জন্য প্রস্তুত হইয়া গেলেন। হযরত খাদীজার গোলাম মাইসারাকে সঙ্গে নিয়া ১৬ই যিল-হজ্ব তারিখে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করিলেন। সিরিয়ায় গিয়া সমুদয় পণ্য অতি বুদ্ধিমত্তার সহিত প্রচুর মুনাফায় সেখানে বিক্রয় করিলেন এবং সিরিয়া হইতে অন্যান্য পণ্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। মক্কায় পৌঁছিয়া আনীত পণ্য খাদীজাকে বুঝাইয়া দিলেন। খাদীজা সেগুলি এখানে বিক্রয় করিলে প্রায় দ্বিগুণ মুনাফা অর্জিত হইল।

সিরিয়ার পথে যখন নবী করীম (দঃ) এক জায়গায় যাত্রা-বিরতি করিয়া আরাম করিতেছিলেন, তখন 'নাস্তুরা' নামক একজন ইহুদী পণ্ডিত তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে শেষ নবীর যে সকল লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে তাহা হুবহু নবী করীম (দঃ)-এর মধ্যে দেখিতে পাইয়া তিনি তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিলেন। যাজক মাইসারাকে চিনিতেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "তোমার সঙ্গের এই লোকটি কে?" উত্তরে মাইসারা বলিল, "ইনি পবিত্র মক্কার অধিবাসী কুরাইশ বংশীয় একজন সম্ভ্রান্ত যুবক।" 'নাস্তুরা' বলিলেন, "এই যুবকটি কালে নবী হইবেন।" —মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ১২

হযরত খাদীজার সহিত বিবাহঃ

হযরত খাদীজা ছিলেন একজন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতী মহিলা। নবী করীম (দঃ)-এর শিষ্টাচার এবং বিস্ময়কর চরিত্র-মাধুর্য প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার অন্তরে মহানবীর প্রতি এক সত্যিকার বিশ্বাস এবং অকৃত্রিম ভালবাসা জন্ম নিয়াছিল। ফলে তিনি স্বয়ং ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে, হুযূর (দঃ) সম্মত হইলে তিনি তাঁহারই সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইবেন।

www.e-ilm.weebly.com

নবী করীম (দঃ)-এর বয়স যখন একুশ[১] বৎসর, তখন হযরত খাদীজার সহিত তাঁহার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় হযরত খাদীজার বয়স ছিল চল্লিশ বৎসর। কোন কোন বর্ণনায় পয়তাল্লিশ বৎসর। —মোগলতাঈ

বিবাহ অনুষ্ঠানে আবুতালেব এবং বনু-হাশিম ও মুযার গোত্রের সমস্ত নেতৃবর্গ সমবেত হন। আবুতালেব বিবাহের খোৎবা পাঠ করেন। এই খোৎবায় আবুতালেব নবী করীম (দঃ) সম্পর্কে যে কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। নিম্নে ইহার অনুবাদ প্রদত্ত হইলঃ

> "ইনি হইতেছেন মুহাম্মদ (দঃ) ইবনে আব্দুল্লাহ্। যিনি ধন-সম্পদের দিক দিয়া কম হইলেও মহান চরিত্র আর অনুপম গুণাবলীর দরুন যাহাকেই তাঁহার মোকাবেলায় রাখা হইবে, তিনি তাহার চাইতে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইবেন। কেননা, ধন-সম্পদ এক বিলীয়মান ছায়া আর প্রত্যাবর্তনশীল বস্তু বিশেষ। আর এই মুহাম্মদ (দঃ) যাঁহার আত্মীয়তার সম্পর্কের খবর আপনাদের সবারই জানা, তিনি খাদীজা বিনতে খোয়াইলাদের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চাহিতেছেন। তাঁহার সমুদয় মুহরানা মুয়াজ্জাল (নগদ দেয়) হোক কিংবা মু-আজ্জাল (দেরিতে দেয়), আমার সম্পদ হইতে দেয়। আল্লাহ্‌র কসম, অতঃপর তিনি বিপুলভাবে সম্মানিত ও নন্দিত হইবেন।"

নবী করীম (দঃ)-এর বয়স যখন মাত্র ২১* বৎসর এবং বাহ্যতঃ তখনও তাঁহাকে নবুওয়ত প্রদান করা হয় নাই, ঠিক সেই সময়ে তাঁহার সম্পর্কে আবুতালেবের এই বক্তব্য উচ্চারিত হইয়াছিল। তদুপরি অধিকতর বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, আবুতালেব তাহার সেই পুরাতন ধর্ম-বিশ্বাসের উপর অটল-অবিচল যাহার ধ্বংস সাধনে নবী করীম (দঃ)-এর গোটা জীবন উৎসর্গিত। কিন্তু কথা হইল এই যে, সত্যকে কখনও লুকাইয়া রাখা যায় না।

মোট কথা, হযরত খাদীজার সহিত নবী করীম (দঃ)-এর বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। তিনি দীর্ঘ ২৪ বৎসর তাঁহার সেবায় নিয়োজিত থাকেন। কিছুকাল অহী অবতীর্ণ হইবার পূর্বে আর কিছুকাল অহী অবতীর্ণ হইবার পরে।

টিকা

১· ঐ সময় নবী করীম (দঃ)-এর বয়স সম্পর্কে বিভিন্ন মত রহিয়াছে। যথাঃ ২১, ২৯, ৩০, ৩৭; সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ১৪। সীরাতে মোস্তফা প্রভৃতি গ্রন্থে বিবাহের সময় নবী করীম (দঃ)-এর বয়স ২৫ বৎসর ছিল বলিয়া বর্ণিত আছে।

* নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহের সময়ের বয়স সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশের মতে তাঁহার বয়স ছিল ২৫ বৎসর।

www.e-ilm.weebly.com

হযরত খাদীজার গর্ভে মহানবীর সন্তানঃ

হযরত খাদীজার গর্ভে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই তনয় এবং চার কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র তনয়দ্বয়ের নামঃ হযরত কাসেম ও হযরত তাহের। কাসেমের নামানুসারেই হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "আবুল কাসেম" ডাকনামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কোন কোন বর্ণনায় হযরত তাহেরের নাম আব্দুল্লাহ[১] বলা হইয়াছে। কন্যা চারজনের নামঃ হযরত ফাতেমা, হযরত যয়নাব, হযরত রোকাইয়া ও হযরত উম্মে কুলসুম। হযরত যয়নাব ছিলেন তাঁহার সন্তানগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা।[২] হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তানগণের সকলেই হযরত খাদীজার গর্ভজাত ছিলেন। অবশ্য তাঁহার তৃতীয় পুত্র হযরত ইবরাহীমই শুধু হযরত মারিয়া কিবতীয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলেই বাল্যবয়সেই ওফাৎপ্রাপ্ত হন। অবশ্য হযরত কাসেম (রাঃ) সম্পর্কে কোন কোন বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি সওয়ারীর উপর আরোহণ করিতে পারার মত বয়সে উপনীত হইয়াছিলেন। —মোগলতাঈ

নবী করীম (দঃ)-এর কন্যাগণঃ

হযরত ফাতেমা সর্ব-সম্মতিক্রমে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। তিনি তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেন, "ফাতেমা জান্নাতী মহিলাগণের সর্দার।" পনের বৎসর সাড়ে পাঁচ মাস বয়সে হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে তাঁহার পরিণয় হয়। বিবাহে মোহরানা নির্ধারিত হইয়াছিল চারিশত আশি দিরহাম। এই সাইয়্যিদাতুন-নিসার যৌতুক ছিল একটি চাদর, খেজুর গাছের ছালভরা একটি বালিশ, একটি চামড়ার গদি, একটি দড়ির খাটিয়া, একটি মোশক, দুইটি মাটির কলস, দুইটি সুরাহী এবং একটি আটার চাক্কী। —(তবকাতে ইবনে সা'আদ) চাক্কী পেষণসহ ঘরের যাবতীয় কাজকর্ম তিনি নিজ হাতেই সম্পন্ন করিতেন। এই ছিল দোঁ-জাহানের সর্দার খাতিমুল-আম্বিয়া ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বাধিক আদরের কন্যার বিবাহ, যৌতুক এবং মোহরানার অবস্থা,

টিকা

১। যা-দুল মা'আদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে, তাঁহার আসল নাম ছিল আব্দুল্লাহ্। তৈয়ব ও তাহের এই দুইটি ছিল তাঁহার উপাধি।

২। হাফেজ ইবনে কাইয়্যেম যা-দুল মা'আদ গ্রন্থে এই সম্পর্কে বিভিন্ন মত উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ হযরত যয়নাবকে, কেহ হযরত রোকাইয়াকে, কেহ হযরত উম্মে কুলসুমকে সর্বজ্যেষ্ঠা বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রোকাইয়া (রাঃ) সর্বজ্যেষ্ঠা এবং হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ) সর্বকনিষ্ঠা ছিলেন।

—যা-দুল মা'আদ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫

www.e-ilm.weebly.com

আর তাহার দারিদ্রপীড়িত জীবনের চিত্র।[১] যে সকল মহিলা বিবাহ-সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতায় স্বীয় দ্বীন ও দুনিয়াকে ধ্বংস করিয়া দেয় তাহারা কি ইহা দেখিয়াও লজ্জা বোধ করিবে না?

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন পুত্র-সন্তান বাঁচিয়া না থাকার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার বিরাট রহস্য নিহিত রহিয়াছে। শুধু কন্যা- সন্তানগণের মাধ্যমেই দুনিয়াতে তাঁহার বংশ বিস্তার লাভ করিয়াছে। কিন্তু কন্যাগণের মধ্যেও শুধু হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর সন্তানগণই জীবিত ছিলেন। অন্যান্য কণ্যাগণের মধ্যে কাহারো কাহারো কোন সন্তানই জন্মায় নাই। আর কাহারো কাহারো সন্তান জীবিত থাকেন নাই।

হযরত যয়নাব (রাঃ)-এর বিবাহ আবুল আস্ ইবনুর রবী'-এর সহিত হইয়াছিল। তাঁহাদের একটি ছেলে-সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া অল্প বয়সেই মৃত্যুবরণ করে। 'উমামা' নাম্নী তাঁহাদের একটি কন্যা ছিল। হযরত ফাতেমার ইন্তিকালের পর হযরত আলী (রাঃ) ইঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কোন সন্তান ছিল না।

হযরত রোকাইয়া (রাঃ) ছিলেন হযরত উসমান (রাঃ)-এর সহ-ধর্মিণী। তাঁহারা এক সঙ্গেই হাবশায় হিজ্‌রত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় নিঃসন্তান অবস্থায় তাঁহার ইন্তেকাল হয়। তাঁহার পর তাঁহার তৃতীয় ভগ্নী হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ)-কেও নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমানের সহিত বিবাহ দেন। এই কারণে হযরত উসমান "যীন্-নূরাইন" বা দুই নূরের অধিকারী বলিয়া অভিহিত হইতেন। নবম হিজরীতে হযরত উম্মে কুলসুমও পরলোক গমন করেন। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছিলেন, "যদি আমার তৃতীয় কোন কন্যা থাকিত, তাহা হইলে তাহাকেও আমি উসমানের সহিত বিবাহ দিতাম।"

—সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ১৬ ও ১৭

মহিলাগণের জন্য স্মরণীয়ঃ

সীরাতের নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় রহিয়াছে যে, একবার হযরত রোকাইয়া (রাঃ) হযরত উসমান (রাঃ)-এর উপর অসন্তুষ্ট হইয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে অভিযোগ করিতে আসিলেন। হুযূর (দঃ) বলিলেন,

টিকা

১. হযরত ফাতেমা (রাঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে হইলে হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আসগার হোসাইন (রহঃ) রচিত ও কুতুবখানা এমদাদিয়াহ, দেওবন্দ কর্তৃক প্রকাশিত "নেক বীবিয়াঁ" গ্রন্থখানা পাঠ করিতে পারেন। ইহাতে ঈমান সজীব হইবে।

www.e-ilm.weebly.com

না স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবে, ইহা আমার পছন্দ নহে। সোজা নিজের ঘরে ফিরিয়া যাও।" ইহাই ছিল কন্যার প্রতি পিতার শিক্ষা, যাহাতে তাহাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই সুগঠিত হইতে পারে। —ইবনে কাসীর রচিত আওজাযুস্-সিয়ার

অন্যান্য পুণ্যবতী পত্নিগণ

নবী করীম (দঃ) হযরত খাদীজার জীবদ্দশায় অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করেন নাই। হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে যখন তিনি পরলোক গমন করেন এবং নবী করীম (দঃ)-এর বয়স ঊন-পঞ্চাশ বৎসরে উপনীত হয়, তখন আরো কতিপয় পুণ্যবতী মহিলা তাঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হন। যাঁহাদের পবিত্র নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

(২) হযরত সাওদা বিনতে যাম্আহ্ (রাঃ), (৩) হযরত আয়েশা (রাঃ), (৪) হযরত হাফ্সা (রাঃ), (৫) হযরত যয়নাব বিন্তে খোযাইমা (রাঃ), (৬) হযরত উম্মে সালামা (রাঃ), (৭) হযরত যয়নাব বিন্তে জাহাশ (রাঃ), (৮) হযরত জুওয়াইরিয়্যাহ্ (রাঃ), (৯) হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ), (১০) হযরত সুফিয়া (রাঃ), (১১) হযরত মাইমুনা (রাঃ)। মোট এগার জন। ইঁহাদের দুইজন হুযূর (দঃ)-এর জীবদ্দশায়ই ইন্তেকাল করিয়াছিলেন এবং নয়জন তাঁহার ওফাতের সময় জীবিত ছিলেন। আর ইহা শুধু নবী করীম (দঃ)-এরই বৈশিষ্ট্য ছিল বলিয়া উম্মতের ইজমা তথা ঐকমত্য রহিয়াছে। উম্মতের জন্য একই সময়ে চারজনের অধিক স্ত্রী রাখা আদৌ জায়েয নহে। নবী করীম (দঃ)-এর এই বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু কারণ পরবর্তীতে বর্ণনা করা হইবে।

হযরত সাওদা (রাঃ)ঃ ইনি প্রথমে সাক্রান ইবনে আম্রের সহ-ধর্মিণী ছিলেন। তাহার পরে হুযূর (দঃ)-এর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)ঃ ইনি হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর কন্যা। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার সময় তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ছয় বৎসর। হিজরী ১ম সনে নয় বৎসর বয়সে তাঁহার রুখ্সাতী সম্পন্ন হইয়াছিল। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সময় তাঁহার বয়স ছিল আঠার বৎসর। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নয় বৎসরের পবিত্র সান্নিধ্য তাঁহার উপর কি যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং এই সীমিত পরিসরে তিনি কত কি যে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা বড় বড় সাহাবীগণের বক্তব্য হইতে অনুধাবন করা যায়। তাঁহারা বলিতেন, "যখন কোন কঠিন সমস্যার ব্যাপারে আমাদের সন্দেহ সৃষ্টি হইত, তখন

www.e-ilm.weebly.com

আমরা হযরত আয়েশা সিদ্দীকার নিকট উহার সমাধান পাইতাম।" ঠিক এই কারণে প্রবীণ সাহাবীদের অনেকেই তাঁহার শিষ্য ছিলেন।[১]

হযরত হাফসা (রাঃ)ঃ ফারুকে আযম (রাঃ)-এর কন্যা ছিলেন তিনি। প্রথমে উনাইস্ ইবনে হুযাফার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অতঃপর হিজরী দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সনে নবী করীম (দঃ) তাঁহাকে বিবাহ করেন।

হযরত যয়নাব বিনতে খোযায়মা হেলালিয়া (রাঃ)ঃ ইনি "উম্মুল মাসাকীন (মিসকীনদের জননী)" উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। প্রথমে তোফায়ল ইবনে হারেসের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি তালাক দিলে পরে তাহার ভাই উবায়দার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইনি বদর যুদ্ধে শাহাদত বরণ করিলে হিজরী তৃতীয় সনে উহুদ যুদ্ধের একমাস পূর্বে নবী করীম (দঃ)-এর সহিত তাঁহার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।
—সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৪৯

হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ)ঃ ইনি হযরত আবু সুফিয়ানের কন্যা। প্রথমে উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহ্‌শের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। উবায়দুল্লাহর পক্ষ হইতে তাঁহার সন্তানাদিও ছিল। স্বামী-স্ত্রী মুসলমান হইয়া হাবশায় হিজরত করিয়াছিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া উবায়দুল্লাহ্ খৃষ্টান হইয়া যায় এবং উম্মে হাবিবা স্বীয় ঈমান-আকীদার উপর অটল থাকেন। এই সময় নবী করীম (দঃ) হাবশার বাদশাহ্ নাজ্জাশীকে এই মর্মে একখানা চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যেন তাঁহার পক্ষ হইতে উম্মে হাবীবার নিকট বিবাহের প্রস্তাব পেশ করেন। সুতরাং নাজ্জাশী বিবাহের প্রস্তাব পেশ করেন এবং নিজেই এই বিবাহের অভিভাবক হইয়া মহরানার চারশত দীনার আদায় করিয়া দেন।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)ঃ তাহার নাম ছিল হিন্দা। প্রথমে আবু সালামার বিবাহাধীনে ছিলেন। আবু সালামার পক্ষ হইতে তাঁহার সন্তানাদিও ছিল। হিজরী ৪র্থ সনের জুমাদাস্-সানী মাসে এবং কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী হিজরী তৃতীয় সনে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। (সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৫৫) বলা হইয়া থাকে যে, হযরত উম্মে সালমা সমস্ত পবিত্রা-পত্নিগণের পরে ইন্তিকাল করিয়াছিলেন।

হযরত যয়নাব বিন্‌তে জাহাশ্ (রাঃ)ঃ তিনি ছিলেন নবী করীম (দঃ)-এর ফুফাত বোন। হুযূর (দঃ) তাঁহাকে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসার সহিত বিবাহ দিতে ইচ্ছা

টিকা

১. হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানিতে হইলে "নেক-বীবিয়াঁ" নামক গ্রন্থখানা পাঠ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

www.e-ilm.weebly.com

দিয়াছিলেন। যায়েদ ছিলেন হুযূর (দঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম। তিনি তাঁহাকে আপন পোষ্য-পুত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবুও যেহেতু তাঁহার গায়ে একবার গোলামের ছোঁয়া লাগিয়াছিল, তাই হযরত যয়নাব (রাঃ) এই সম্বন্ধ মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে পারিতেছিলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি নবী করীম (দঃ)-এর আদেশ পালনার্থে সম্মত হইয়াছিলেন। প্রায় এক বৎসরকাল তিনি হযরত যায়েদের তাঁহার অধীনে ছিলেন। কিন্তু যেহেতু মানসিকভাবে বনিবনা ছিল না সেই হেতু তাঁহাদের মধ্যে সব সময় মনোমালিন্য লাগিয়াই থাকিত। এমনকি হযরত যায়েদ (রাঃ) নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া তালাক প্রদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বুঝাইয়া বিরত রাখিলেন। কিন্তু পরে যখন কোন কিছুতেই বনিবনাও সম্ভব হইল না, তখন হযরত যায়েদ (রাঃ) বাধ্য হইয়া তাঁহাকে তালাক প্রদান করিলেন। ইহার পর হযরত যয়নাবের (রাঃ) মনোবেদনা লাঘব করিবার জন্য হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু যেহেতু তৎকালীন আরবে পালক-পুত্রকে নিজের ঔরষজাত সন্তানের সমতুল্য বিবেচনা করা হইত সেইহেতু সাধারণ জনমতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বিবাহ করিতে বিরত ছিলেন। পাছে হয়তো লোকেরা এইভাবে সমালোচনা করিতে লাগিবে যে, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার আপন পুত্র-বধূকে বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু যেহেতু ইহা ছিল অন্ধকার যুগের একটি কুসংস্কার মাত্র এবং ইহাকে সমূলে উৎখাত করা ছিল ইস্‌লামের অপরিহার্য দায়িত্ব। সুতরাং কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

"আপনি কি লোকদিগকে ভয় করিতেছেন? অথচ একমাত্র আল্লাহ্‌কেই ভয় করা উচিত।" —সূরা-আহ্‌যাব

সুতরাং হিজরী ৪র্থ সনে এবং কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী ৩য় অথবা ৫ম সনে আল্লাহ্ পাকের নির্দেশক্রমে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাঁহাকে বিবাহ করেন। উদ্দেশ্য ছিল ঃ যেন মানুষ বুঝিতে পারে যে, পালক-পুত্র কখনও ঔরষজাত পুত্রের সমান নহে। পালক পুত্রের স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের পরে পালক পিতার জন্য হারাম থাকে না। আর যাহারা আল্লাহ্‌র এই হালালকে বিশ্বাস অথবা কর্মের দিক দিয়া হারাম করিয়া রাখিয়াছে তাহারা যেন ভবিষ্যতে ভ্রান্তির বেড়াজাল হইতে বাহির হইয়া আসে এবং অন্ধকার যুগের এই কুসংস্কার সমূলে উৎপাটিত হইয়া যায়। কিন্তু এই প্রাচীন কুসংস্কারের মূলোৎপাটন শুধু তখনই সম্ভব ছিল যখন নবী করীম (দঃ) স্বয়ং কার্যতঃ ইহার বাস্তবায়ন ঘটাইবেন।

www.eilm.weebly.com

হযরত যয়নাবের বিবাহ সম্পর্কে আমি যাহাকিছু লিখিয়াছি তাহা অত্যন্ত বিশুদ্ধ বর্ণনাসমূহের আলোকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সহীহ বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার হাফিযে হাদীস আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী ফতহুল বারী গ্রন্থে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। (ফতহুল বারী, তফসীরে সূরা-আহযাব।) এই প্রসঙ্গে অন্যান্য যেসব ভ্রান্ত রেওয়ায়ত রটানো হইয়াছে তাহা সবই মুনাফেক ও কাফেরদের অলীক রটনা। কোন কোন মুসলমান ঐতিহাসিকও কোন প্রকার যাঁচাই বাছাই না করিয়া তাহা বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন—যাহা সর্বৈব মিথ্যা ও স্বকপোল-কল্পিত বৈ কিছুই নহে।

হযরত সুফিয়া বিন্‌তে হোয়াই (রাঃ)ঃ ইনি ছিলেন হযরত হারুন (আঃ)-এর বংশধর। ইহা একমাত্র তাঁহারই বৈশিষ্ট্য যে, তিনি একদিকে একজন নবীর কন্যা এবং অপর দিকে একজন নবীর সহ-ধর্মিণী ছিলেন। প্রথমে কেনানা ইবনে আবিল হাকীকের বিবাহাধীনে ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বিবাহ করেন।

হযরত জুওয়াইরিয়া বিনতে হারেস খোযাইয়া (রাঃ)ঃ বনীল মুস্তালাক গোত্রের সর্দার হারেসের কন্যা ছিলেন। যুদ্ধে বন্দী হইয়া হুযূর (দঃ)-এর খেদমতে নীত হন এবং পরে তাঁহার বিবাহাধীনে আসেন। ইহার ফলে তাঁহার গোত্রের সকল লোক মুক্তি লাভ করে এবং তাঁহার পিতা ইস্‌লাম গ্রহণ করেন।

হযরত মায়মুনা বিনতে হারেস হেলালিয়া (রাঃ)ঃ ইনি প্রথমে মাসউদ ইবনে উমরের বিবাহাধীনে ছিলেন। তিনি তালাক দিলে আবু রেহামের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। আবু রেহামের মৃত্যুর পর নবী করীম (দঃ)-এর বিবাহে আসেন।

—মোগলতাঈ

হযরত মায়মুনা (রাঃ) ছিলেন হুযূর (দঃ) এর সর্বশেষ সহ-ধর্মিণী। তাঁহার পরে নবী করীম (দঃ) আর কোন বিবাহ করেন নাই।

উপরোক্ত বিবিগণ ছাড়াও আরো কতিপয় মহিলার সহিত হুযূর (দঃ)-এর বিবাহ সংঘটিত হইয়াছিল, কিন্তু হুযূর (দঃ)-এর পবিত্র সাহচর্য তাহাদের নসীব হয় নাই বরং রুখ্‌সাতীর পূর্বেই বিশেষ বিশেষ কারণে বিচ্ছেদ ঘটিয়া গিয়াছিল। ইহার বিশদ বিবরণ সীরাতের বড় বড় কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

নবী করীম (দঃ)-এর বহুবিবাহ সম্পর্কে
প্রয়োজনীয় উপদেশ ঃ

একজন পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী রাখা ইস্‌লামের পূর্বেও দুনিয়ার প্রায় সকল ধর্মেই বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইত। আরব, ভারতবর্ষ, ইরান, মিসর, গ্রীক, বাবেল, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের প্রত্যেক গোত্রের মধ্যে বহু বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল এবং

www.e-ilm.weebly.com

[illegible] বিবাহের প্রাকৃতিক প্রয়োজনীয়তা [illegible] আজও কেহ অস্বীকার [illegible] পারে না। বর্তমান যুগে ইউরোপের লোকেরা তাহাদের পূর্ব-পুরুষদের [illegible] বহু বিবাহ রহিত করার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু ইহাতে সফলকাম হইতে পারে [illegible] শেষে স্বাভাবিক নীতির জয় হইয়াছে এবং এখন ইহার প্রচলনকে জনপ্রিয় [illegible] চেষ্টা চলিতেছে।

[illegible] খৃষ্টান পণ্ডিত মিঃ ডেভিন পোর্ট একাধিক বিবাহের সমর্থনে ইঞ্জিল [illegible] অনেক আয়াত বর্ণনার পর লিখিতেছেন, "এই আয়াতসমূহ হইতে প্রতীয়মান [illegible] বহু-বিবাহ শুধু পছন্দনীয়ই নহে; বরং আল্লাহ্ তা'আলা ইহাতে বিশেষ [illegible] কল্যাণ দান করিয়াছেন।[১] —জন ডেভিন পোর্টের জীবনী, পৃষ্ঠা ১৫৮

[illegible] এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, ইসলামের পূর্বে বহু-বিবাহের কোন [illegible] নির্ধারিত ছিল না। এক এক ব্যক্তির আওতায় হাজার হাজার[২] নারী থাকিত।

[illegible] পাদ্রীরা সব সময়ই বহু-বিবাহে অভ্যস্ত ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত [illegible] ইহার ব্যাপক প্রচলন ছিল। কনষ্টান্টিনোপলের সম্রাট ও তাঁহার [illegible] কারীগণ অসংখ্য স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছেন।

এমনিভাবে বৈদিক আচারে বহু বিবাহ বৈধ ছিল এবং ইহাতে একই সময়ে দশ [illegible], তেরজন ও সাতাশজন করিয়া স্ত্রী রাখার অনুমতি রহিয়াছে।[৩]

সোজা কথা, ইসলামের পূর্বে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ এক সীমাহীন আকারে প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন ধর্ম ও রাষ্ট্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া যতদূর জানা যায় তাহাতে [illegible] হয় যে, ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু, আর্য এবং পারসিক কোন ধর্ম অথবা বিধানই [illegible] কোন সীমারেখা নির্ধারণ করে নাই।

টিকা।

এমনিভাবে পাদ্রী ফিকস, জন মিলটন এবং আইজাক টেলরসহ আরো অনেকে অত্যন্ত [illegible] ভাষায় ইহার প্রতি সমর্থন ঘোষণা করিয়াছেন।

বর্তমান বাইবেল পাঠে জানা যায় যে, হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর সাতশত স্ত্রী এবং [illegible] হেরেম ছিল। (প্রথম সালাতীন ১১/৩) হযরত দাউদ (আঃ)-এর নিরানব্বই জন স্ত্রী, [illegible] ইবরাহীম (আঃ)-এর তিন স্ত্রী এবং হযরত ইয়াকুব ও মূসা (আঃ)-এর চারজন করিয়া বিদ্যমান ছিলেন। —বাইবেল, জন্ম অধ্যায় ২৯ ও ৩০

[illegible] মনু যাহাকে হিন্দু এবং আর্যদের সর্বজন স্বীকৃত মনীষী ও নেতা বলিয়া মান্য করা হয়—তিনি [illegible] শাস্ত্রে লিখিয়াছেন, "যদি কোন ব্যক্তির চার-পাঁচজন স্ত্রী থাকে এবং তাহাদের মধ্যে একজন সন্তানবতী হয়, তাহা হইলে অবশিষ্টগণকেও সন্তানবতী বলা হয়।" (মনু অধ্যায় ৯, শ্লোক ১৮৩; [illegible] তা'আদ্দুদে আযওয়াজ, অমৃতসর।) শ্রী কৃষ্ণ—যাহাকে হিন্দুদের মধ্যে অত্যন্ত [illegible] অবতার বলিয়া গণ্য করা হয়—তাহার হাজার হাজার স্ত্রী বিদ্যমান ছিল।

www.e-ilm.weebly.com

ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এই প্রথা এমনিভাবে সীমা নির্ধারণ ছাড়াই প্রচলিত ছিল। কোন কোন সাহাবীর বিবাহে চারজনেরও অধিক স্ত্রী বিদ্যমান ছিল। হযরত খাদীজার ইন্তিকালের পর হুযূর (দঃ)-এর বিবাহ বন্ধনেও বিশেষ বিশেষ ইসলামী প্রয়োজনে দশজন পর্যন্ত স্ত্রী একত্রিত হইয়াছিলেন।

অতঃপর যখন দেখা গেল যে, এই বহু বিবাহের কারণে মহিলাদের অধিকার খর্ব হইতে চলিয়াছে, কারণঃ লোকেরা প্রথমতঃ লোভের বশবর্তী হইয়া একাধিক বিবাহ করিত কিন্তু পরে স্ত্রীগণের অধিকার আদায় করিতে সক্ষম হইত না, তখন কুরআনে আযীযের চিরন্তন বিধান যাহা পৃথিবীর বুক হইতে সর্বপ্রকার জুলুম অত্যাচার উৎখাত করার জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছে, মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যদিও একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নাই, তবে ইহার সংখ্যা নির্ধারণ করিয়া ইহার অনিষ্ট ও অপকারিতাসমূহের অবসান করিয়া দিয়াছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ অবতীর্ণ হইল যে, "এখন তোমরা মাত্র চারজন[১] স্ত্রীলোককে একই সময়ে বিবাহ করিতে পারিবে। তাও এই শর্তে যে, যদি তোমরা চারজন স্ত্রীর অধিকারসমূহ সমান সমানভাবে আদায় করিতে সক্ষম হও। আর যদি সুবিচার ও সমতা বিধান করার সাহস ও ক্ষমতা না থাকে তাহা হইলে একাধিক স্ত্রী রাখা অন্যায় ও জুলুম।"

এই ঘোষণার পর একই সময়ে চারের অধিক স্ত্রী রাখা সর্ব-সম্মতভাবে হারাম হইয়া গিয়াছে। যে সকল সাহাবীর বিবাহে চারজনের অধিক স্ত্রী ছিল তাঁহারা চারজনকে রাখিয়া অবশিষ্টদেরকে তালাক দিয়া দিলেন। হাদীস শরীফে আছে, হযরত গায়লান যখন মুসলমান হইলেন তখন তাঁহার বিবাহে দশজন স্ত্রী ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে নির্দেশ দিলেন, চারজনকে রাখিয়া বাকী সকলকে বর্জন কর। এমনিভাবে যখন নওফল ইবনে মুয়াবিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার পাঁচজন স্ত্রী ছিল। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের একজনকে বর্জন করার নির্দেশ দিলেন।

—তাফ্সীরে কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৭

নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র স্ত্রীগণের সংখ্যাও এই সাধারণ আইন অনুযায়ী চারজনের অধিক না থাকা উচিত ছিল। কিন্তু এখানে ইহাও লক্ষ্যণীয় যে, উম্মুহাতুল মো'মেনীন অন্যান্য মহিলাগণের মত নহেন। কুরআন স্বয়ং ঘোষণা করিতেছে—

টিকা

১· ইহা এই আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ـ فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً ـ

www.e-ilm.weebly.com

يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ

"হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্যান্য সাধারণ মহিলাদের মত নহ।" হুযূর (দঃ) এর পবিত্র পত্নিগণ হইতেছেন সকল উম্মতের মাতা। তাঁহারা মহানবীর পর আর কাহারও দাম্পত্যে আসিতে পারেন না। এখন যদি সাধারণ বিধানের আওতায় নবী করীম (দঃ)-এর চারজনের অতিরিক্ত অন্যান্য স্ত্রীগণকে তালাক দিয়া পৃথক করা হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের উপর ইহা কতই না অবিচার করা হইত যে, সারা জীবনই তাঁহাদিগকে নিঃসঙ্গ থাকিতে হইত এবং নবী করীম (দঃ)-এর দিনের সাহচর্য তাঁহাদের জন্য এক বিরাট আঘাতে পরিণত হইত। এক দিকে সরওয়ারে আলম (দঃ)-এর সাহচর্য ছিন্ন হইয়া যাইত আর অপর দিকে অন্য কাহারও দুঃখ মোচনের অনুমতিও তাহাদের থাকিত না।

সুতরাং নবী-সহধর্মিণীগণকে এই সাধারণ বিধানের অন্তর্ভুক্ত করা কোনক্রমেই সঙ্গত ছিল না। বিশেষতঃ যে সমস্ত বিবাহ এই কারণেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল যে, তাহাদের স্বামীরা জেহাদের ময়দানে শাহাদত বরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সহায়-সম্বলহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশের জন্যই তাঁহাদিগকে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছিলেন। এখন যদি তাঁহাদিগকে তালাক দিয়া দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের অবস্থা কি দাঁড়াইত! ইহা কেমন সমবেদনা হইত যে. এখন তাঁহারা সারা জীবনের জন্য বিবাহ হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইতেন?

সুতরাং চারজনের অধিক স্ত্রী রাখা শরীঅতের নির্দেশে শুধু নবী করীম (দঃ)-এরই বিশেষত্ব বলিয়া পরিগণিত হইল। ইহা ছাড়াও উল্লেখ্য যে, নবী করীম (দঃ)-এর সাংসারিক জীবনের অবস্থাসমূহ—যাহা উম্মতের জন্য ইহ্লৌকিক ও পারলৌকিক সকল কর্মকাণ্ডের বিধিবদ্ধ আইন হিসাবে পরিগণিত—ইহা শুধু আযওয়াজে মুতাহ্হারাতগণের মাধ্যমেই আমাদের নিকট পৌঁছিতে পারিত এবং ইহা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য যে, নয়জন বিবিও সেই প্রয়োজনের তুলনায় কম।

এই সকল বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে কোন মানুষ কি একথা বলিতে পারে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বৈশিষ্ট্য (আল্লাহ্ ক্ষমা করুন) তাঁহার জৈবিক ভোগ-লালসার উপরে নির্ভরশীল ছিল?

এতদ্প্রসঙ্গে এই বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, যখন সমগ্র আরব-অনারব নবী করীম (দঃ)-এর বিরোধিতায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল, তাঁহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র আঁটিতেছিল, তাঁহার উপর নানান রকম দোষারোপ ও অপবাদ আরোপ করিতেছিল, তাঁহাকে পাগল, মিথ্যাবাদী বলিয়া উপহাস করিতেছিল—এক কথায়

www.e-ilm.weebly.com

এই দেদীপ্যমান সূর্যের গায়ে ধুলাবালি নিক্ষেপ করিবার জন্য সর্বপ্রকারের প্রাণান্তক চেষ্টা করিয়া নিজেরাই শুধু লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতেছিল। এত কিছু করিতেছিল কিন্তু কোন শত্রুও কি কোন দিন তাঁহার সম্পর্কে জৈবিক ভোগ-লালসা এবং নারী-ঘটিত কোন ব্যাপারে কোন অভিযোগ আরোপ করিতে পারিয়াছিল? না, অবশ্যই না। এই ব্যাপারে মিথ্যা রটনার কোন দুর্বল ভিত্তিও তাহাদের ছিল না। নতুবা কোন মর্যাদাবান লোকের দুর্নাম রটানোর জন্য এতদপেক্ষা বড় মোক্ষম কোন অস্ত্র আর ছিল না। যদি সামান্য মাত্রও অঙ্গুলি রাখিবার অবকাশ থাকিত, তাহা হইলে আরবের কাফেররা যাহাদের কাছে নবীর ঘরের খবর পর্যন্ত গোপন ছিল না—তাহারা সবচাইতে বেশী ফলাও করিয়া ইহাকে তাঁহার দোষ-ত্রুটির মধ্যে গণনা করিত। কিন্তু তাহারা তো এত বোকা ছিল না যে, বাস্তবতা অস্বীকার করিয়া নিজেদের কথার গ্রহণযোগ্যতাকে নস্যাৎ করিয়া দিবে। কেননা, খোদাভীরুতার মূর্ত প্রতীক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন সর্বসাধারণের চোখের সামনে উপস্থিত ছিল। ইহাতে তাহারা দেখিতে পাইতেছিল যে, তাঁহার যৌবনের সিংহভাগ শুধু নির্জনতা ও একাকীত্বের মাঝে অতিবাহিত হইয়াছে। অতঃপর যখন তাঁহার বয়স ২৫ বৎসরে পদার্পণ করিল, তখন হযরত খাদীজা রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহার পক্ষ হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসে, যিনি বিধবা ও সন্তানবতী হওয়ার সাথে সাথে জীবনের চল্লিশ বৎসর অতিক্রম করিয়া তখন বার্ধক্যের জীবন যাপন করিতেছিলেন। তিনি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বিবাহের পূর্বে দুইজন স্বামীর সংসার করিয়াছিলেন এবং দুই পুত্র ও তিন কন্যার জননীও ছিলেন।* নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে তাঁহার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। অতঃপর বয়সের বেশীর ভাগই এই এক বিবাহেই অতিবাহিত করেন। আর তাহাও এমনভাবে যে, স্ত্রীকে ঘরে রাখিয়া হেরা পর্বতের নির্জন গুহায় দীর্ঘ এক এক মাস পর্যন্ত শুধু আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে নিমগ্ন থাকিতেন। জীবনের একটি বিরাট অংশ এই বিবাহের উপরেই কাটিয়াছিল। এইজন্য তাঁহার যত সন্তানাদি জন্মিয়াছেন তাঁহাদের সবাই ছিলেন হযরত খাদীজা (রাঃ)-এরই গর্ভজাত।

অবশ্য হযরত খাদীজার পরলোকগমনের পর যখন তাঁহার বয়স পঞ্চাশের কোঠা অতিক্রম করে, তখন এই সবকয়টি বিবাহ সংঘটিত হয় এবং বিশেষ বিশেষ শরীয়তী প্রয়োজনের খাতিরে দশজন পর্যন্ত মহিলা তাঁহার বিবাহাধীনে আগমন করেন—

টিকা

* সীরাতে মোগলতাঈ পৃষ্ঠা ১২

www.e-ilm.weebly.com

[illegible] সবাই (হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা [illegible]) ছিলেন বিধবা আর কেহ [illegible] বয়োপ্রাপ্ত বটে।

[illegible] সকল অবস্থার প্রেক্ষাপটে আমি কদাচ ধারণাও করিতে পারি না যে, কোন [illegible]-সম্পন্ন লোক নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই [illegible] (খোদা-পানাহ) কোন জৈবিক ভোগ-লালসার পরিণতি বলিয়া মন্তব্য [illegible] পারে! তবে যদি কোন রাতকানা নবুওয়ত-রবির জ্যোতি ও মাহাত্ম্যকে [illegible] না পায় এবং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র, কর্ম, [illegible] পবিত্রতা, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, তাকওয়া ও পরহেযগারী এবং [illegible] জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিও চোখ বন্ধ করিয়া রাখে, তবুও এই [illegible] সহিত সম্পৃক্ত ঘটনা প্রবাহই তাহাকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে [illegible] যে, এই বিবাহসমূহ নিশ্চয়ই কোন জৈবিক চাহিদা কিংবা ভোগ [illegible] ছিল না। যদি তাহাই হইত, তবে সারাটা জীবন একজন বৃদ্ধার সহিত [illegible] করিয়া প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর বয়সকে এই কাজের জন্য নির্ধারিত করা [illegible] মানুষের জ্ঞান মানিয়া নিতে পারে না।

[illegible] করিয়া যখন আরবের কাফের ও কুরাইশ-নেতৃবর্গ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু [illegible] ওয়াসাল্লামের ইঙ্গিতমাত্র তাহাদের নির্বাচিত সেরা লাবণ্যময়ী সুন্দরীকে [illegible] চরণে উৎসর্গ করিতে উন্মুখ ছিল। বস্তুতঃ সীরাত ও ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য [illegible] ইহার বহু প্রমাণ রহিয়াছে।

[illegible] তখন খোদ মুসলমানদের সংখ্যাও লাখের কোঠায় পৌঁছিয়া [illegible]—যাঁহাদের প্রতিটি নারী নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের [illegible] হইতে পারাকে সঙ্গত কারণেই দোঁ-জাহানের সফলতা ও গৌরবের বিষয় [illegible] মনে প্রাণে বিশ্বাস করিত। এইসব কিছু থাকা সত্ত্বেও নবী করীম ছাল্লাল্লাহু [illegible] ওয়াসাল্লামের পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত শুধু হযরত খাদীজাই ছিলেন [illegible] একমাত্র জীবন-সঙ্গিনী—যাঁহার বয়স বিবাহের সময়ই ছিল চল্লিশ বৎসর। [illegible] ইন্তেকালের পর যে সকল মহিলাকে বিবাহের জন্য নির্বাচিত করা [illegible] তাহাদের একজন ব্যতীত সকলেই ছিলেন বিধবা এবং সন্তানের মাতা। [illegible] অসংখ্য কুমারীদিগকে তখনও নির্বাচন করা হয় নাই।

[illegible] ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নাই। নতুবা দেখাইয়া দেওয়া [illegible] যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বহু-বিবাহ [illegible]ভাবেই ইস্‌লাম ও শরীয়ত সংক্রান্ত প্রয়োজনের উপরেই নির্ভরশীল ছিল। [illegible] যদি নবী-সহধর্মিণীগণ না হইতেন, তাহা হইলে সেইসব আহ্‌কাম যাহা

www.e-ilm.weebly.com

শুধু মহিলাগণের[১] মাধ্যমেই উম্মতের নিকট পৌঁছানো সম্ভব ছিল—তাহা অজানাই থাকিয়া যাইত।

নবী করীম (দঃ)-এর বহু-বিবাহকে যদি জৈবিক সম্ভোগ স্পৃহার ফলশ্রুতি বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়, তাহা হইলে ইহা হইবে অত্যন্ত অশালীন ও সত্যঘাতী বিষয়। অন্যায়প্রীতি যদি কাহারও বুদ্ধি ও বিবেককে অন্ধ করিয়া না দিয়া থাকে, তাহা হইলে কোন কাফেরও এমনটি বলিতে পারে না।

নবী করীম (দঃ) নয়জন পবিত্রা স্ত্রী রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার পবিত্রা স্ত্রীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত যয়নাব বিন্‌তে জাহ্‌শ্‌ এবং সর্বশেষে হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) ইন্তিকাল করেন।

নবী করীম (দঃ)-এর চাচা ও ফুফুগণঃ

আব্দুল মুত্তালিবের দশ পুত্র ছিলেন। যথাঃ (১) হারিস[২], (২) যোবায়ের, (৩) হাযল, (৪) দিরার, (৫) মুকাওভিাম, (৬) আবু লাহাব, (৭) আব্বাস, (৮) হামযা, (৯) আবু তালেব ও (১০) আব্দুল্লাহ। ইহাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ হইলেন নবী করীম (দঃ)-এর পিতা। অবশিষ্ট নয়জন তাঁহার চাচা। হযরত আব্বাস ভাইদের মধ্যে সর্ব-কনিষ্ঠ ছিলেন।

নবী-করীম (দঃ)-এর ছয়জন ফুফু ছিলেন। যথাঃ (১) উমায়মা, (২) উম্মে হাকীম, (৩) বাররা, (৪) আতিকা, (৫) সুফিয়া এবং (৬) আরওয়া।

নবী করীম (দঃ)-এর পাহারাদারগণঃ

হযরত সা'দ ইবনে মোয়ায (রাঃ) বদর যুদ্ধে, হযরত যাক্‌ওয়ান ইবনে আবদে কায়েস্ (রাঃ) ও মুহাম্মদ ইবনে সালামা আন্‌সারী (রাঃ) উহুদের যুদ্ধে, হযরত যুবায়র (রাঃ) খন্দকের যুদ্ধে, হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) ও হযরত বেলাল (রাঃ) ওয়াদী কুরা'র যুদ্ধে নবী করীম (দঃ)-এর পাহারাদারীর (দেহরক্ষীর) দায়িত্ব পালন করেন।

অতঃপর اَللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ অর্থাৎ, "আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং আপনার হেফাযত করিবেন", আয়াত নাযীল হওয়ার পর হইতে এই দেহরক্ষীর ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হয়।

টিকা

১· আলহামদু-লিল্লাহ! হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ্ আলী থাবনী (রহঃ) এই প্রয়োজনীয়তা এইভাবে পূর্ণ করিয়াছেন যে, পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আযওয়াজে মুতাহহারাতের মাধ্যমে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, তাহা একটি সংকলনে একত্র করিয়াছেন। এই সংকলনের নাম রাখা হইয়াছে تَعَدُّدُ الْاَزْوَاجِ لِصَاحِبِ الْمِعْرَاجِ.

২· তাহার নামেই আব্দুল মুত্তালিবের উপনাম "আবুল হারিস" প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

www.e-ilm.weebly.com

কাবাগৃহ নির্মাণ ও সর্বসম্মতিক্রমে মহানবীকে 'আল আমীন' স্বীকৃতি দেওয়া:

নবী করীম (দঃ) এর বয়স যখন ৩৫ বৎসর তখন কুরাইশরা কাবাগৃহকে[১] নূতন ভাবে পূর্ণাঙ্গভাবে নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। বায়তুল্লাহ্ শরীফের নির্মাণ কাজে অংশ গ্রহণ করিতে পারাকে প্রতিটি লোকই নিজের জন্য পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করিত। এমনকি কুরাইশ বংশের প্রত্যেকটি শাখাগোত্র কাবাগৃহের নির্মাণ কার্যে কে কাহার চাইতে বেশী অবদান রাখিতে পারে এই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং সম্ভাব্য ঝগড়া বিবাদ পরিহার করার উদ্দেশ্যে ইহার নির্মাণ কার্যকে গোত্রসমূহের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইল।

এই কর্ম-বন্টন পদ্ধতিতে কাবাগৃহের নির্মাণ কাজ 'হাজারে আস্ওয়াদ' (কাল পাথর) বসাইবার স্থান পর্যন্ত নির্বিবাদে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু নির্মাণ কালে হাজারে আস্ওয়াদকে উঠাইয়া উহার নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করার ব্যাপারে গোত্রসমূহের মধ্যে চরম মতানৈক্য দেখা দিল। প্রতিটি গোত্র ও ব্যক্তিই এই মর্যাদা অর্জন করিবার জন্য উদগ্রীব ছিল। এমনকি এ ব্যাপারে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে বিভিন্ন গোত্র-সম্প্রদায়ের চিন্তাশীল ও দূরদর্শী ব্যক্তিবর্গ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি আপোষ মীমাংসায় উপনীত হওয়ার সদিচ্ছা লইয়া মসজিদে সমবেত হইলেন।

পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে, আগামীকল্য প্রত্যুষে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম নির্দিষ্ট ফটক দিয়া কাবা চত্বরে প্রবেশ করিবেন, তিনি এই ব্যাপারে যে মীমাংসা দিবেন তাহা খোদায়ী সমাধান মনে করিয়া সকলেই মানিয়া লইবে।

আল্লাহর মহিমায় দেখা গেল, নবী করীম (দঃ)-ই সর্বাগ্রে ঐ নির্দিষ্ট ফটক দিয়া কাবা চত্বরে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই এক বাক্যে বলিয়া উঠিল, "ইনিই আমাদের 'আল-আমীন'—আমরা তাঁহার মীমাংসা মানিয়া নিতে সম্মত।" নবী করীম (দঃ) আগাইয়া আসিলেন এবং এমন বিচক্ষণতার সহিত সিদ্ধান্ত দিলেন যে সকলেই খুশী হইয়া গেল।

অর্থাৎ, তিনি একখানা চাদর বিছাইয়া স্বহস্তে হাজারে আসওয়াদ (বা কাল পাথরটি) উহাতে রাখিয়া দিলেন এবং আদেশ দিলেন যে, প্রত্যেক গোত্রের মনোনীত ব্যক্তিরা যেন চাদরের এক এক কোণ ধরিয়া উহার ভীত পর্যন্ত তুলিয়া দিন।

[১] ইহার পূর্বে হযরত শীস্ (আঃ) সর্বপ্রথম কাবাগৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন অতঃপর হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্সালাম তাহা নির্মাণ করেন।

ধরেন। তাহাই করা হইল। চাদরখানা যখন নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত পৌঁছিল, তখন হুযূর (দঃ) আপন পবিত্র হাতে পাথরখানা উঠাইয়া যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। ইবনে হিশাম এই ঘটনাটি বর্ণনা করিবার পর লিখিয়াছেন যে, নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই কুরাইশরা একবাক্যে নবী করীম (দঃ)-কে 'আল-আমীন' বা মহা-বিশ্বাসী বলিয়া অভিহিত করিত। —সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৫

নবী করীম (দঃ)-এর নবুওয়তপ্রাপ্তি ঃ

নবী করীম (দঃ)-এর বয়স যখন ৪০ বৎসর একদিন পূর্ণ হইল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে প্রকাশ্য[১] ও বাহ্যিকভাবে নবুওয়তের পরম মর্যাদায় ভূষিত করিলেন। তাঁহার নবুওয়ত প্রাপ্তির তারিখও জন্ম তারিখেরই অনুরূপ রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার। —সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ১৪

পৃথিবীতে ইসলাম প্রচার—

তবলীগের প্রথম পর্যায় ঃ

প্রথমতঃ[২] যখন নবী করীম (দঃ)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হয়, তখন তিনি প্রকাশ্যে ইস্‌লাম প্রচারের জন্য আদিষ্ট ছিলেন না; বরং তাহাতে শুধু তাঁহার ব্যক্তিগত বিষয়ে বিধি-বিধান থাকিত।

অতঃপর কিছুদিন ওহী আগমন বন্ধ থাকার পর যখন দ্বিতীয় পর্যায়ে পুনরায় তাঁহার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ করিল, তখন তাঁহাকে ইস্‌লাম প্রচারের নির্দেশ প্রদান করা হইল। কিন্তু তখন বিশ্বময় ছিল ধর্ম-হীনতা ও পথ-ভ্রষ্টতার জয়জয়াকার। বিশেষভাবে আরবদের মিথ্যা অহমিকা এবং পূর্ব-পুরুষদের অনুসরণ-প্রীতি তাহাদিগকে সত্যের ডাকে কর্ণপাত করিবার এতটুকুও অনুমতি দিত না। এইজন্য শুরুতে আল্লাহ্ পাকের প্রজ্ঞার তাকাদা ছিল নবী করীম (দঃ)-কে প্রকাশ্যে ইস্‌লাম প্রচারের নির্দেশ না দেওয়া যেন সাধারণ গণ-মানুষ শুরু হইতেই ইস্‌লামের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া না পড়ে। সুতরাং নবী করীম (দঃ) প্রথমতঃ তাঁহার পরিচিত বন্ধু-বান্ধব এবং যাহাদের প্রতি তাঁহার আস্থা ছিল অথবা আপন দূরদর্শিতার মাধ্যমে যাহাদের মধ্যে পুণ্য ও মঙ্গলের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিতেন, তাহাদিগকে ইস্‌লামের প্রতি আহ্বান করিতে লাগিলেন।

টিকা

১· কেননা, বাতেনীভাবে তো নবী করীম (দঃ)-কে সমস্ত নবীদের পূর্বেই নবুওয়ত প্রদান করা হইয়াছিল। —খাসাইসে কুবরা

২· এই অংশটুকু دروس السيرة المحمدية গ্রন্থের ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা হইতে সংগৃহীত।

www.e-ilm.weebly.com

... সর্বপ্রথম তাঁহার পবিত্র সহধর্মিণী হযরত খাদীজা (রাঃ), বাল্য-বন্ধু ... বকর (রাঃ), চাচাত ভাই হযরত আলী (রাঃ) এবং পালক-পুত্র হযরত ... হারেসা (রাঃ) ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) ... প্রাপ্তির পূর্ব হইতেই নবী করীম (দঃ)-এর বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহার ... বিশ্বস্ততা ও চারিত্রিক পবিত্রতা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। সুতরাং ... করীম (দঃ) তাঁহাকে আল্লাহর পক্ষ হইতে নিজের রেসালত প্রাপ্তির সুসংবাদ ... সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার সত্যতা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং কালেমা ... পাঠ করিয়া মুসলমান হইয়া গেলেন।

... আবু বকর (রাঃ) তাঁহার গোত্রের মধ্যে সকলের নিকট সম্মানিত ব্যক্তি ... লোকেরা যাবতীয় ব্যাপারেই তাঁহার উপর আস্থা রাখিত। ইসলাম গ্রহণ ... পর তিনি নিজেও সেসব লোককে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করিলেন, ... মাঝে সততা ও মঙ্গলের নিদর্শন দেখিতে পাইতেন। সুতরাং হযরত ... গণী (রাঃ), আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ), সা'দ ইবনে আবি ... (রাঃ), যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রাঃ), তাল্‌হা ইবনে উবায়দিল্লাহ (রাঃ) প্রমুখ ... তাঁহার ডাকে সাড়া দিলে তিনি তাহাদিগকে মহানবীর খেদমতে নিয়া গেলেন ... সবাই মুসলমান হইলেন।

...হাদের পর হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ), উবায়দা ইবনে হারেস ... আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ), সাঈদ ইবনে যায়েদ আদাভী (রাঃ), আবু সালামা ... (রাঃ), খালিদ বিন সাঈদ ইবনুল আস (রাঃ), উসমান ইবনে মাযউন (রাঃ) ... তাহার দুই ভাই কুদামাহ্ (রাঃ) ও উবায়দুল্লাহ (রাঃ), আরকাম ইবনে আরকাম ... ইসলাম গ্রহণ করেন। ইঁহাদের সকলেই ছিলেন কুরাইশ বংশের লোক। ...কুরাইশীদের মধ্যে হযরত সুহায়ব রুমী (রাঃ), আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ), ... গিফারী (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন।

...খনও পর্যন্ত ইসলাম প্রচারের কাজ অত্যন্ত গোপনে চলিতেছিল। ইবাদত-...গী এবং শরীয়তের আচার-অনুষ্ঠানও গোপনেই পালন করা হইত। এমনকি ... পিতাকে এবং পিতা ছেলেকে লুকাইয়া নামায আদায় করিতেন। যখন ...মানদের সংখ্যা ত্রিশোর্ধ হইয়া গেল, তখন নবী করীম (দঃ) তাঁহাদের জন্য ...খানা বড় ঘর নির্ধারিত করিয়া দিলেন। তাঁহারা সবাই সেখানে সমবেত হইতেন ... নবী করীম (দঃ) তাঁহাদিগকে ইস্‌লামের তালীম দিতেন।

এই পদ্ধতিতে ইসলামের দাওয়াত তিন বৎসর পর্যন্ত চলিয়া ছিল। ততদিনে ...াইশের এক উল্লেখযোগ্য জামাআত ইসলামে দীক্ষিত হইয়া গিয়াছেন এবং

www.e-ilm.weebly.com

ইতিমধ্যে আরো অন্যান্য লোকও ইসলামে দীক্ষিত হইতে শুরু করিয়াছেন, এই সংবাদ সারা মক্কায় ছড়াইয়া পড়ে এবং জনগণের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে ইহার আলোচনা হইতে থাকে। এভাবে প্রকাশ্যে সত্যের দাওয়াত দেওয়ার সময় আসিয়া যায়।

ইসলামের প্রকাশ্য দাওয়াত ঃ

তিন বৎসর গোপনে প্রচারের ফলে যখন বিপুল সংখ্যায় নারী-পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং জনসাধারণের মধ্যে বিষয়টি বিপুলভাবে আলোচিত হইতে লাগিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (দঃ)-কে প্রকাশ্যে[১] জনগণের নিকট সত্যের বাণী পৌঁছাইবার নির্দেশ প্রদান করিলেন।

নবী করীম (দঃ) সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ পালনে ব্রতী হইলেন এবং মক্কার সাফা পাহাড়ে আরোহন করিয়া কুরাইশের গোত্রসমূহের নাম ধরিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। যখন সমস্ত গোত্রের লোক জমায়েত হইল, তখন তিনি প্রথমেই তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যদি তোমাদিগকে এইরূপ সংবাদ প্রদান করি যে, শত্রু বাহিনী তোমাদের উপরে চড়াও হওয়ার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে এবং অচিরেই তোমাদের উপর লুট-তারাজ শুরু করিবে, তাহা হইলে তোমরা কি আমার সত্যতা স্বীকার করিবে?"

ইহা শুনিয়া সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "অবশ্যই আমরা সবাই আপনার সংবাদকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব। কারণ, আমরা আজ পর্যন্ত কখনও আপনাকে মিথ্যা বলিতে দেখি নাই।" ইহার পর হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে এই দুঃসংবাদ প্রদান করিতেছি যে, তোমরা যদি তোমাদের বাতিল ধর্ম-বিশ্বাস পরিহার না কর তাহা হইলে অচিরেই তোমাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার ভয়াবহ শাস্তি নামিয়া আসিবে।" তিনি আরো বলিলেন,

"আমার জানামতে পৃথিবীর কোন মানুষই তাহার জাতির জন্য আমার আনীত উপহার অপেক্ষা উত্তম কোন সওগাত বহন করিয়া আনে নাই। আমি তোমাদের জন্য ইহ-পরকালের কল্যাণ বহিয়া আনিয়াছি। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নির্দেশ করিয়াছেন, আমি যেন তোমাদিগকে ঐ কল্যাণের প্রতি আহ্বান করি। আল্লাহ্র কসম! আমি যদি সারা-পৃথিবীর মানুষের নিকট মিথ্যা বলিতাম, তবুও তোমাদের সম্মুখে মিথ্যা বলিতাম না। আর যদি সারা বিশ্বকে ধোঁকা দিতাম, তবুও তোমাদিগকে ধোঁকা দিতাম না। সেই মহান সত্তার কসম! যিনি একক এবং যাহার

টিকা

১· পবিত্র কুরআনের আয়াত فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ এর মর্মার্থ ইহাই।

www.e-ilm.weebly.com

... শরীক নাই— আমি তোমাদের প্রতি বিশেষভাবে এবং সারা বিশ্ববাসীর ... সাধারণভাবে আল্লাহ্র রাসূল ও সংবাদ-বাহক হইয়া আগমন করিয়াছি।”

—দুরুসুস্-সীরাত, পৃষ্ঠা ১০

... আরবের শত্রুতার মুখে
নবী করীম (দঃ)-এর দৃঢ়তাঃ

... দাওয়াত ও তাবলীগের ধারা এমনিভাবে অব্যাহত ছিল। আরবরা যখন ... পারিল যে, নবী করীম (দঃ)-এর ওহীতে তাহাদের মূর্তিসমূহের রহস্য ...টিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং মূর্তি-পূজারীদের নির্বুদ্ধিতা ব্যক্ত করা ...ছে, তখন তাহারা নবী করীম (দঃ)-এর সহিত শত্রুতায় অবতীর্ণ হইল। ...দের একটি দল তাঁহার পিতৃব্য আবু তালেবের নিকট আসিয়া দাবী জানাইল, ... তিনি তাঁহাকে এই ধরনের কথা বলা হইতে বিরত রাখেন অথবা তাঁহার সাহায্য ...সহযোগিতা পরিহার করেন।

...আবু তালেব সুকৌশলে তাহাদিগকে উত্তর দিয়া বিদায় করিলেন। নবী করীম ... এইভাবে সত্যের বাণীর প্রসার ও প্রচারের কাজ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার ... চালাইয়া যাইতে লাগিলেন এবং মূর্তি পূজা হইতে জনগণকে বাধা দিতে ...লেন। আরবরা অধৈর্য হইয়া পুনরায় আবু তালেবের নিকট আসিল এবং ... কঠোর ভাষায় তাহার নিকট দাবী জানাইল যে, “আপনি আপনার ...তনয়কে বিরত রাখুন। অন্যথায় আমরা সম্মিলিতভাবে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ...তীর্ণ হইব যতক্ষণ না দুইদলের একদল ধ্বংস হইয়া যাইবে।”

... আরব জাতির বিরুদ্ধে
...নবী (দঃ)-এর উত্তরঃ

এবার আবু তালেবও চিন্তায় পড়িয়া গেলেন। তিনি নবী করীম (দঃ)-এর সহিত ... ব্যাপারে আলোচনা করিলেন। হুযূর (দঃ) বলিলেন,

“হে মাননীয় চাচাজান! আল্লাহ্র কসম! আরবের পৌত্তলিকরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চন্দ্র রাখিয়াও আমাকে আল্লাহ্র কালেমা তাঁহার সৃষ্টির নিকট পৌঁছানো হইতে বিরত থাকিতে বলে, তথাপি কখনও আমি ইহা মানিয়া নিতে প্রস্তুত নহি। যতক্ষণ না আল্লাহ্র সত্য দ্বীন মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করিবে অথবা আমি নিজে এই সংগ্রামে আমার জীবন বিলাইয়া দিব।”

আবু তালেব নবী করীম (দঃ)-এর এহেন দৃঢ় প্রত্যয় লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ...আচ্ছা যাও। তুমি তোমার নিজের কাজ চালাইয়া যাইতে থাক। আমিও তোমার ...সাহায্য সহযোগিতা হইতে কখনও হস্ত সংকোচিত করিব না।”

www.e-ilm.weebly.com

জনগণের মাঝে ঘৃনা ছড়ানো ও ইহার বিপরীত ফলঃ

কুরাইশরা যখন দেখিতে পাইল যে, বনী-হাশিম ও বনী আব্দুল মুত্তালিব তাঁহার সাথে রহিয়াছে এবং এই দিকে হজ্বের[১] মওসুমও ঘনাইয়া আসিয়াছে। এই সুযোগে হুযূর (দঃ) ইস্‌লাম প্রচারের প্রচেষ্টা চালাইবেন। তাঁহার সত্যভাষণের চুম্বকাকর্ষণের ব্যাপারে সকলেই অবগত ছিল। সুতরাং তাহাদের মনে আশঙ্কা দেখা দিল যে, এইবার মুহাম্মদ (দঃ)-এর দ্বীন হয়তো সারা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়াইয়া পড়িবে। অতএব, তাহারা সকলে সমবেত হইয়া পরামর্শক্রমে সাব্যস্ত করিল যে, মক্কার সমস্ত রাস্তায় তাহাদের নিজস্ব লোক বসাইয়া দিতে হইবে যাহাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল হইতে হজ্ব উপলক্ষে যে সব লোক আগমন করিবে দূরে থাকিতেই তাহাদিগকে এই মর্মে সতর্ক করিয়া দেওয়া যায় যে, এখানে একজন যাদুকর রহিয়াছে যে তাহার কথার মাধ্যমে পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী এবং আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদ ও বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেয়; তোমরা ভুলিয়াও তাহার নিকটে যাইও না। কিন্তু—

چراغے راکہ ایزد برفروزد ÷ کسی کش تف زند ریش بسوزد

"যে বাতিটি জ্বলে ওরে
আদেশ বলে খোদ্‌বিধাতার,
সে বাতি যে নেভাতে চায়
দাড়িই কেবল পুড়ে তাহার!"

আল্লাহ্‌র মহিমায় তাহাদের এই কর্মপন্থা প্রকারান্তরে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত ও তাবলীগের পক্ষেই কাজ করিল। যদি তাহারা এমনটি না করিত, তাহা হইলে এমনও হইতে পারিত যে, বহু লোক হয়তো তাঁহার কোন আলোচনাই শুনিত না। কিন্তু তাহাদের এই প্রচেষ্টা প্রত্যেকটি লোককে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া তুলিল।

কুরাইশ্‌দের নির্যাতন ও তাঁহার দৃঢ়তাঃ

কুরাইশ্‌রা যখন দেখিতে পাইল, তাহাদের প্রতিটি পদক্ষেপই বিফল হইতেছে এবং তাঁহার দাওয়াতের কাজ দিনের পর দিন ব্যাপক হইয়া পড়িতেছে আর লোকজন বিপুল সংখ্যায় ইসলামে দীক্ষিত হইতেছে, তখন তাহারা তাঁহাকে

টিকা

১· জাহেলিয়াতের যুগেও হজ্বের প্রচলন ছিল। মক্কার মুশ্‌রেকরাও হজ্বপালন করিত। কিন্তু তাহা করিত তাহাদের মনগড়া বাতিল পন্থায়।

www.e-ilm.weebly.com

...তাকে নির্যাতন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা মক্কার কতিপয় লম্পটকে ...করিয়া প্রত্যেকটি বৈঠক-সমারেশে তাঁহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে এবং যে ...পন্থায় তাঁহাকে কষ্ট দিতে উদ্বুদ্ধ করিল।

...করীম (দঃ)-এর হত্যা পরিকল্পনা এবং
...প্রকৃষ্ট মো'জেযা ঃ

...দা নবী করীম (দঃ) কা'বাচত্বরে নামায পড়িতেছিলেন। যখন তিনি সিজদায় ...তখন আবু জাহ্‌ল ইহাকে অপূর্ব সুযোগ মনে করিয়া তাঁহার পবিত্র মস্তক ...নিক্ষেপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিতে মনস্থ করিল। কিন্তু—

دشمن اگر قویست   نگهبان قوی ترست

"শত্রুতব শক্তিশালী
ভয় জাগিছে তাই?
প্রভু কিন্তু তারও অধিক
শক্তি রাখেন ভাই।"

...তরাং আবু জাহ্‌ল পাথর লইয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ...টবর্তী হইলে তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল, পাথর হাত হইতে পড়িয়া গেল, ...রা ফ্যাকাশে হইয়া গেল এবং সে দৌড়াইয়া তাহার নিজদলে ফিরিয়া গিয়া ...তে লাগিল, "আমি যখন মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মস্তকের ...হাত বাড়াইতে ইচ্ছা করিলাম, তখন একটি বিকটাকৃতির উট মুখ ব্যাদান ...য়া আমার দিকে ধাবিত হইল এবং আমাকে গিলিয়া খাইতে উদ্যত হইল! এমন ...উট আমি অদ্যাবধি কখনও দেখি নাই!"

ইহা ছিল সেই ঘটনা যাহা কাফেরদের ভরা-মজলিসে সকলের সম্মুখে সংঘটিত ... এবং স্বয়ং কাফের সর্দার আবু জাহ্‌ল তাহা স্বীকার করে।

...আবু জাহ্‌ল, উকবা ইবনে আবি মুয়াইত, আবু লাহাব, আস্ ইবনে ওয়াইল, ...আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুস্, আসওয়াদ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, অলীদ ইবনে ...গীরা, নাযার ইবনে হারেস প্রভৃতি কাফের সর্বক্ষণ হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ...য়াসাল্লামকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁহার পেছনে লাগিয়া থাকিত। ইহাদের ...হারও ভাগ্যে ইসলাম গ্রহণ করার তাওফীক হয় নাই; বরং ইহাদের সব কয়জনই ...ত্যন্ত অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। কেহ কেহ বদর যুদ্ধে ...রবারীর আঘাতে আর কেহ কেহ নেহাৎ বিশ্রী ও কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া ...চিয়া গলিয়া শোচনীয় মৃত্যুবরণ করে।

www.e-ilm.weebly.com

মহানবীর প্রতি কুরাইশদের প্রলোভন ও তাঁহার উত্তরঃ

কুরাইশরা যখন দেখিল, তাহাদের কোন কলা-কৌশলই কার্যকরী হইবার নহে, তখন তাহারা পরামর্শক্রমে স্থির করিল, তাহারা তাহাদের সবচাইতে চতুর সর্দার উতবা ইবনে রবীয়াকে নবী করীম (দঃ)-এর নিকট প্রেরণ করিবে। সে তাঁহাকে সকল প্রকার পার্থিব প্রলোভনে বশ করিতে চেষ্টা করিবে। হয়তোবা তিনি এই ফাঁদে ধরা দিবেন এবং তাঁহার ইসলাম প্রচারে বিরত থাকিবেন।

উতবা যখন হুযুর (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইল, তখন তিনি মসজিদে নামায পড়িতেছিলেন। সে নিকটে গিয়া বলিতে লাগিল, "ভাতিজা! তুমি সামাজিক মর্যাদা এবং বংশ কৌলিণ্যে আমাদের সকলের চাইতে উত্তম। এতদসত্ত্বেও তুমি তোমার গোত্রের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছ, তাহাদিগকে এবং তাহাদের দেব-দেবীকে গালমন্দ দিয়াছ, তাহাদের পূর্ব-পুরুষকে মূর্খ প্রতিপন্ন করিয়াছ। তুমি আজ তোমার মনের আসল কথাটি খুলিয়া বল। তোমার এইসব কাহিনীর আসল উদ্দেশ্য যদি বিপুল ধন-রত্নের অধিকার লাভ করা হইয়া থাকে, তবে আমরা তোমার জন্য এত প্রচুর ধন-সম্পদ যোগাড় করিয়া দিতে প্রস্তুত যে, তুমি মক্কার সবচাইতে বড় ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হইয়া যাইবে। আর যদি তোমার বাসনা এই হইয়া থাকে যে, তুমি একজন বড় নেতা হইবে, তাহা হইলে আমরা তোমাকে সমগ্র কুরাইশ গোত্রের অবিসংবাদিত নেতা বানাইয়া দিব। তোমার আদেশ ব্যতিরেকে কনাটিও আমরা নাড়াইব না। আর তোমার উদ্দেশ্য যদি বাদশাহী লাভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা তোমাকে আমাদের বাদশাহও বানাইতে পারি। পক্ষান্তরে (খোদা না করুক) যদি তোমার উপরে কোন জ্বীনের প্রভাব থাকিয়া থাকে এবং যেসব কথা মানুষকে পড়িয়া শুনাইতেছ তাহা তাহারই কথা হইয়া থাকে, অথচ 'তুমি তাহার' হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছ—তাহা হইলে আমরা তোমার জন্য একজন চিকিৎসক তালাশ করিব—যে তোমাকে সুস্থ করিয়া তুলিবে।" —সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ২০

উতবা তাহার বক্তব্য শেষ করিলে, নবী করীম (দঃ) তাহার উত্তরে কুরআনের মাত্র একটি সূরা তেলাওয়াত করিয়া শুনাইয়া দিলেন। যাহা শুনিয়া উতবা হতভম্ব হইয়া গেল এবং নিজ গোত্রের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "খোদার কসম! আজ আমি এমন কালাম শুনিয়াছি যেমনটি ইতিপূর্বে আমার সারা জীবনেও শুনি নাই। খোদার কসম! ইহা না কোন কবিতা, না কোন গণকের বাক্য আর নাইবা কোন যাদুমন্ত্র। আমার পরামর্শ হইল এই যে, তোমরা এই লোকটির [মুহাম্মদ (দঃ)] উৎপীড়ন হইতে বিরত থাক। কেননা আমি তাঁহার যে কালাম শ্রবণ করিয়াছি,

হে আমার কওম! ইহাকে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে দাও! আমি তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। তোমরা আমার কথা শুন। (আর) যদি একান্ত মানিতে নাই চাও, (তাহা হইলে) অন্ততঃ কিছুদিন অপেক্ষা কর। যদি আরবেরা বিজয়ী হইয়া যায়, তবে তাহাদের পরিশ্রমেই তোমরা এই আপদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে যদি সে আরবদের উপর বিজয়ী হয় তাহা হইলে তাঁহার সম্মান প্রকারান্তরে আমাদেরই সম্মান। কারণ, সে তো আমাদেরই বংশের লোক।"

কুরাইশরা তাহাদের সব চাইতে চতুর সর্দারের এই সকল কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল এবং এই বলিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিল যে, এই লোকটিকে মুহাম্মদ (দঃ) যাদু করিয়া ফেলিয়াছে। —দুরুসুস্-সীরাত, পৃষ্ঠা ১৪

যখন তাহাদের কোন চালই কাজে আসিল না, তখন কুরাইশরা নবী করীম (দঃ)-এর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাহাবীগণ এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-পরিজনের প্রতিও নানাভাবে নির্যাতন চালাইতে শুরু করিল। হযরত বেলাল (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীর উপর অকথ্য নির্যাতন করা হইল। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসিরের শ্রদ্ধেয়া মাতাকে এই কারণেই অত্যন্ত নির্দয়ভাবে শহীদ করা হইল। ইসলামের ইতিহাসে ইহাই সর্বপ্রথম শাহাদতের ঘটনা। —সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ২০

সাহাবাদের প্রতি হাবশায় হিজরতের নির্দেশঃ

হুযূরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে সর্বপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করিতেছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহার সাহাবা ও আত্মীয়-স্বজন পর্যন্ত এই নির্যাতনের ধারা সম্প্রসারিত হইল এবং দেখিতে পাইলেন যে, তাহারা অত্যন্ত ধৈর্যের সহিত সমস্ত জুলুম-অত্যাচার সহ্য করার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন তবু সেই সত্যের বাণী ও নূরে এলাহী হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতে রাজী নহেন যাহা তাহারা তাঁহার মাধ্যমে লাভ করিয়াছেন, তখন তিনি তাহাদিগকে আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি প্রদান করিলেন।

সুতরাং নবুওয়তের পঞ্চম বৎসরের রজব মাসে ১২ জন পুরুষ[১] এবং ৪ জন মহিলা আবিসিনিয়ায় হিজরত করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে হযরত উসমান (রাঃ) এবং তাঁহার স্ত্রী হযরত রোকাইয়া (রাঃ)-ও ছিলেন। —দুরুসুস্-সীরাত, পৃষ্ঠা ১৫

আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী[২] এই মুহাজেরগণের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁহারা সেখানে শান্তি ও নিরাপদে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন

টিকা

১। সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ২১। মুহাজেরগণের সংখ্যার ব্যাপারে আরো বিভিন্ন মত রহিয়াছে।

২। হাবশার বাদশাহগণকে নাজ্জাশী বলা হইত। —মোগলতাঈ

www.e-ilm.weebly.com

www.e-ilm.weebly.com

কুরাইশরা এই সংবাদ জানিতে পারিল তখন তাহারা আমর ইবনে আস্ আর আব্দুল্লাহ ইবনে রবীয়াকে নাজ্জাশীর নিকট এই বলিয়া পাঠাইল যে, এই লোকগুলি দুষ্কৃতিকারী। তাহাদিগকে নিজের রাজ্যে স্থান দিবেন না, বরং ইহাদিগকে আমাদের হাতে সমর্পণ করুন।

নাজ্জাশী ছিলেন একজন বিচক্ষণ লোক। তিনি তাহাদের উত্তরে বলিলেন, "আমি তাহাদের মতাদর্শ এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে তদন্ত না করিয়া এই কাজটি করিতে পারি না।" অতঃপর তিনি তাঁহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং বলিলেন, তোমরা তোমাদের ধর্মমত ও ইহার সত্য সত্য ঘটনাসমূহ বর্ণনা কর। তখন হযরত জাফর ইবনে আবি-তালিব[১] অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "হে বাহশাহ! আমরা ইতিপূর্বে মূর্খতা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলাম। মূর্তিদের পূজা করিতাম এবং মৃতজন্তু ভক্ষণ করিতাম। ব্যভিচার, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা এবং দুশ্চরিত্রতায় লিপ্ত ছিলাম। আমাদের সবলরা দুর্বলকে গ্রাস করিয়া ফেলিত। এমনি অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের নিকট একজন রাসূল পাঠাইলেন—যিনি আমাদেরই বংশের লোক। আমরা তাঁহার বংশ ও সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতা সম্পর্কে সবিশেষ অবগত। তিনি আমাদিগকে এই আহ্বান জানাইলেন যে আমরা আল্লাহ্‌কে এক বলিয়া বিশ্বাস করি, কাহাকেও তাঁহার সহিত শরীক না করি, মূর্তি-পূজা ত্যাগ করি, সত্য কথা বলি, আত্মীয়স্বজনদের সহিত সু-সম্পর্ক বজায় রাখি এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করি। তিনি আমাদিগকে নিষিদ্ধ মহিলাদের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে নিষেধ করিলেন। খুন-খারাবী, মিথ্যাবলা এবং এতীমের মাল ভক্ষণে বারণ করিলেন। তিনি আমাদিগকে নামায, রোযা, যাকাত এবং হজ্ব সম্পাদন করিবার নির্দেশ দেন। আমরা এইসব কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি।

নাজ্জাশী[২] এই ভাষণ শুনিয়া অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কুরাইশী দূতগণকে ফিরাইয়া দিলেন এবং নিজে মুসলমান হইয়া গেলেন।

টিকা

১· ইউরোপের কোন কোন রাজনীতিবিদ (সম্ভবতঃ লর্ড ক্রোমার) বলিয়াছেন, "যদি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমস্ত আলেম একত্রিত হইয়া দ্বীন-ইসলামের হাকীকত বর্ণনা করিতে চাহেন তাহা হইলে হাবশার মুহাজেরগণ যেমনটি বর্ণনা করিয়াছেন তাহার চাইতে উত্তম বর্ণনা প্রদান করিতে সক্ষম হইবেন না।" —দুরুসুত-তারীখ, পৃষ্ঠা ২১

২· এই নাজ্জাশী অন্য আরো কোন ব্যক্তি হইবেন— যিনি নবুওয়তের পঞ্চম বর্ষে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আসহামা নামক নাজ্জাশী—যাহার ষষ্ঠ হিজরী সনে ইসলাম গ্রহণের বিবরণ পরে বর্ণিত হইতে যাইতেছে—তিনি অন্য ব্যক্তি।

www.e-ilm.weebly.com

মুহাজেরগণ প্রায় তিন মাস কাল সেখানে শান্তি ও নিরাপদে বাস করিয়া (মক্কায়) ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় হযরত ফারূকে আজমও (রাঃ) নবী করীম (দঃ)-এর দো'আর বরকতে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তখন পর্যন্ত মুসলমানদের সংখ্যা ৪০ জন পুরুষ এবং ১১ জন নারীর বেশী ছিল না।[১] ফারূকে আজম হযরত উমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানদের মনে এক প্রকার শক্তি ও সৌর্য সঞ্চারিত হইল এবং যে সকল লোক সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণের কল্যাণে ইসলামের সত্যতাকে মনেপ্রাণে স্বীকার করিয়া লওয়া সত্ত্বেও কুরাইশদের নির্যাতনের ভয়ে এতদিন নিজেদের ইসলামকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন এখন তাহারা প্রকাশ্য-ভাবে ইসলামে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। এমনিভাবে আরব গোত্রসমূহের মধ্যে ইসলাম প্রসারিত ও উন্নতি প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

কুরাইশরা যখন দেখিতে পাইল যে, নবী করীম (দঃ) এবং তাঁহার সাহাবাগণের সম্মান ও মর্যাদা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, এমনকি আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীও মুসলমানদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন তাহারা নিজেদের পরিণতি সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়া পড়িল।

কুরাইশরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, বনী-হাশেম এবং বনী আব্দুল মুত্তালিবের নিকট দাবী করা হউক যে—তাহারা তাহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র (মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আমাদের হাতে তুলিয়া দিক। অন্যথায় আমরা তাহাদের সহিত যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করিব।

কিন্তু বনী আব্দুল মুত্তালিব তাহাদের এই দাবী মঞ্জুর করিল না। তখন কুরাইশরা সর্ব-সম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক এই অঙ্গীকারনামা[২] প্রণয়ন করিল যে, বনী হাশেম ও বনী আব্দুল মুত্তালিবের সহিত পূর্ণাঙ্গ সম্পর্ক ছিন্ন করা হইবে। আত্মীয়তা, বিবাহ-শাদী, ক্রয়-বিক্রয় সবকিছু বন্ধ থাকিবে। অতঃপর এই অঙ্গীকারনামা কা'বাগৃহের অভ্যন্তরে ঝুলাইয়া রাখা হইল।

এক পাহাড়ের উপত্যকায় নবী করীম (দঃ) ও তাঁহার সকল বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে বন্দী করা হইল। এই সময় একমাত্র আবু লাহাব ব্যতীত সমস্ত বনী হাশেম এবং বনী আব্দুল মুত্তালিবের সমস্ত লোক মুসলিম ও কাফের নির্বিশেষে সবাই আবু তালেবের সাথে ছিল এবং ঐ উপত্যকায় বন্দী ও অবরুদ্ধ জীবন যাপন করে।

টিকা

১. দুরূসুত-তারীখুল ইস্লামী, পৃষ্ঠা ২২

২. এই অঙ্গীকারনামা মানসুর ইবনে ইকরামা লিখিয়াছিল এবং ইহার পরিণতিতে তাহার হাত অবশ হইয়া গিয়াছিল। —সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ২৪

www.e-ilm.weebly.com

সর্বদিক হইতে যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ ছিল। পানাহারের যে সমস্ত দ্রব্য সঙ্গে ছিল তাহাও কিছুদিনের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন কঠিন দুর্ভাবনা শুরু হইল। ক্ষুধার তাড়নায় গাছের পাতা পর্যন্ত ভক্ষণ করার পরিস্থিতি সৃষ্টি হইল।

এই ভয়াবহ অবস্থা দর্শন করিয়া নবী করীম (দঃ) তাঁহার সাহাবাগণকে দ্বিতীয়বার আবিসিনিয়ায় হিজরত করার আদেশ দিলেন। এইবার ৮৩জন পুরুষ এবং ১২ জন নারীর[১] এক বিরাট দল হিজরতে অংশ গ্রহণ করিলেন। ইঁহাদের সহিত হযরত আবু মূসা আশ্‌আরী (রাঃ) এবং তাঁহার গোষ্ঠীর লোকজন সহ ইয়ামেনের মুসলমানগণও যোগ দিয়াছিলেন।

এই দিকে নবী করীম (দঃ) এবং তাঁহার অবশিষ্ট পরিবার পরিজন ও সাহাবায়ে কেরাম সুদীর্ঘ তিন বৎসর[২] এই জুলুম অত্যাচার ও দুঃখ-কষ্টে কালাতিপাত করেন। ইহার পর কিছু সংখ্যক লোক এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে এবং নবী করীম (দঃ)-এর উপর হইতে এই অবরোধ তুলিয়া দিতে উদ্যোগী হইলেন। ঐদিকে নবী করীম (দঃ)-কে অহীর মাধ্যমে অবহিত করা হইল যে, কুরাইশদের অঙ্গীকারনামা উঁই পোকায় খাইয়া ফেলিয়াছে এবং আল্লাহ্‌র নাম ব্যতীত ইহার কোন অক্ষরই আর অক্ষত নাই। হুযূর (দঃ) তাহা লোকজনকে জানাইয়া দিলেন। দেখা গেল—অঙ্গীকারনামার অবস্থা তাহাই হইয়াছে, যেমনটি হুযূর (দঃ) বলিয়াছেন। অবশেষে নবী করীম (দঃ)-এর উপর হইতে অবরোধ তুলিয়া লওয়া হইল।

তোফায়েল ইবনে আমর দূসী (রাঃ)
এর ইসলাম গ্রহণঃ

এই সময়ে হযরত তোফায়েল ইবনে আমর দূসী (যিনি নেহাৎ শরীফ এবং আপন গোত্রের নেতা ছিলেন) নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে আগমন করিলেন এবং ইসলামের প্রকাশ্য সত্যতার নিদর্শন আর হুযূর (দঃ)-এর অনুপম চরিত্র মাধুর্য অবলোকন করিয়া স্বেচ্ছায় ইসলামে দীক্ষিত হইয়া গেলেন। তারপর আরয করিলেনঃ "হে আল্লাহ্‌র রাসুল! আমার গোষ্ঠীর লোকেরা আমার কথা মান্য করে। আমি বাড়ী ফিরিয়া তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করিব। কিন্তু আপনি আল্লাহ্‌র কাছে আমার জন্য দো'আ করুন যেন আমার সহিত এমন কোন স্পষ্ট নিদর্শন প্রকাশ করিয়া দেওয়া হয়, যদ্বারা আমি তাহাদিগকে আমার দাবীর সপক্ষে

টিকা

১· সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ২৪

২· কোন রেওয়ায়তে দুই বৎসর এবং কোন কোন রেওয়ায়তে কয়েক বৎসরের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে।

www.e-ilm.weebly.com

বিশ্বাস স্থাপন করাইতে পারি। হুযূর (দঃ) দো'আ করিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাহার ললাটের উপর এমন একটি নূর চমকাইয়া দিলেন যাহা অন্ধকারে উজ্জ্বল প্রদীপের মত জ্বলজ্বল করিত। যখন তিনি তাঁহার গোত্রের কাছাকাছি পৌঁছিলেন, তখন খেয়াল হইল যে, তাঁহার গোত্রের লোকেরা পাছে হয়তো ইহাকে একটি বিপদ বা রোগ মনে না করিয়া বসে এবং ইহা না বলিয়া বসে যে, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাঁহার মধ্যে এই অভিশাপ চাপিয়া বসিয়াছে, এইজন্য দো'আ করিলেন যে, এই নূরটি যেন তাঁহার লাঠিতে চলিয়া আসে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার দো'আ কবুল করিলেন এবং তাঁহার ললাটের নূরকে তাঁহার লাঠির মধ্যে জ্বলন্ত লণ্ঠনের মত করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি আপন গোত্রের লোকদের কাছে গিয়া ইসলাম প্রচার করিতে লাগিলেন। কিছু সংখ্যক লোক তাঁহার চেষ্টায় মুসলমান হইলেন বটে, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা তাঁহার ধারণা মোতাবেক যথেষ্ট ছিল না। এইজন্য তিনি নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাহার চেষ্টায় সফলকাম হইবার জন্য দো'আর আবেদন জানাইলেন। হুযূর (দঃ) দো'আ করিলেন এবং বলিলেন, "যাও, প্রচার কর এবং নম্রতা বজায় রাখ।" তোফায়েল ফিরিয়া গেলেন এবং ইসলাম প্রচারে ব্যাপৃত হইলেন। আল্লাহ্র অনুগ্রহে এইবার এমন সফলকাম হইলেন যে, খন্দক যুদ্ধের পরে ৭০/৮০টি পরিবারকে মুসলমান বানাইয়া খায়বারের যুদ্ধের সময় নিজের সঙ্গে করিয়া আনিলেন এবং সবাই জেহাদে অংশ গ্রহণ করিলেন।

—সীরাতে মোগলতাঈ—কৃত হাফেজ আলাউদ্দীন, পৃষ্ঠা ২৫

আবু তালেবের ওফাতঃ

ঐ সময় নবী করীম (দঃ)-এর চাচা আবু তালেবের[১] ইন্তিকাল হয়। এই বেদনাদায়ক ঘটনা নবুওয়তের দশম বৎসর শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি সংঘটিত হইয়াছিল। ইহার তিন দিন[২] পর হযরত খাদীজাও পরলোকগমন করেন। এই কারণে হুযূর (দঃ) এই বৎসরকে শোকের বৎসর[৩] বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

—সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৩০

টিকা

১· সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ২৫

২· ইন্তেকালের তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রহিয়াছে। যেমনঃ ৫ই রমযান, হিজরতের ৫ বৎসর পূর্বে, হিজরতের ৪ বৎসর পূর্বে, মেরাজের পরে ইত্যাদি। —সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ২৬

৩· এই বৎসরই হযরত সওদা (রাঃ)-এর সহিত নবী করীম (দঃ)-এর বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছিল। মতান্তরে হযরত আয়েশার (রাঃ) পরে তাঁহার সহিত বিবাহ হইয়াছিল।

—সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ২৬

www.e-ilm.weebly.com

হিজরতে তায়েফ ঃ

আবু তালেবের মৃত্যুর পর কুরাইশরা নবী করীম (দঃ)-এর উপর নির্যাতন চালানোর সুযোগ পাইয়া গেল। সুতরাং হুযূর (দঃ)-কে নির্যাতনের কোন পন্থাই তাহারা আর বাকী রাখিল না। যখন মক্কাবাসীদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে নিরাশ হইয়া পড়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হইতে লাগিল, নবী করীম (দঃ) তখন সে বৎসরই অর্থাৎ, নবুওয়তের দশম বৎসর শাওয়াল মাসের শেষ দিকে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)-কে সঙ্গে লইয়া তায়েফ গমন করিলেন এবং তায়েফবাসীকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইলেন। দীর্ঘ ১ মাস কাল ক্রমাগত তাহাদের মাঝে তাবলীগ ও হিদায়তের কাজে নিয়োজিত রহিলেন কিন্তু একটি লোকের ভাগ্যেও সত্য গ্রহণের সৌভাগ্য হইল না; বরং যালেমরা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নানাভাবে কষ্ট দেওয়ার জন্য শহরের কতিপয় বখাটে ও লম্পটকে লেলাইয়া দিল। এই নিষ্ঠুর বদনসীবরা সারওয়ারে কায়েনাতের পিছনে লাগিয়া গেল। যদি রাহ্মাতুল্-লিল্-আলামীনের মহত্ব প্রতিবন্ধক না হইত, তাহা হইলে তাঁহার পবিত্র ওষ্ঠের ঈষৎ কম্পনেই তাহাদের সমস্ত উন্মাদনা ও মত্ততার পরিসমাপ্তি ঘটিয়া যাইতে পারিত এবং তায়েফ ও তায়েফবাসীর নাম-নিশানা পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইত।

এই হতভাগ্য পাপিষ্ঠরা নবী করীম (দঃ)-এর প্রতি এমনভাবে পাথর নিক্ষেপ করিতে শুরু করিল যে, তাঁহার পবিত্র চরণ যুগল রক্তাক্ত হইয়া গেল। হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) যেইদিক হইতে পাথর আসিতে দেখিতেন সেইদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করিতেন এবং পাথরের আঘাত নিজে মাথা পাতিয়া লইতেন। শেষ পর্যন্ত হযরত যায়েদের মাথা যখমে যখমে রক্তাক্ত হইয়া গেল। অবশেষে দীর্ঘ ১ মাস পর রহমতে আলম (দঃ) তায়েফ হইতে এমনই করুণ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিলেন যে, তাঁহার পবিত্র হাঁটু ছিল রক্তে রঞ্জিত। কিন্তু সেই মুহূর্তেও তাঁহার পবিত্র মুখে বদ-দো'আ বা অভিশাপের একটি শব্দও উচ্চারিত হয় নাই।

নবী করীম (দঃ)-এর ইসরা ও মে'রাজ

নবুওয়তের একাদশ[১] বৎসরটি ইসলামের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট মর্যাদার আসন অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে যাহাতে ফখ্রুল্-আম্বিয়া ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

টিকা

১. মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে ইমাম যুহরীর বর্ণনার বরাতে এমনি বলা হইয়াছে। —নাশের ঃ ৩/৫

www.e-ilm.weebly.com

... মর্যাদাপূর্ণ শোভাযাত্রার মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়। এই সম্মান সমস্ত ... রাসূলগণের মধ্যে শুধুমাত্র নবী করীম (দঃ)-এরই অনন্য বৈশিষ্ট্য। সংক্ষেপে ...টি নিম্নরূপ ঃ

... রজনীতে নবী করীম (দঃ) হাতীমে কা'বায়[১] শায়িত ছিলেন। এমন সময় ... জিব্রাঈল ও মিকাঈল (আঃ) আগমন করিয়া বলিলেন, "আমাদের সঙ্গে ...।" তাঁহাকে বোরাক নামক বাহনের উপর আরোহণ করানো হইল। যাহার গতি ... দ্রুত ছিল যে, যে স্থানে তাহার দৃষ্টি পড়িত, সেখানেই গিয়া তাহার কদম ...। এমনি দ্রুত গতিতে নবী করীম (দঃ)-কে প্রথমে সিরিয়ায় আল-আকসা ...দে লইয়া যাওয়া হইল। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী সকল আম্বিয়ায়ে ...মকে (মো'জেযা স্বরূপ) নবী করীম (দঃ)-কে স্বাগত জানাইবার জন্য সমবেত ... রাখিয়াছিলেন। সেখানে পৌঁছার পর হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তথায় আযান ... এবং সকল নবী ও রাসূলগণ নামাযের জন্য কাতারবন্দী হইয়া দাঁড়াইলেন, ...কে ইমাম হইয়া নামায পড়াইবেন— সকলে ইহারই অপেক্ষা করিতেছিলেন। ...াঈল (আঃ) হুযূরে পাক (দঃ)-এর হাত ধরিয়া তাঁহাকে সকলের সামনে ...াইয়া দিলেন। তিনি সমস্ত নবী রাসূল ও ফেরেশতাগণকে নামায পড়াইলেন।

এই পর্যন্ত ছিল পার্থিব জগতের সফর, যাহা বোরাকে আরোহণ করিয়া পাড়ি ...লেন। অতঃপর ক্রমানুযায়ী তাঁহাকে আসমানসমূহের সফর করানো হইল।[২] প্রথম আসমানে হযরত আদম (আঃ)-এর সহিত সাক্ষাত হইল। দ্বিতীয় আসমানে হযরত ...া (আঃ) ও হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর সহিত, তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ (...)-এর সহিত, ৪র্থ আসমানে হযরত ইদ্রীস (আঃ)-এর সহিত, ৫ম আসমানে ...ত হারুন (আঃ)-এর সহিত, ৬ষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা (আঃ)-এর সহিত এবং ... আসমানে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সহিত সাক্ষাত করিলেন।

—ফত্হুল বারী, ১৫ পারা, পৃষ্ঠা ৪৮৫

ইহার পর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্‌রাতুল্ মুন্তাহার দিকে ...াফ নিয়া যাইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে হাউযে কাওসার অতিক্রম করিলেন।

...

১. এমনটি বোখারীর বর্ণনায় রহিয়াছে। বোখারীর কোন কোন বর্ণনায় রহিয়াছে যে, নবী করীম ... স্বীয় বাসভবনে শায়িত ছিলেন।

২. ...দসম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে যে, এই আসমানী সফর বোরাকের মাধ্যমে সংঘটিত ...ল, না অন্য কোন সোপানের মাধ্যমে। হাফেয নাজমুদ্দীন গায়তী "কিস্‌সাতুল-মে'রাজে" ...বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। —পৃষ্ঠা ১২

www.e-ilm.weebly.com

অতঃপর তিনি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিলেন। সেখানে আল্লাহ্ তা'আলার সেইসব অপূর্ব সৃষ্টি ও বিস্ময়কর বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ করিলেন, যাহা অদ্যাবধি কোন দৃষ্টি কোনদিন দর্শন করে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই এবং কোন মানুষের কল্পনাও সেখান পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে নাই। অতঃপর দোযখকে তাঁহার সামনে উপস্থাপন করা হইল। উহা ছিল সর্বপ্রকার শাস্তি ও এমন তীব্র লেলিহান আগুনে ভরপুর যাহার সম্মুখে সুকঠিন পাষাণেরও কোন অস্তিত্ব ছিল না।

সেখানে তিনি একদল লোককে দেখিতে পাইলেন যে, তাহারা মৃত জন্তু ভক্ষণ করিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহারা কাহারা?" হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বলিলেন, "ইহারা হইতেছে সেইসব লোক যাহারা মানুষের গোশত ভক্ষণ করিত (অর্থাৎ গীবত বা পরনিন্দা করিয়া বেড়াইত)।" অতঃপর দোযখের ফটক বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

তারপর নবী করীম (দঃ) সম্মুখপানে অগ্রসর হইলেন আর হযরত জিব্রাঈল আমীন (আঃ) সেখানেই রহিয়া গেলেন। কারণ এর বেশী অগ্রসর হওয়ার কোন অনুমতি তাঁহার ছিল না।

সেই সময় তিনি মহান আল্লাহ্ পাকের দর্শন লাভ করিলেন। বিশুদ্ধ মতে এই দীদার শুধু অন্তরের দ্বারাই নহে বরং চোখের দ্বারাও সম্পন্ন হইয়াছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু এবং সমস্ত বিজ্ঞ সাহাবা ও ইমামগণের ইহাই অভিমত।

সেখানে নবী করীম (দঃ) সিদজায় পড়িয়া গেলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার সহিত তাঁহার কথাবার্তা বলার সৌভাগ্য হইল। তখনই নামাযসমূহ ফরয করা হয়।

ইহার পর নবী করীম (দঃ) প্রত্যাবর্তন করিলেন। সেখান হইতে (পুনরায়) বোরাকে আরোহণ করিয়া মক্কা মুয়াযযামার দিকে চলিতে লাগিলেন।

পথে বিভিন্ন স্থানে কুরাইশ্‌দের তিনটি বাণিজ্যিক কাফেলার পাশ দিয়া অতিক্রম করিলেন। ইহাদের কোন কোন ব্যক্তিকে তিনি সালামও করেন। তাহারা হুযূর (দঃ)-এর কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিল এবং মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়া এ ব্যাপারে সাক্ষ্যও প্রদান করিল। ভোর হওয়ার পূর্বেই এই মোবারক সফর সমাপ্ত হইয়া যায়।

নবীর ইসরা সম্পর্কে চাক্ষুস সাক্ষ্য ঃ

ভোরে কুরাইশ্‌দের মাঝে এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়িলে তাহাদের মধ্যে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হইল। কেহ হাততালি দিতে লাগিল আবার কেহ হতবাক হইয়া মাথায় হাত দিল, আবার কেহ বিদ্রূপের হাসি হাসিতে লাগিল। তারপর পরীক্ষার উদ্দেশ্যে সকলে নবী করীম (দঃ)-কে প্রশ্ন করিতে লাগিল, আচ্ছা বলুন দেখি,

www.e-ilm.weebly.com

বাইতুল মুকাদ্দাসের নির্মাণশৈলী কি ধরনের এবং ইহা পাহাড় হইতে কত দূরে অবস্থিত? নবী করীম (দঃ) ইহার সম্পূর্ণ চিত্র বর্ণনা করিয়া দিলেন। এমনিভাবে তাহারা নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিল, আর হুযূর (দঃ) সেগুলির সঠিক উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। শেষ পর্যন্ত তাহারা এমন সব প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল, যাহা একবার দেখিয়া কাহারও পক্ষে বলা সম্ভব নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মসজিদে আকসার দরজা কতটি, তাক কয়টি ইত্যাদি ইত্যাদি।

বলাবাহুল্য, এইসব কে গুনিয়া রাখে? কাজেই মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠিন অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু মো'জেযা স্বরূপ মসজিদে আকসাকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দেওয়া হইল। তিনি গুনিয়া গুনিয়া তাহাদিগকে বলিয়া দিতে লাগিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলিয়া উঠিলেন— اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ অর্থাৎ, "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র রাসূল।" আর কোরাইশরাও সবাই স্তব্ধ হইয়া গেল এবং বলিতে লাগিল যে, (মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদে আকসার অবস্থা তো ঠিক ঠিকই বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তাহারা হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, "আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মদ (দঃ) এক রাত্রিতে মসজিদে আকসায় পৌঁছিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছেন?" হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) উত্তরে বলিলেন, আমি তো ইহার চাইতেও অধিক বিস্ময়কর বিষয়েও তাঁহাকে বিশ্বাস করি। এবং আমি ঈমান পোষণ করি যে, যেখানে সকাল-সন্ধ্যায় চোখের পলকে তাঁহার কাছে আসমানী সংবাদসমূহ পৌঁছিয়া যায়, সেখানে মসজিদে আকসার ব্যাপারে দ্বিধা হইবে কেন?" এ কারণেও তাঁহার উপাধি "সিদ্দীক" দেওয়া হইয়াছে।

স্বয়ং কুরাইশ্-কাফিরদের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ঃ

ইহার পর কুরাইশরা পুনরায় পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে হুযূর (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বলুন তো, আমাদের অমুক কাফেলাটি যাহা সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছে তাহা এখন কোথায়? হুযূর (দঃ) বলিলেন, "অমুক গোত্রের একটি বাণিজ্যিক কাফেলা রাওহা নামক স্থানে আমি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। তাহাদের একটি উট হারাইয়া গিয়াছিল। ফলে তাহারা সকলে উহার খোঁজে বাহির হইয়াছিল। আমি তাহাদের হাওদার নিকটে গেলে সেখানে কেহই ছিল না। একটি সুরাহীতে পানি রাখা ছিল আমি তাহা পান করিয়াছিলাম।

ইহার পর অমুক গোত্রের বাণিজ্যিক কাফেলাটি আমি অমুক স্থানে অতিক্রম করি। বোরাক যখন ইহার নিকটবর্তী হইল তখন উটগুলি ভয়ে এদিক-ওদিক

www.e-ilm.weebly.com

ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে একটি লাল রঙের উটের উপরে দুইটি সাদা ও কাল বর্ণের থলে ছিল। উহা তো অজ্ঞানই হইয়া পড়িয়া গেল।

তারপর অমুক গোত্রের বাণিজ্যিক কাফেলাটিকে আমি অতিক্রম করিয়াছি তানঈম নামক স্থানে। এই কাফেলার সর্বাগ্রে খাকী রঙের একটি উট ছিল। উহার উপরে কাল চট এবং দুইটি কাল থলে ছিল। এই কাফেলা শীঘ্রই তোমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছিবে।"

লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, "কবে নাগাদ?"

হুযূর (দঃ) বলিলেন, "বুধবার নাগাদ আসিয়া যাইবে।"

সুতরাং হুযূর (দঃ) যেরূপ বলিয়াছিলেন, ঠিক সেরূপই ঘটিল এবং এই কাফেলাগুলিও হুযূর (দঃ)-এর বর্ণনার সত্যতা স্বীকার করিল।

যখন কুরাইশদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার দলীল-প্রমাণাদি সম্পূর্ণ হইয়া গেল এবং এই বিস্ময়কর ভ্রমণ সম্পর্কে স্বয়ং তাহাদের জাতি-সম্প্রদায়ও সাক্ষ্য প্রদান করিল—তখন ঐ বিরুদ্ধবাদীদের জন্যও ইহাছাড়া অস্বীকারের কোন উপায়ই অবশিষ্ট রহিল না যে, তাহারা হুযূর (দঃ)-এর এই মোবারক সফরকে নিছক যাদু এবং তাঁহাকে যাদুকর (খোদা পানাহ) আখ্যা দিয়া মজলিস হইতে উঠিয়া পড়িল।

পবিত্র মদীনায় ইস্‌লামঃ

একটানা দশ দশটি বৎসর যাবৎ নবী করীম (দঃ) আরবের বিভিন্ন গোত্রকে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। আরবের এমন কোন মাহফিল ও সভা-সম্মেলন তিনি ছাড়েন নাই যেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি তাহাদিগকে সত্যের দিকে আহ্বান করেন নাই। হজ্জের মওসুমে, উক্কাযের মেলায় এবং যিল-মাজায প্রভৃতি স্থানে গিয়া তিনি মানুষকে সত্যের প্রতি আহ্বান জানান। প্রত্যুত্তরে তাহারা তাঁহাকে সর্বপ্রকার কষ্ট দিতে এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে রহিল। তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া বলিত, "প্রথমে নিজের গোত্রকে মুসলমান বানান, তারপর আমাদিগকে হেদায়ত করিতে আসুন।" এমনিভাবে বেশ কিছু দিন অতিবাহিত হইয়া যায়। তানন্তর যখন মহান আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করিলেন যে, ইসলামের প্রসার ও উন্নতি হউক, তখন মদীনার আউস গোত্রের কতিপয় লোককে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে পাঠাইয়া দিলেন। ইঁহাদের মধ্যে আস'আদ ইবনে যুরারা এবং যাক্‌ওয়ান ইবনে আবদে কায়েস—এই দুই ব্যক্তি সে বৎসর ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

পরবর্তী বৎসর এই গোত্রেরই আরো কতিপয় লোক আগমন করিলেন এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে ছয় অথবা আটজন মুসলমান হইলেন। নবী করীম (দঃ)

www.e-ilm.weebly.com

সাহাবীদিগকে বলিলেন, "তোমরা কি আল্লাহর সত্য-বাণীর প্রচারে আমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছ?" তাঁহারা নিবেদন করিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! বর্তমানে আমাদের পরস্পরের মধ্যে আউস[১] ও খাযরাজ গোত্রের গৃহ-যুদ্ধ চলিতেছে। আপনি যদি এই সময় মদীনায় তশ্‌রীফ নিয়া যান তাহা হইলে আপনার হাতে বাইয়াতের ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য হইবে না। আপনি আপাততঃ এক বৎসর কাল এই ইচ্ছা স্থগিত রাখুন। সম্ভবতঃ আমাদের পরস্পরের মধ্যে সন্ধি হইয়া যাইবে এবং আমরা আউস্ ও খাযরাজ উভয় গোত্রের লোকেরা একসাথে ইস্‌লাম গ্রহণ করিব। আগামী বৎসর আমরা আবার আপনার খেদমতে উপস্থিত হইব। তখন এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে।" অতঃপর তাঁহারা মদীনায় ফিরিয়া গেলেন। মদীনায় সর্বপ্রথম বনু-যুরায়কের মস্‌জিদে কুরআন পাঠ করা হইল।

মদীনায় ইসলামের প্রসার ঘটুক—ইহাই ছিল আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা। সুতরাং এক বৎসরের মধ্যেই আউস ও খাযরাজের অধিকাংশ ঝগড়াই মিট্‌মাট্ হইয়া গেল। আগামী হজ্জের মওসুমে যথা-প্রতিশ্রুতি ১২ ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপনীত হইলেন। ইহাদের ১০ জন ছিলেন খাযরাজ্ গোত্রের এবং ২ জন ছিলেন আউস গোত্রের। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা গত বৎসর মুসলমান হন নাই তাঁহারাও এইবার মুসলমান হইয়া গেলেন এবং সবাই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাতে বাইয়াত করিলেন। এই বাইয়াত যেহেতু সর্বপ্রথমে আকাবা[২] নামক স্থানের নিকটে সম্পন্ন হইয়াছিল তাই ইহাকে "আকাবার প্রথম বাইয়াত" (আনুগত্যের শপথ) নামে অভিহিত করা হয়।

—সীরাতে হালবীয়া ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২

টিকা

১. তখন মদীনার অধিবাসীরা দুইভাগে বিভক্ত ছিলঃ (১) মুশ্‌রেকীন (২) আহ্‌লে কিতাব। মুশরেকীন্‌রা দুইটি বিরাট গোত্রে বিভক্ত ছিলঃ (১) আউস ও (২) খাযরাজ্। এই দুই গোত্র সদা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত থাকিত এবং প্রায় ১২০ বৎসর ধরিয়া তাহাদের পারস্পরিক যুদ্ধের জের চলিয়া আসিতেছিল। —সীরাতে হালবীয়া ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০

এমনিভাবে আহ্‌লে কিতাব তথা ইহুদীরাও দুই গোত্রে বিভক্ত ছিলঃ (১) বনু কোরায়যা ও (২) বনু-নাযীর। এই দুই গোত্রও তাহাদের নিজেদের মধ্যে পুরাতন শত্রুতা পোষণ করিত।

—বায়যাভী

২. অর্থাৎ, জুমরায়ে আকাবা যাহা মিনার প্রথম অংশে অবস্থিত। হাজীগণ ইহার উপর কংকর নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। পরে এইখানে একটি মস্‌জিদও নির্মিত হইয়াছিল। ইহা মস্‌জিদ-ই-বাইয়াত নামে পরিচিত ছিল। —সীরাতে হালবীয়া ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২

www.e-ilm.weebly.com

ইহারা মুসলমান হইয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিলে মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা শুরু হইয়া গেল এবং প্রতিটি মজলিসে এই একটি কথারই আলোচনা হইতে লাগিল।

মদীনায় ইস্‌লামের সর্বপ্রথম মাদ্রাসা ঃ

মদীনায় পৌঁছিয়া আউস এবং খাযরাজ গোত্রের দায়িত্বশীল লোকেরা হুযূর (দঃ)-কে চিঠি লিখিলেন যে, এখানে আল্লাহ্‌র রহ্‌মতে ইস্‌লামের প্রচার হইয়া গিয়াছে। এখন এমন একজন সাহাবীকে আমাদের এখানে পাঠাইতে মর্জি হয় যিনি আমাদিগকে কুরআন শরীফ পড়াইবেন, লোকজনকে ইসলামের দিকে আহ্বান করিবেন, আমাদিগকে শরীয়তের আহ্‌কাম সম্পর্কে অবহিত করিবেন এবং নামাযের ইমামতী করিবেন। সুতরাং হুযূর (দঃ) হযরত মুসআব ইবনে উমায়র (রাঃ)-কে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য মদীনায় পাঠাইয়া দিলেন। এইভাবে ইস্‌লামের সর্বপ্রথম মাদ্রাসাটি পবিত্র মদীনা নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হইল।

—সীরাতে হালবীয়া ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০৩

পরবর্তী বৎসর হজ্বের মওসুমে পবিত্র মদীনা হইতে এক দীর্ঘ কাফেলা মক্কা শরীফে আসিয়া পৌঁছিল। ইহাতে ৭০ জন পুরুষ আর ২ জন মহিলা ছিলেন। নবী করীম (দঃ) তাঁহাদিগকে স্বাগত জানাইলেন এবং রাত্রে আকাবার সন্নিকটে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দিলেন। প্রতিশ্রুতি মোতাবেক মধ্যরাত্রে সবাই জমায়েত হইলেন। নবী করীম (দঃ)-এর চাচা আব্বাসও তাঁহার সহিত আসিয়াছিলেন। (অবশ্য তখনও তিনি ইস্‌লাম গ্রহণ করেন নাই।)

যখন সকলে সমবেত হইলেন, তখন হযরত আব্বাস (রাঃ) সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্র (মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বদা তাঁহার গোত্রে সম্মান ও নিরাপত্তার সহিত বাস করিয়া আসিতেছেন। আপনারা যাঁহারা তাঁহাকে মদীনায় লইয়া যাইতে চাহিতেছেন, তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, যদি আপনারা তাঁহার সহিত সম্পাদিত অঙ্গীকার যথাযথ পালন করিতে এবং শত্রুর হাত হইতে তাঁহার পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলেই কেবল এই দায়িত্ব গ্রহণে আগাইয়া আসুন অন্যথায় তাঁহাকে তাঁহার নিজের গোত্রেই থাকিতে দিন।"

উত্তরে মদনী কাফেলার সর্দার বলিয়া উঠিলেন, "নিঃসন্দেহে আমরা এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি এবং নবী করীম (দঃ)-এর বাইয়াতের পূর্ণ বাস্তবায়নই আমাদের একমাত্র কাম্য।" একথা শুনিয়া (অঙ্গীকার এবং বাইয়াতকে দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে) হযরত আস্‌আদ ইবনে যুরারা দাঁড়াইয়া বলিলেন, "হে মদীনাবাসীগণ! একটু

www.e-ilm.weebly.com

... কর। তোমরা কি উপলব্ধি করিতে পারিতেছ যে, তোমরা আজ যে ... সম্পাদন করিতে যাইতেছ ইহা কিসের বাইয়াত? জানিয়া রাখ, এই বাইয়াত ... সমগ্র আরব ও আজমের বিরোধিতা আর মোকাবেলার অঙ্গীকার! যদি ... ইহা পূরণ করিতে পার, তবেই শুধু বাইয়াত সম্পাদন কর। অন্যথায় ... জানাইয়া দাও।" এই কথা শুনিয়া সকলেই এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "... কোন অবস্থাতেই এই বাইয়াত হইতে সরিয়া যাইব না।" অতঃপর তাঁহারা ... করিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমরা এই অঙ্গীকার পূরণ করি, তাহা ... আমরা ইহার কি প্রতিদান লাভ করিব?" হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, "আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং জান্নাত।" একথা শুনিয়া সকলেই ... উঠিলেন, "আমরা এতটুকুতেই সন্তুষ্ট। আপনি হস্ত প্রসারিত করুন। আমরা বাইয়াত করি।" হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার হস্ত মোবারক বাড়াইয়া ... এবং সকলে বাইয়াতের গৌরব অর্জন করিলেন।

আল্লাহ পাকই জানেন—এই রাসূলে আমীন (দঃ)-এর শুভ দৃষ্টি আর সামান্য ... বাক্য তাহাদের অন্তরে কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, মাত্র একটি ... সাহচর্যের দৌলতেই সমস্ত পার্থিব পঙ্কিলতা আর সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি ... ও-সম্পদের সমস্ত মোহ হইতে মুক্ত হইয়া তাহাদের অন্তর শুধুমাত্র এক আল্লাহর ভালবাসার রঙে রঙ্গীন হইয়া উঠিল। যাহার বিনিময়ে নিজেদের জান-মাল, মান সম্মান সব কিছুই বিসর্জন দিতে তাঁহারা প্রস্তুত হইয়া গেলেন। ইহার ছাপ তাঁহাদের পরবর্তী সন্তান-সন্ততি পর্যন্ত অব্যাহত রহিল। এই প্রসঙ্গে উক্ত বাইয়াতে উপস্থিত হযরত উম্মে আম্মারার সাহেবযাদা হযরত হোবাইব-এর ঘটনা এখানে লেখা। নবুওয়তের ভণ্ড দাবীদার মুসাইলামাতুল কাযযাব তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিল ... নানা প্রকার অকথ্য নির্যাতনের মধ্যে লিপ্ত রাখিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছিল। কিন্তু এই অঙ্গীকারের বিপক্ষে একটি কথাও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইতে সক্ষম হয় নাই। পাপিষ্ঠ মুসায়লামা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত, "তুমি কি ... সাক্ষ্য প্রদান কর যে, মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল?" তিনি উত্তরে বলিতেন, "অবশ্যই।" তখন সে জিজ্ঞাসা করিত, "তুমি এই সাক্ষ্যও প্রদান কর নাকি যে, আমি মুসায়লামাও আল্লাহ্‌র রাসূল?" তিনি উত্তরে বলিতেন, "কখনও না।" তখন ... তাহার একটি অঙ্গ কাটিয়া ফেলিত। অতঃপর এমনিভাবে প্রশ্ন করিত আর তিনি তাহার নবুওয়তকে অস্বীকার করিতেন। তখন পাষণ্ডটি তাঁহার আরো একটি অঙ্গ কাটিয়া ফেলিত। এমনিভাবে এক একটি অঙ্গ করিয়া তাঁহার সমস্ত দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া দিয়াছিল। —সীরাতে হালবীয়া, পৃষ্ঠা ৪০৯

www.e-ilm.weebly.com

বস্তুতঃ তিনি শহীদ হইয়া গেলেন, অথচ শরীয়তের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও ইসলামের অঙ্গীকারের বিপক্ষে একটি শব্দ উচ্চারণ করিতেও তিনি রাযী হইলেন না। কবি কি সুন্দরই না বলিয়াছেন ঃ

اگر چہ خرمن عمرم غم تو داد بباد ÷ بخاک پائے عزیزت کہ عہد نشکستم

"ভালবাসি শুধু এইটুকু জানি
মৃত্যু আমার পুরস্কার।
তব চরণের শপথ লাগে
ভুলে যাইনি অঙ্গীকার।"

অতঃপর সকলেই বাইয়াত করিলেন। এই বাইয়াতে অংশ গ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল ৭৩ (তিয়াত্তর) জন পুরুষ আর ২ (দুই) জন মহিলা। ইহাকে আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত বলা হয়।

অতঃপর নবী করীম (দঃ) ইঁহাদের মধ্য হইতে ১২ জনকে সমগ্র কাফেলার জিম্মাদার মনোনীত করিয়া দিলেন।

মদীনায় হিজরতের সূচনা

কুরাইশরা যখন এই বাইয়াতের সংবাদ অবগত হইল, তখন তাহাদের ক্রোধের অন্ত রহিল না। এবং তাহারা মুসলমানগণকে নির্যাতন করার কোন পন্থাই আর বাকী রাখিল না। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে মদীনায় হিজরতের পরামর্শ দিলেন। সাহাবীগণ কুরাইশদের দৃষ্টি এড়াইয়া গোপনে গোপনে একজন দুইজন করিয়া মদীনার দিকে হিজরত করিতে আরম্ভ করিলেন। শেষ পর্যন্ত মক্কায় শুধু নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) এবং কিছু সংখ্যক অক্ষম লোক ছাড়া আর কোন মুসলমানই অবশিষ্ট রহিলেন না। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-ও হিজরতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বলিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন যে, "এখন থাকিয়া যাও, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা আমাকেও হিজরতের অনুমতি প্রদান করেন।" হযরত আবু বকর (রাঃ) এই অপেক্ষায়ই রহিলেন এবং হিজরতের উদ্দেশ্যে দুইটি উষ্ট্রী সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। একটি তাঁহার নিজের জন্য এবং অন্যটি হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য।

—সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৩১

www.e-ilm.weebly.com

নবী করীম (দঃ)-এর মদীনায় হিজরত ঃ

কুরাইশের কাফেররা যখন সমুদয় বিষয় জানিতে পারিল, তখন তাহারা হুযূর (দঃ) সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে দারুন-নাদওয়াতে সমবেত হইল। কেহ কেহ তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখার পরামর্শ দিল। আবার কেহ কেহ তাঁহাকে নির্বাসিত করার পরামর্শ দিল। কিন্তু তাহাদের ধূর্ত লোকেরা বলিল, এগুলির কোনটিই করা উচিত হইবে না। কেননা বন্দী করা হইলে তাঁহার সমর্থক আনসারগণ আমাদের উপর চড়াও হইবে এবং তাঁহাকে ছাড়াইয়া লইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে তাঁহাকে নির্বাসিত করিলে তাহা হইবে আমাদের জন্য অধিকতর ক্ষতিকর। কারণ, এই অবস্থায় মক্কার আশ-পাশের সমস্ত আরবরা তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য, মিষ্টকথা আর পবিত্র কালামের নিবেদিত প্রাণ হইয়া উঠিবে এবং তিনি তাহাদিগকে লইয়া আমাদের উপর আক্রমণ করিয়া বসিবেন। —সীরাতে মোগলতাঈ

কাজেই হতভাগা আবু জাহ্ল প্রস্তাব করিল যে, মুহাম্মদ (দঃ)-কে হত্যা করা হউক আর এই হত্যায় প্রত্যেক গোত্র হইতে এক একজন করিয়া লোক অবশ্যই অংশগ্রহণ করুক যাহাতে বনু-আবদে মানাফ (নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোত্র) প্রতিশোধ গ্রহণে ব্যর্থ হয়। উপস্থিত সকলেই তাহার এই প্রস্তাব পছন্দ করিল এবং প্রত্যেকটি গোত্র হইতে একজন করিয়া যুবককে এই কাজের জন্য নিযুক্ত করা হইল। তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইল যে, অমুক রাত্রে এই কাজ (সম্পন্ন) করিতে হইবে।

এইদিকে আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত নবী করীম (দঃ)-কে কুরাইশদের এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে অবিলম্বে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ দান করিলেন। যে রাত্রে কুরাইশ কাফিররা তাহাদের হীন ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করিল এবং এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গোত্রের বহু যুবক হুজুর (দঃ)-এর বাসগৃহ অবরোধ করিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই নবী করীম (দঃ) হিজরতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন এবং হযরত আলী (রাঃ)-কে বলিলেন, "তুমি আমার চাদর মোড়া দিয়া আমার তক্তপোষে শুইয়া থাক। তাহা হইলে কাফেররা আমার অনুপস্থিতি আঁচ করিতে পারিবে না।"

অতঃপর মহানবী (দঃ) যখন ঘর হইতে বাহির হইলেন, তখন তাঁহার দরজায় কুরাইশ কাফেরদের মেলা বসিয়া গিয়াছে। তিনি 'সূরা ইয়াসীন' তেলাওয়াত করিতে করিতে বাহির হইলেন এবং যখন فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ [১]—এই আয়াত

[১]

আমরা তাহাদের চোখের উপরে পর্দা ফেলিয়া দিয়াছি। ফলে তাহারা দেখিতে পাইতেছে না।

www.e-ilm.weebly.com

পর্যন্ত পৌঁছিলেন তখন ইহাকে বেশ কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করিলেন। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদের চোখের উপরে পর্দা ফেলিয়া দিলেন। তাহারা হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিতে পাইল না। তিনি হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর বাড়িতে গিয়া উপনীত হইলেন। এদিকে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন এবং পথ-ঘাট চিনে এমন একজন লোককে সঙ্গে নিয়া যাওয়ার জন্য তৈরী করিয়া রাখিয়াছিলেন।

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) নবী করীম (দঃ)-এর সঙ্গী হইলেন এবং উভয়ে বাড়ীর পিছনের খিড়কী পথে বাহির হইয়া সওর পর্বতের দিকে আগাইয়া গেলেন। (সওর হইল মক্কার নিকটবর্তী একটি পাহাড়)।

সওর পাহাড়ের গুহায় অবস্থান ঃ

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকরসহ সওর পাহাড়ের একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন।

এইদিকে কুরাইশ যুবকরা ভোর অবধি হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসার অপেক্ষা করিল। শেষ পর্যন্ত তাহারা যখন জানিতে পারিল যে, তাঁহার বিছানায় হযরত আলী (রাঃ) শুইয়া আছেন, তখন তাহারা হতভম্ব হইয়া গেল। কাল বিলম্ব না করিয়া তাহারা চতুর্দিকে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোঁজে নিজেদের চর প্রেরণ করিল। কেহ কেহ তাঁহার পদ-চিহ্ন ধরিয়া খোঁজ করিতে করিতে ঠিক ঐ গুহার নিকট পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেল। সামান্য একটু নুইয়া তাকাইলেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরিষ্কার দেখিতে পাইত। এই সময় হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) বিচলিত হইয়া উঠিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বলিলেন, "ভয় করিও না। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সাথে রহিয়াছেন।" পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলারই মহিমা যে, কাফেরদের দৃষ্টি ঐ গুহা হইতে অন্য দিকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল এবং কেহই এতটুকু ঝুঁকিয়া দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিল না; বরং তাহাদের সব চাইতে ধূর্ত ব্যক্তি উমাইয়া ইবনে খালাফ বলিয়া উঠিল, "এখানে তাঁহার থাকা অসম্ভব।" কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার ইঙ্গিতে এই গুহার প্রবেশ পথে রাতারাতি মাকড়শা জাল বুনিয়া রাখিয়াছিল এবং বন্য-কবুতর[১] কোথা হইতে আসিয়া বাসা তৈরী করিয়া ফেলিয়াছিল।

টিকা

১· হযরত সুহাইল (রাহঃ) বলেন, হেরেমে শরীফের কবুতরসমূহের বংশপরম্পরা সেই কবুতর হইতেই শুরু হয়। —সীরাতে মোগলতাঈ

www.e-ilm.weebly.com

রাসূলে খোদা (দঃ) আর সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) এই গুহায় একটানা তিন রাত আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। এমনকি অন্বেষণকারীরা নিরাশ হইয়া গেল।

এই তিন দিনই প্রত্যহ রাতের অন্ধকারে সিদ্দীকে আকবরের (রাঃ) পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ গোপনে তাঁহাদের কাছে আগমন করিতেন এবং ভোর হওয়ার পূর্বেই মক্কায় ফিরিয়া যাইতেন। সারা দিন কুরাইশদের সংবাদাদি সংগ্রহ করিয়া রাত্রে তাহা হুযূর (দঃ)-এর সামনে বর্ণনা করিতেন। অপর দিকে তাঁহার বোন হযরত আস্‌মা বিনতে আবি বকর (রাঃ) প্রত্যহ রাত্রে তাঁহাদিগকে খাবার পৌঁছাইয়া দিতেন। যেহেতু আরবরা ছিল পদচিহ্ন বিশারদ, সুতরাং যাহাতে পদচিহ্নসমূহ মুছিয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে হযরত আব্দুল্লাহ্ প্রত্যহ ঐ গুহা পর্যন্ত বকরীগুলিকে চরাইতে লইয়া যাওয়ার জন্য তাঁহার গোলামকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন।

সওর গিরিগুহা হইতে মদীনা যাত্রা ঃ

সওর পাহাড়ের গুহায় অবস্থানের তৃতীয় দিন ৪ঠা রবিউল আউয়াল[১] রোজ সোমবার হযরত সিদ্দীকে আকবরের আযাদকৃত গোলাম আমের ইবনে ফুহাইর সেই উষ্ট্রী দুইটি লইয়া উপস্থিত হইলেন, যেগুলি এই সফরের জন্যই হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উরাইকীতও আসিলেন, যাঁহাকে তিনি পথ-প্রদর্শক হিসাবে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সঙ্গে নিয়াছিলেন।

নবী করীম (দঃ) একটি উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করিলেন এবং হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) দ্বিতীয়টির উপর। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) খেদমতের জন্য আমের ইব্‌নে ফুহাইরকেও নিজের সাথে বসাইয়া লইলেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে উরাইকীত পথ-প্রদর্শনের জন্য আগে আগে চলিতেছিলেন। —সীরাতে হালবিয়া

সুরাকা ইব্‌নে মালেকের অশ্ব
মৃত্তিকা-গর্ভে ধ্বসিয়া যাওয়া ঃ

হুযূর (দঃ) মদীনার পথে আগাইয়া চলিয়াছেন। এমন সময় কুরাইশী দূতগণের মধ্যে সুরাকা ইবনে মালেক হুযূর (দঃ)-কে তালাশ করিতে করিতে সেখান পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেল। সে যখন হুযূর (দঃ)-এর নিকটবর্তী হইল, তখন তাহার ঘোড়াটি গুরুতরভাবে হোঁচট খাইলে সে ঘোড়ার পিঠ হইতে পড়িয়া গেল। কিন্তু সে পুনরায় ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করিয়া হুযূর (দঃ)-এর পিছনে ধাওয়া করিল এবং এত

টিকা

১। যাহা নবী করীম (দঃ)-এর জন্ম-তারিখ হইতে ৫৩ (তিপ্পান্ন) বৎসর এবং নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় হইতে ১৩ (তের) বৎসর হয়।

www.e-ilm.weebly.com

নিকটে গিয়া পৌঁছিল যে হুযূর (দঃ)-এর কোরআন তেলাওয়াতের আওয়ায পর্যন্ত সে শুনিতে পাইতেছিল। তখন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) বারবার পিছন ফিরিয়া তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন। কিন্তু নবী করীম (দঃ) তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। যখন সে একেবারে কাছে আসিয়া গেল, তখন তাহার ঘোড়ার চারিটি পা-ই শুষ্ক ও শক্ত মাটিতে হাঁটু পর্যন্ত ঢুকিয়া গেল এবং সুরাকা আবারও মাটিতে ছিটকাইয়া পড়িল।

সে ঘোড়াটিকে বাহির করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিল কিন্তু ব্যর্থ হইল। অবশেষে বাধ্য হইয়া সে হুযূর (দঃ)-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। তিনি থামিয়া গেলেন এবং তাঁহার বরকতে ঘোড়াটি মাটির ভিতর হইতে উঠিয়া আসিল। —সীরাতে মোগলতাঈ

ঘোড়াটির পা যখন মাটির ভিতর হইতে বাহির হইল, তখন উহার পায়ের গহ্বর হইতে ধোঁয়া নির্গত হইতে দেখা গেল। ইহা দেখিয়া সুরাকা আরো বেশী হতভম্ব হইয়া পড়িল এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে তাহার সমুদয় পাথেয় সামগ্রী, উপস্থিত আসবাবপত্র, উট প্রভৃতি হুযূর (দঃ)-এর খেদমতে পেশ করিতে লাগিল। হুযূর (দঃ) তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, "যেহেতু তুমি ইস্‌লাম গ্রহণ কর নাই, তাই আমি তোমার মাল গ্রহণ করিতে পারি না। তবে এতটুকুই যথেষ্ট যে, তুমি আমাদের অবস্থান কাহাকেও বলিবে না।" সুরাকা সেদিক হইতে ফিরিয়া আসিল এবং যে পর্যন্ত হুযূর (দঃ)-এর ক্ষতির আশঙ্কা ছিল সে কাহারও নিকট এই ঘটনা প্রকাশ করে নাই। —হালবীয়া ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৬

সুরাকার মুখে নবী করীম (দঃ)-এর নবুওয়তের স্বীকারোক্তিঃ

কিছুদিন পর সুরাকা আবু জাহ্‌লের নিকট উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিল এবং কয়েকটি পঙ্‌ক্তি[১] আবৃত্তি করিল যাহার অনুবাদ নিম্নরূপঃ

টিকা

أَبَاحَكَمٍ وَاللَّاتِ لَوْكُنْتَ شَاهِدًا ÷ لِأَمْرِجَوَادِ إِذْتَسُوْخُ قَوَائِمُهُ

عَجِبْتَ وَلَمْ تَشْكُكْ بِأَنَّ مُحَمَّدًا ÷ نَبِيٌّ وَبُرْهَانٌ فَمَنْ ذَايُقَاوِمُهُ

عَلَيْكَ بِكَفِّ النَّاسِ عَنْهُ فَإِنَّنِيْ ÷ أَرَى أَمْرَهُ يَوْمًاسَتَبْدُوْ مَعَالِمُهُ

بِأَمْرٍ يَوَدُّ النَّاسُ فِيْهِ بِأَسْرِهِمْ ÷ لَوْبَانَ جَمِيْعُ النَّاسِ طُرًّ يُسَالِمُهُ

১. আসল কবিতা এইগুলি নহে। এই কবিতাগুলি সীরাতে মোগলতাঈ গ্রন্থে ত্রুটিযুক্ত ছিল। রাওযুল্-উন্‌স গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা হইতে এইগুলিকে সংশোধন করা হইয়াছে।

www.e-ilm.weebly.com

"হে আবু হিকাম![1] দেবতা লাত-এর কসম খাইয়া বলিতেছি, তুমি যদি সেই ঘোড়াটির পা হাঁটু-পর্যন্ত যমীনে ঢুকিয়া পড়ার দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে, তাহা হইলে মুহাম্মদ (দঃ)-যে আল্লাহ্‌র রাসূল, সে ব্যাপারে তোমার সন্দেহের কোন অবকাশই থাকিত না। আমার মতে তাঁহার বিরোধিতা হইতে স্বয়ং তোমাদের নিজেদের বিরত থাকা এবং অন্যাদেরকেও বিরত রাখা অবশ্য কর্তব্য। কেননা, আমার দৃঢ়-বিশ্বাস, কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার বিজয়ের নিদর্শনসমূহ ভাস্বর হইয়া উঠিবে আর তখন সকল মানুষই কামনা করিবে যে, যদি আমরা তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া লইতাম তাহা হইলে কতই না ভাল হইত।"

নবী করীম (দঃ)-এর মো'জেযা,

স্বামীসহ উম্মে মা'বাদের ইস্‌লাম গ্রহণঃ

মদীনার পথে নবী করীম (দঃ) উম্মে মা'বাদ বিনতে খালেদ নাম্নী জনৈকা মহিলার বাড়ীর পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। তাহার যে বকরীগুলি আগে দুধ দিত না, হুযূর (দঃ) সেগুলির স্তনে হাত বুলাইয়া দিলে তাহা দুধে ভরিয়া উঠিল। হুযূর (দঃ) নিজেও তাহা পান করিলেন এবং তাঁহার সফর-সঙ্গীগণকেও পান করাইলেন। আর এই বরকত তেমনিভাবে অব্যাহত রহিল। হুযূর (দঃ) বিদায় নেওয়ার পর উম্মে মা'বাদের স্বামী বাড়ী ফিরিলেন এবং বকরীর দুগ্ধ সম্পর্কিত এই আশ্চর্য ঘটনা দেখিয়া হতবাক হইয়া গেলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উম্মে মা'বাদ বলিলেন, "একজন অত্যন্ত শরীফ ও মহান যুবক আজ আমাদের এখানে কিছু সময়ের জন্য অতিথি হইয়াছিলেন। এইসব তাঁহারই পবিত্র হাতের বরকত বটে।" তাহার স্বামী ইহা শুনিয়া বলিলেন, "আল্লাহ্‌র কসম! ইঁহাকে তো মক্কাবাসী সেই বুযুর্গ বলিয়াই মনে হইতেছে।" এক রেওয়ায়তে আছে, ইহার পর এই বেদুইন-দম্পতিও হিজরত করিয়া মদীনায় চলিয়া যান এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।

কুবায় অবতরণঃ

এখান হইতে রওয়ানা হইয়া তিনি কুবায় পৌঁছিলেন (ইহা মদীনার অদূরে একটি স্থান)। আনসারগণের নিকট যখন হুযূর (দঃ)-এর শুভাগমনের সংবাদ পৌঁছিল, তখন হইতে প্রত্যহ তাঁহার সম্বর্ধনার উদ্দেশ্যে তাহারা মহল্লা হইতে বাহিরে

টিকা

১· আবু জাহ্‌লের উপাধি সমগ্র আরবে 'আবু-হেকাম' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু কঠোর ইসলাম বিদ্বেষী হওয়ার কারণে তাহাকে আবু জাহ্‌ল উপাধি প্রদান করা হয়। এই ব্যাপারটি জনৈক ব্যক্তি কবিতার ভাষায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেনঃ

اَلنَّاسُ كَنَّاهُ اَبَاحَكَمٍ ÷ وَاللّٰهُ كَنَّاهُ اَبَاجَهْلٍ

www.e-ilm.weebly.com

চলিয়া আসিতেন। সেদিনও তাহারা যথারীতি অপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তখন হঠাৎ এক আওয়ায শোনা গেল যে, এতদিন তাহারা যাঁহার অপেক্ষায় ছিলেন তিনি তশ্রীফ আনয়ন করিয়াছেন। মহানবী (দঃ)-কে তশ্রীফ আনিতে দেখিয়া সকলেই বিপুল উদ্দীপনার সহিত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিলেন। হুযূর (দঃ) এবং তাঁহার সহচরগণ কুবায় ১৪ দিন[১] অবস্থান করিলেন। এই সময় তিনি কুবায় একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। ইহাই সর্বপ্রথম মসজিদ, যাহা ইসলাম প্রচারিত হওয়ার পর নির্মিত হয়।

হযরত আলীর হিজরত এবং কুবায় মিলনঃ

যেহেতু নবী করীম (দঃ)-এর আমানতদারী কাফিরদের মাঝেও স্বীকৃত ছিল, কাজেই প্রায়শঃই তাঁহার নিকট লোকজনের আমানত গচ্ছিত থাকিত। হিজরতের সময় তিনি হযরত আলীকে সে কারণেই মক্কায় রাখিয়া আসিয়াছিলেন যে, তাঁহার নিকট জনগণের গচ্ছিত আমানতসমূহ মানুষের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া তিনিও যেন তাঁহার পরে মদীনায় পৌঁছিয়া যান।

ইস্লামী তারিখের সূচনাঃ

এই সময় নবী করীম (দঃ)-এর নির্দেশে হযরত ওমর (রাঃ)[২] ইস্লামী দিন-পঞ্জিকার সূচনা করেন এবং "মুহাররম" মাসকে ইহার প্রথম মাস নির্ধারণ করেন।

নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র মদীনায় প্রবেশঃ

রবিউল আউয়াল মাসের জুম'আর দিন কুবা হইতে বিদায় নিয়া নবী করীম (দঃ) পবিত্র মদীনার দিকে রওয়ানা হইলেন। মদীনাবাসীগণ আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া হুযূর (দঃ)-এর সওয়ারী ঘিরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহাদের কেহবা পদব্রজে আবার কেহবা কোন বাহনে আরোহণ করিয়া পথ চলিতেছিলেন। হুযূর (দঃ)-এর উষ্ট্রীর লাগাম ধরিয়া টানিবার জন্য প্রত্যেকেই সম্মুখে আগাইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। হুযূর (দঃ) যেন তাহার বাড়ীতেই অবস্থান করেন—ইহাই ছিল প্রতিটি আনসারীর মনের বাসনা। মহিলা ও শিশুরা আনন্দের গান গাহিতেছিল। যেহেতু দিনটি ছিল জুম'আর দিন। তাই, বনী সালেম ইবনে আউফের বসতির নিকট জুম'আর নামাযের সময় হইয়া গেলে হুযূর (দঃ) সওয়ারী হইতে অবতরণ

টিকা

১· কুবায় অবস্থানের সময়কাল সম্পর্কে আরো বিভিন্ন বর্ণনা রহিয়াছে। তিনদিন, চারদিন, পাঁচদিন এবং কোন কোন বর্ণনায় বাইশ দিনেরও উল্লেখ রহিয়াছে। —সীরাতে মোগলতাঈ পৃষ্ঠা ৩৬

২· শেখ জালালউদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) তাঁহার "الشماريخ فى علم التاريخ" গ্রন্থে ইহাকেই সমর্থন করিয়াছেন।

www.e-ilm.weebly.com

পড়িয়া জুম'আর নামায আদায় করিলেন এবং পুনরায় সওয়ার হইয়া সামনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এখন যে আনসারীর বাড়ীই সামনে পড়িত তিনি তাহার বাড়ীতেই অবস্থান করিবার জন্য হুযূর (দঃ)-কে অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন। কিন্তু হুযূর (দঃ) বলিতেছিলেন, "তোমরা আমার উষ্ট্রীটিকে নিজের মনে চলিতে দাও, এটি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে আদিষ্ট রহিয়াছে। যে জায়গায় অবস্থানের জন্য ইহাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে সেখানে পৌঁছিয়া সে নিজেই থামিয়া যাইবে। সুতরাং উটনীটি তেমনিভাবে আপন মনে চলিতে লাগিল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর মাতুল বংশ বনী-আদী ইবনে নাজ্জারের এলাকায় হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাঃ)-এর বাড়ীর সামনে গিয়া উটনীটি বসিয়া পড়িল। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু আইয়ূব আনসারীর মেহমান হইলেন এবং বেশ কিছু দিন তাঁহার গৃহেই অবস্থান করিলেন।

মস্‌জিদে নববী নির্মাণঃ

তখনও পর্যন্ত মদীনায় কোন মসজিদ ছিল না। যেখানেই সুযোগ হইত সেখানেই নামায আদায় করা হইত। ইহার পর ঐ জায়গাটি খরিদ করা হইল যেখানে উষ্ট্রীটি বসিয়াছিল। আর সে জায়গায়ই মসজিদে নববী নির্মাণ করা হইল।[১] ইহার দেওয়ালসমূহ ছিল কাঁচা ইটের তৈরী, খুঁটি ছিল খেজুর বৃক্ষের আর ছাদ ছিল খেজুর শাখা দ্বারা নির্মিত। তখন কেবলার রুখ ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে।

মসজিদের সঙ্গে দুইটি প্রকোষ্ঠও তৈরী করা হইল। একটি হযরত আয়েশার জন্য এবং অন্যটি হযরত সাওদার জন্য। ইহার পর নবী করীম (দঃ) তাঁহার পরিবার

টিকা

১· ইহার পর হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহার খিলাফতকালে আরো জায়গার সম্প্রসারণ করেন। কিন্তু নির্মাণশৈলী আগের মতই বহাল রাখেন। ইহার পর হযরত উসমান (রাঃ) তাঁহার খিলাফতকালে ইহাতে বিরাট পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করেন। জায়গা অনেক বাড়াইয়া দেন এবং দেওয়ালসমূহ নকশাযুক্ত পাথর ও রূপার কারুকার্য দ্বারা, থামসমূহ নকশাযুক্ত পাথর আর ছাদ শাল কাঠ দ্বারা তৈরী করেন। ইহার পর হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রাঃ) অলীদ ইবনে আব্দুল মালেকের খিলাফতকালে তদীয় নির্দেশে মসজিদের আরো পরিবর্ধন করেন এবং আযওয়াজে মুতাহহারাত্গণের (পবিত্র সহধর্মিনীদের) বাসস্থানসমূহকে ইহার মধ্যে শামিল করিয়া দেন। ইহার পর ১৬০ হিজরীতে খলীফা মাহ্দী এবং ২০২ হিজরীতে খলীফা মামুন ইহাতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন এবং ইহার ভিত্তিকে অতিশয় মযবুত করিয়া দেন।

—সীরাতে মোগলতাঈ পৃষ্ঠা ৩৭

ইহার পর উসমানী খলীফাগণ ইহা অতি সুন্দর ও মনোরম করিয়া নির্মাণ করেন—যাহা অদ্যাবধি বহাল রহিয়াছে।

www.e-ilm.weebly.com

পরিজনকে মদীনায় নিয়া আসার জন্য একজন লোককে মক্কায় প্রেরণ করেন। ঐ সময় হযরত আবুবকর রাযিআল্লাহু আন্হুও তাঁহার পরিবার পরিজনকে মদীনায় আনাইয়া নিলেন।

সুতরাং নবী-সহধর্মিণী হযরত সাওদা (রাঃ) এবং নবী-দুহিতা হযরত ফাতেমা ও উম্মে কুলসুম (রাঃ) মদীনায় আসিয়া গেলেন। তৃতীয় কন্যা হযরত যয়নাবকে তাঁহার স্বামী আবুল আস্ (যিনি তখনও মুসলমান হন নাই) আটকাইয়া রাখিলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবরের পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ তাঁহার মাতা এবং উভয় বোন হযরত আয়েশা (রাঃ) ও আস্মা (রাঃ)-কে সঙ্গে লইয়া মদীনায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

এখন শারীরিকভাবে ভ্রমণ করিতে অক্ষম এইরূপ কতিপয় মুসলমানই শুধু মক্কায় অবশিষ্ট রহিয়া গেলেন। এমনকি এই অক্ষমদের মধ্য হইতেও কেহ কেহ মদীনার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু পথিমধ্যেই তাঁহাদের ওফাত হইয়া গিয়াছিল।

প্রথম হিজরী

[ইসলামে জিহাদের অনুমোদন ও নির্দেশ]

সারিয়াহ্-এ-হাম্যা (রাঃ) ও সারিয়াহ্-এ-উবায়দা (রাঃ)ঃ

নবী করীম (দঃ)-এর ৫৩ বৎসরের সংক্ষিপ্ত জীবন-চিত্র পাঠকের সামনে আসিয়া গিয়াছে। এই পর্যায়ে কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণসহ পৃথিবীতে ইসলামের প্রচার ও প্রসার কেমন করিয়া হইয়াছে তাহাও মোটামুটি জানা গিয়াছে। হিজরতের পূর্বপর্যন্ত এই যে প্রতিটি শ্রেণী ও গোত্রের হাজার হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করিয়া এমন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাহারা ইসলাম এবং ইসলামের নবীকে নিজেদের সহায়-সম্পত্তি, বাপ-দাদা, স্ত্রী-সন্তান অপেক্ষা বরং নিজেদের প্রাণের চাইতেও অধিক প্রিয় মনে করিতে লাগিয়াছিলেন, তাঁহাদের ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার কারণ কি ছিল? রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জোর জবরদস্তি, ধন-সম্পদের লোভ, সম্মান প্রতিপত্তির মোহ অথবা কোন সশস্ত্র বাহিনীর তরবারীর ভয় তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিল, নাকি এর পশ্চাতে অন্য কোন কারণ ছিল?

কিন্তু যখন এই নিরক্ষর নবী (দঃ) [তাঁহার উপর আমার মাতা-পিতা উৎসর্গ হউন]-এর পবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবনের করুণ অবস্থাসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তখন দ্ব্যর্থহীনভাবেই এই সমস্তের নেতিবাচক উত্তর পাওয়া যায়। আর ইহা অত্যন্ত প্রকাশ্য সত্য যে, সেই এতীম সন্তানটি যাঁহার পিতার স্নেহচ্ছায়া পৃথিবীতে

www.e-ilm.weebly.com

আগমনের পূর্বেই তাঁহার মাথার উপর হইতে উঠিয়া গিয়াছিল, যাঁহাকে শৈশবের ৬য় বৎসর বয়সে জননীর স্নেহ-মমতার ক্রোড় হইতেও বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল, যাঁহার গৃহে মাসের পর মাস চুলায় আগুন জ্বালাইবার সুযোগ পর্যন্ত আসিত না, যাঁহার পরিবার-পরিজন কোনদিন পেট ভরিয়া খাইতে পর্যন্ত পাইত না, যাঁহার হাতেগনা গুটিকতক আত্মীয়-স্বজনও একটি মাত্র সত্যের বাণী উচ্চারণ করার অপরাধে শুধু যে তাঁহার নিকট হইতে দূরেই সরিয়া গিয়াছিল তাহাই নহে, বরং তাঁহার কঠিন শত্রুতে পরিণত হইয়াছিল, তিনি কি কাহারও উপর রাজত্ব কায়েম করার লোভ করিতে পারেন অথবা ধন-সম্পদের লোভ দেখাইয়া বা তরবারীর জোরে কাহাকেও স্বীয় মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন? এতদ্ব্যতীত ইতিহাসের বিরাট দফতর আমাদের সামনে পড়িয়া রহিয়াছে যাহাতে সর্বসম্মতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে যে, নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র জীবনের এই ৫৩টি বৎসর এমনভাবে অতিবাহিত হইয়াছে যে, প্রথম জীবনের সহায় সম্বলহীনতা ও অসহায়ত্বের পরে যখন ইসলাম অনেকটা প্রকাশ্য-শক্তির অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিল এবং অনেক বড় বড় বীর যোদ্ধা ও শক্তিশালী সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তখনও ইসলাম কোন কাফেরের গায়ে হাত উঠায় নাই বরং অত্যাচারীদের অত্যাচারেরও কোন জবাব পর্যন্ত দেয় নাই।

অথচ মক্কার কাফেরদের পক্ষ হইতে শুধু নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই নহেন; বরং তাঁহার সকল আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব ও অনুসারী-অনুরাগীগণের উপর এমন অকথ্য নির্যাতন চালানো হইয়াছে যাহা বলিয়া অথবা লিখিয়া প্রকাশ করা সম্ভব নহে।

সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী কুরাইশ কাফেররা হুযূর (দঃ)-এর প্রতি নির্যাতনে, এমনকি তাঁহাকে হত্যা করার ব্যাপারে সম্ভাব্য কোন চেষ্টা বাকী রাখে নাই। যেমনঃ দীর্ঘ তিন তিনটি বৎসর নবী করীম (দঃ)-কে তাঁহার সকল অনুসারী ও অনুরাগীগণসহ অবরুদ্ধ করিয়া রাখা, নবী করীম (দঃ)-এর সহিত কুরাইশদের পূর্ণাঙ্গ সম্পর্কচ্ছেদ, তাঁহাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র ও সাহাবা কেরামের প্রতি বিভিন্ন প্রকার নির্যাতন ইত্যাদি যাহা আপনারা অবগত হইয়াছেন।

এই সমস্ত কিছু সত্ত্বেও কোরআন তাহার অনুসরণকারীগণকে ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বন ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র ব্যবহারেরই অনুমতি দিতেছিল না। অবশ্য তখন যে জেহাদের নির্দেশ ছিল, তাহা হইলঃ কাফেরদেরকে কৌশল[১] ও উপদেশমূলক

টিকা

১· পবিত্র কুরআনের আয়াত

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ এর মর্মার্থ ইহাই।

www.e-ilm.weebly.com

কথাবার্তার মাধ্যমে স্বীয় প্রভুর দিকে আহ্বান করো, আর যদি পারস্পরিক বিতর্কের উদ্ভব হয়, তাহা হইলে উত্তম কৌশল এবং নম্র কথার মাধ্যমে তাহাদের মোকাবিলা করো এবং কোরআনের প্রকাশ্য দলীল[১] প্রমাণাদির মাধ্যমেই তাহাদের সহিত পূর্ণ জেহাদ করো যেন তাহারা সত্যকে অনুধাবন করিতে সক্ষম হয়।

এই সময় পর্যন্ত যে হাজার হাজার মানুষ ইসলামের বলয়ভুক্ত হইয়া সর্ব-প্রকার নির্যাতনের শিকারে পরিণত হইতে সম্মত হইয়াছিলেন, বলাই বাহুল্য ঃ তাহারা দুনিয়ার কোন লোভ-লালসা অথবা রাষ্ট্রীয় শক্তিপ্রয়োগ কিংবা তরবারীর জোরে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হইতে পারেন না। এই প্রকাশ্য বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করার পরেও কি তাহারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট লজ্জিত হইবে না, যাহারা ইসলামের প্রকৃত বাস্তবতার উপর পর্দা নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে বলিয়া বেড়ায় যে, ইস্‌লাম তরবারীর জোরে প্রচারিত ও প্রসারিত হইয়াছে? তাহারা কি এই প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারিবে যে, ঐ সমস্ত তরবারী চালনাকারীর উপরে কে তরবারী চালনা করিয়াছিল—যাহারা শুধু মুসলমানই হন নাই; বরং ইসলামের প্রয়োজনে তরবারী ধারণ করিতে এবং নিজেদের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না? তাহারা কি বলিতে পারে, হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ), ফারূকে আযম (রাঃ), উসমান গণী (রাঃ) আর আলী মুর্তাযা (রাঃ)-এর উপরে কে তরবারী চালাইয়া তাঁহাদিগকে মুসলমান বানাইয়াছিল? হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ), হযরত উনায়স (রাঃ) এবং তাঁহার গোত্রকে কে বাধ্য করিয়াছিল যে, তাহারা সবাই আসিয়া ইসলামে প্রবেশ করিয়াছিলেন? নাজরানের খৃষ্টানগণের উপর কে বলপ্রয়োগ করিয়াছিল যে, তাহারা মক্কায় আসিয়া স্বেচ্ছায় মুসলমান হইয়া গেলেন? যামাদ আযদীকে কে বাধ্য করিয়াছিল? তোফায়ল ইবনে আমর দূসী (রাঃ) এবং তাঁহার গোত্রের লোকদের উপর কে তরবারী চালনা করিয়াছিল? বনী আব্দুল আশ্‌হাল গোত্রের উপরে কে চাপসৃষ্টি করিয়াছিল? মদীনার সমস্ত আনসারের উপর কে শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল যে, তাঁহারা শুধু ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; বরং নবী করীম (দঃ)-কে নিজেদের দেশে ডাকিয়া আনিয়া সমস্ত যিম্মাদারী স্বীয় মাথায় তুলিয়া লইলেন এবং নিজেদের জান-মাল তাঁহার জন্য উৎসর্গ করিয়া দিলেন? বুরায়দা আসলামীকে কে বাধ্য করিয়াছিল যে, তিনি ৭০ জন লোকের বিরাট কাফেলাসহ মদীনার পথে হুযূর (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হন এবং স্বেচ্ছায় ও স্বোৎসাহে মুসলমান হইয়া গেলেন? হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর উপর কোন্

টিকা

১· কোরআনের আয়াত وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا এর মর্মার্থও ঠিক ইহাই।

www.e-ilm.weebly.com

তরবারী চালিত হইয়াছিল যে, তিনি তাহার বাদশাহী ও দোর্দণ্ড প্রতিপত্তি সত্ত্বেও হিজরতের পূর্বেই মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন? আবু হিন্দ, তামীম, নাঈম প্রমুখের উপর কে শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল যে, তাহারা সুদূর সিরিয়া হইতে সফর করিয়া নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে উপনীত হইলেন এবং তাঁহার গোলামী বরণ করিয়া লইলেন? এমনি ধরনের শত শত ঘটনায়[১] ইতিহাসের পাতা পরিপূর্ণ হইয়া আছে। এগুলি এমন অনস্বীকার্য বাস্তব যাহা প্রত্যক্ষ করার পর প্রত্যেকটি মানুষ এই বিশ্বাস পোষণ না করিয়া থাকিতে পারে না যে, "ইসলাম স্বীয় মহিমা প্রচারে কদাচ তরবারীর মুখাপেক্ষী[২] ছিল না।"

ইস্লাম স্বীয় প্রচারে তরবারীর মুখাপেক্ষী নহেঃ

জিহাদ ফরয হওয়ার উদ্দেশ্য কস্মিনকালেও এই হইতে পারে না যে, মানুষের গলায় তরবারী রাখিয়া তাহাদিগকে মুসলমান হইতে বাধ্য করা হইবে অথবা তাহাদিগকে কোন বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করানো হইবে। জিহাদের সাথে সাথে জিযিয়া[৩] করের নির্দেশ এবং কাফেরদিগকে যিম্মী ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করিয়া ঠিক মুসলমানদের মতই তাহাদের জান মালের হেফাযত সংক্রান্ত ইসলামী বিধানসমূহ নিজেই ইহার সাক্ষ্য বহন করে যে, জিহাদ ফরয হওয়ার পরও ইসলাম কখনও কোন কাফেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করে নাই। তাই যে কোন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য হইল তিনি যেন শান্ত মনে চিন্তা করেন যে, ইসলামে কি উদ্দেশ্যে এবং কি কি উপকারিতার জন্য জিহাদ ফরয করা হইয়াছে। তাহা হইলে তিনি বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইবেন যে, যেমন সেই ধর্মমতকে পূর্ণাঙ্গ মনে করা যায় না, যেটি মানুষের গলায় ফাঁস লাগাইয়া বল প্রয়োগের মাধ্যমে তাহার অনুসারী বানাইয়াছে তেমনিভাবে সেই ধর্মও পরিপূর্ণ নহে, যাহাতে রাজনীতির স্থান নাই এবং সেই রাজনীতিও পূর্ণাঙ্গ নহে যাহার সহিত তরবারীর সম্পর্ক নাই।

টিকা

১. এই সমস্ত ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে "রিসালায়ে হামীদিয়া" পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে।

২. পাঠক যদি বাস্তবতার নিরীখে বিশুদ্ধ ও নির্ভুলভাবে পৃথিবীর বুকে ইসলাম কেমন করিয়া প্রচারিত ও প্রসারিত হইয়াছে—তাহা জানিতে চাহেন তাহা হইলে মেহেরবানী করিয়া দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান রচিত "এশায়াতে ইস্লাম" নামক পুস্তকখানা অধ্যয়ন করিবেন।

৩. সেই কর যাহা কাফেরদের নিকট হইতে তাহাদের নিরাপত্তার বিনিময়ে গ্রহণ করা হয় তাহাকে জিযিয়া বা সামরিক কর বলা হয়।

www.e-ilm.weebly.com

রাজনীতিবিবর্জিত ধর্ম ও অস্ত্রবিবর্জিত রাজনীতি পূর্ণাঙ্গ নহেঃ

সেই চিকিৎসক নিজের পেশায় কখনও দক্ষ হইতে পারে না, যে শুধু মলম লাগাইতেই কিংবা ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে জানে, কিন্তু গলিত ও অকেজো অঙ্গসমূহের অস্ত্রোপচার করিতে জানে না।

کوئی عرب کے ساتـه هو یا هو عجم کے ساتـه

کچه بهی نهي هےتیغ نه هو جب قلم کے ساته

"আরব বা অনারব যে জোটেই থাক

তরবারী কলমের সাথে সাথে রাখ।"

খুব ভাল করিয়া অনুধাবনের চেষ্টা কর যে, যখন পৃথিবীর সারাটা দেহ জুড়িয়া শিরকের বিষাক্ত রোগ-জীবাণু ছড়াইয়া পড়িল এবং সেটি একটি ব্যাধিগ্রস্ত দেহের মত হইয়া পড়িল, তখন পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা ইহাকে ব্যাধি-মুক্ত করিবার লক্ষ্যে একজন সংস্কারক এবং দরদী চিকিৎসক [মুহাম্মদ (দঃ)]-কে প্রেরণ করিলেন। তিনি তাঁহার জীবনের ৫৩টি বৎসর বিরামহীনভাবে ইহার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও প্রতিটি শিরা-উপশিরা নিরাময় করিয়া তোলার জন্য চিন্তা ভাবনা ও চেষ্টা সাধনা করিলেন। ফলে, সংশোধনযোগ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ সুস্থ হইয়া উঠিল; কিন্তু কোন কোন অঙ্গ যেগুলি সম্পূর্ণভাবে পচিয়া গিয়াছিল এবং সেগুলির সংশোধনের কোন উপায়ই অবশিষ্ট রহিল না বরং প্রতি মুহূর্তে ইহাদের বিষক্রিয়া সমগ্র দেহে সংক্রমিত হইয়া পড়ার আশঙ্কা দেখা দিল, তখন অপারেশনের মাধ্যমে ঐ ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গসমূহকে কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়াই ছিল করুণা ও প্রজ্ঞার তাগিদ। ইহাই জেহাদের তাৎপর্য এবং ইহাই ছিল সকল আক্রমনাত্মক আর প্রতিরোধমূলক অভিযানের উদ্দেশ্য।

এই কারণেই সমরক্ষেত্রে তুমুল যুদ্ধ চলাকালেও ইসলাম তাহার প্রতিপক্ষের শুধু সেই সমস্ত লোককে হত্যা করার অনুমতি প্রদান করিয়াছে যাহাদের ব্যাধি ছিল সংক্রামক। অর্থাৎ, যাহারা স্বভাবগতভাবে অন্যকেও ইসলামের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিতেছিল অর্থাৎ, যাহারা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবার পরিকল্পনা করিত এবং প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইত। কিন্তু তাহাদের সহিত সম্পর্কযুক্ত নারী, শিশু এবং সেই সকল বৃদ্ধ ও ধর্মীয় পণ্ডিতবর্গ—যাহারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিত না—তাহারা তখনও মুসলমানদের তরবারী হইতে নিরাপদ ছিল। এমনকি যে সকল লোক কোন চাপের মুখে বাধ্য হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিত তাহারাও মুসলমানদের হাত হইতে নিরাপদ ছিল। হযরত ইক্‌রামা (রাঃ) বলেন, "বদরের যুদ্ধে নবী করীম (দঃ)

www.e-ilm.weebly.com

নির্দেশ দিয়াছিলেন, যদি বনু-হাশেম গোত্রের কোন লোক তোমাদের সম্মুখে আগমন করে, তবে তাহাকে হত্যা করিও না। কারণ, সে স্বেচ্ছায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই; বরং তাহাকে জোর করিয়া আনা হইয়াছে।

—কান্‌যুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭২

বস্তুতঃ রনাঙ্গনে উপস্থিত ও সরাসরি যুদ্ধে লিপ্তদের মধ্য হইতেও যথাসম্ভব সেই সকল লোককে রক্ষা করা হইত যাহাদের সৎস্বভাব ও উত্তম ব্যবহার সম্পর্কে নবী করীম (দঃ) অবহিত হইতেন। নিম্নের ঘটনাটি আমাদের এই দাবীর স্বপক্ষে প্রত্যক্ষ্য প্রমাণ বহন করেঃ

৮ম হিজরী সালে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে মদীনা হইতে মক্কার পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন পথে জনৈক বেদুইন সর্দার তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইল এবং সে হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জেহাদকেও জাহেলীয়াত যুগে আরবদের যুদ্ধ-বিগ্রহের সহিত তুলনা করিয়া নিবেদন করিল যে, আপনি যদি সুন্দরী নারী আর লাল রঙ্গের উট পাইবার আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহা হইলে বনু-মুদাল্লাজ গোত্রের উপর আক্রমণ করুন। (কেননা, তাহাদের মধ্যে এই দুইটি প্রচুর পরিমাণে মওজুদ আছে)। কিন্তু এখানে যুদ্ধ আর সন্ধির উদ্দেশ্যই ছিল অন্য রকম। কাজেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ্ পাক আমাকে বনী মুদাল্লাজ গোত্রকে আক্রমণ করিতে একারণে নিষেধ করিয়াছেন যে, তাহারা পরস্পর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।

—এহ্‌ইয়াউল্‌-উলুম

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, "একদা নবী করীমের (দঃ) নিকট সাতজন যুদ্ধবন্দীকে উপস্থিত করা হইলে হুযূর (দঃ) ইহাদিগকে হত্যা করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন। ঠিক এমনি সময় হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আগমন করিলেন এবং হুযূর (দঃ)-কে বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ছয় জনের ব্যাপারে এই নির্দেশই বহাল রাখুন, কিন্তু ঐ একটি লোককে মুক্ত করিয়া দিন। হুযূর (দঃ) ইহার কারণ জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, সে উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং দানশীল। নবী করীম (দঃ) বলিলেন, আপনি কি নিজের পক্ষ হইতে এই সুফারিশ করিতেছেন, না ইহা আল্লাহ্ তা'আলারই আদেশ? জিব্রাঈল (আঃ) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলাই আমাকে ইহার আদেশ প্রদান করিয়াছেন।"

—কান্‌যুল উম্মাল, পৃষ্ঠা ১৩৫; ইবনুল্‌জাওযী

ইসলামী জিহাদ তথাকথিত সভ্যতার দাবীদার ইউরোপীয় জাতিসমূহের পৃথিবী-বিধ্বংসী যুদ্ধ ছিল না যাহাতে নিজেদের খেয়াল-খুশী চরিতার্থ করিবার জন্য

www.e-ilm.weebly.com

নারী-পুরুষ, দোষী-নির্দোষ নির্বিশেষে শহরকে শহর অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সহিত ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়। মরহুম আকবর এলাহাবাদী কি সুন্দর বলিয়াছেনঃ

ھو رھا ھے نفاذ حکم فنا   نہ مکیں اس سے بچتے ھیں نہ مکان
توپیں خود آکے اب تو میدان میں   بڑھتی ھیں کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ

"বিনাশের বাণী সশব্দে নিনাদিত
মানুষ পুড়িছে যথা, তথা তার ঘর।
বারুদ সদর্পে মাঠে করে পাঠ,
'সব কিছু জ্বলে পুড়ে যাবে এর পর'।"

কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, মানুষ অন্যের চোখে সামান্য খড় পড়িলেও তাহা দেখিতে পায় কিন্তু নিজের চোখের কড়িকাঠকেও উপেক্ষা করে।[১] কবি আকবর এলাহাবাদী ঠিকই বলিয়াছেনঃ

اپنے عیبوں کی نہ کچہ پروا ھے   غلط الزام بس اوروںپہ لگا رکھا ھے
یھی فرماتے رھے تیغ سے پھیلا اسلام   یہ نہ ارشاد ھوا توپ سے کیا پھیلا ھے

"আপনার দোষ ফিরিয়া না দেখে
পরোয়া করে না লোক-লজ্জায়।
অন্যের করে মিছা বদনাম
অপবাদ হানে অবলীলায়।
মিছামিছি কয় অস্ত্রের বলে
ছড়ালো ইস্লাম সব জা'গায়।
এত কিছু কয় তবু না কহিল
তোপের আশীষে কি কি ছড়ায়।"

টিকা

১· যদি ইউরোপের রক্তাক্ত ইতিহাসের সেই অধ্যায়সমূহকে সামনে রাখা হয়, যাহা স্পেনের উত্থান ও পতনের সহিত সম্পৃক্ত, তাহা হইলে তাহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মুখোস খুলিয়া যাইবে। কেননা, স্বয়ং ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা ও স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সেখানে দেখা যায়, নবম শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত গোলাগুলি, হত্যা, অপহরণ প্রভৃতি বিভিন্ন জুলুম-অত্যাচারের মাধ্যমে মুসলমানদিগকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ আল্লাহর বান্দাকে জ্বালাইয়া পোড়াইয়া ভস্ম করিয়া দেওয়া হইয়াছে, হাজার হাজার লোককে হত্যা করা হইয়াছে, শত শত লোককে গ্রেফতার করিয়া তাহাদের চোখের সামনে তাহাদের সন্তান-গণকে যবেহ করা হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ মুসলমান স্বীয় ধর্ম রক্ষার নিমিত্ত হিজরত করিতে বাধ্য +

www.e-ilm.weebly.com

সারকথা, আত্মরক্ষামূলক আর আক্রমণাত্মক উভয় প্রকার জিহাদেরই উদ্দেশ্য ছিল শুধু উত্তম চরিত্রের ব্যাপক প্রসার ঘটানো, ইসলামের নিরাপত্তা বিধান আর ইসলাম প্রচারের পথে যে সকল প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হয় সেগুলির অপসারণ।

এই সমস্ত ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করার পর যেমনিভাবে সাধারণ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ এবং মার্গোলিউস ও অন্যান্যের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ও মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় যে, ইসলামী জেহাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে বলপূর্বক মুসলমান বানানো এবং লুটতরাজের মাধ্যমে নিজেদের জীবিকার সংস্থান করা, তেমনিভাবে ইসলামী ঐতিহ্য এবং সাহাবীগণের দীর্ঘদিনের আচার-অভ্যাস ও কর্মসমূহ একত্রিত করার পর এ ব্যাপারেও আর কোন সন্দেহেরই অবকাশ থাকে না যে, ইসলামে যেমন নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে আত্মরক্ষামূলক জেহাদ ফরয করা হইয়াছে, তেমনিভাবে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ও ইসলাম প্রচারের প্রতিবন্ধকতাসমূহকে অপসারিত করার জন্য আক্রমণাত্মক জেহাদও কিয়ামত পর্যন্ত যরুরী করা হইয়াছে।[১] এবং আত্মরক্ষামূলক জেহাদের উদ্দেশ্য যেমন মানুষকে বলপূর্বক মুসলমান বানানো নহে, তেমনিভাবে আক্রমণাত্মক জেহাদের উদ্দেশ্যও কস্মিন-কালে তাহা হইতে পারে না। বিশেষতঃ যেখানে সাক্ষাত সমরক্ষেত্রেও ইসলামের প্রশস্ত আঁচল কাফেরগণকে নিজের আশ্রয়ে স্থান দিতে এবং কুফরীর উপর বহাল থাকা সত্ত্বেও তাহাদের জান-মাল এবং মানসম্ভ্রমকে তেমনিভাবে রক্ষা করার জন্য প্রসারিত রহিয়াছে, যেমনিভাবে একজন মুসলমানকে রক্ষা করা হইয়া

টিকা

- হইয়াছেন। গ্রানাডার ময়দানে মুসলমানদের লিখিত অতিশয় মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য ৮০ হাজার গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির এক বিপুল ভাণ্ডারকে আগুনে পোড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে রাজা ফিলীপ স্বীয় শাসন এলাকায় আরবী ভাষার একটা বাক্য উচ্চারণ করাও অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। মুসলমানদের স্মৃতিচিহ্নসমূহকে একে একে মিটাইয়া ফেলিয়াছিলেন। কর্ডোভার অদ্বিতীয় জামে মসজিদে একাধিক গীর্জা তৈরী করা হইয়াছে। এখানকার হামরা ও যোহরা প্রাসাদ যাহা সারা জাহানের মধ্যে অদ্বিতীয় ইমারত ছিল এবং যাহা ১২ হাজার গম্বুজবিশিষ্ট আর اشهد ان لا اله الا الله এর আওয়াজে সরব ও সরগরম ছিল—উহার মধ্যে ত্রিকোণবিশিষ্ট স্তম্ভ ও গীর্জা তৈরী করা হইয়াছে যাহা আজও বিদ্যমান।

(এই সমস্ত বর্ণনা আল্লামা মোহাম্মদ করদে আলী রচিত "غابرالانس وحاضرها" গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে তিনি স্পেনের অতীত ও বর্তমানকালের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন।)

১. নবী করীম (দঃ)-এর বাণী— اَلْجِهَادُ مَاضٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ এর মর্মার্থও ইহাই।

www.e-ilm.weebly.com

থাকে—উহাতে আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক উভয় জেহাদই সমান। ইহাছাড়াও পৃথিবীতে সত্যিকার শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করা, দুর্বলদেরকে অত্যাচারীদের কবল হইতে মুক্ত করা ইত্যাদি যাহা জেহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য—উহাতেও উভয় প্রকার জেহাদেরই ভূমিকা সমান। সুতরাং ইহার কোন কারণ নাই যে, ইসলামী ঐতিহ্যের বিকৃতি ঘটাইয়া আক্রমণাত্মক জেহাদকে অস্বীকার করিতে হইবে—যেমন আমাদের কোন কোন মুক্ত-বুদ্ধি ও স্বাধীনচিন্তাবিদ ঐতিহাসিক করিয়া থাকেন।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর আমরা আমাদের আসল উদ্দেশ্যের অবতারণা করিতেছিঃ

হিজরতের পর যখন ইসলাম মদীনায় এক প্রকার রাষ্ট্রীয় শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিল, তখন নবী করীম (দঃ)-কে জেহাদের অনুমতি প্রদান করা হইল এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হইতে লাগিল। এই যুদ্ধাভিযানসমূহের কোন কোনটিতে নবী করীম (দঃ) স্বয়ং সশরীরে অংশগ্রহণ করেন, আর কোন কোনটিতে বিশেষ বিশেষ সাহাবীর নেতৃত্বে সৈন্য প্রেরণ করেন। ঐতিহাসিকগণের পরিভাষায় প্রথম প্রকার যুদ্ধকে "গায্ওয়াহ্" এবং দ্বিতীয় প্রকার যুদ্ধকে "সারিয়াহ্" বলা হয়। গাযওয়াহ্র সংখ্যা ২৩টি। তন্মধ্যে মাত্র ৯টিতে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। অন্যগুলিতে আদৌ কোন যুদ্ধই হয় নাই। সারিয়াহ্র সংখ্যা ৪৩টি। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এই সকল গাযওয়াহ্ এবং সারিয়াহ্র মধ্যে মুসলমানদের যুদ্ধাস্ত্রের অপ্রতুলতা এবং সৈন্য সংখ্যার স্বল্পতা সত্ত্বেও বিজয় তাহাদের পক্ষেই থাকে। অবশ্য শুধু উহুদ যুদ্ধে প্রথমে বিজয় লাভের পর মুসলমানদের পরাজয় হয়, তাহাও শুধু এইজন্য যে, সৈন্যদের একটি অংশ নবী করীম (দঃ)-এর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল।

আমরা এই সমস্ত গাযওয়াহ্ ও সারিয়াহ্কে অধিকতর সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য বর্ষওয়ারী ছক আকারে নিম্নে পেশ করিতেছি। যেহেতু গাযওয়াহ্ ও সারিয়াহ্সমূহের তারিখ ও সংখ্যার ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে, কাজেই সেসব মতভেদ পরিহার করিয়া সমস্ত বর্ণনায় হাফিজে হাদীস আল্লামা মোগলতাঈ রচিত সীরাতের উপর নির্ভর করিয়াছি।

নক্শা নিম্নরূপঃ

সন	**গাযওয়াহ্ এবং সারিয়াহ্**
১ম হিজরী	২টি সারিয়াহ্ প্রেরিত হইয়াছিল। যথাঃ (১) সারিয়াহ্ -এ-হামযা (রাঃ), (২) সারিয়াহ -এ-উবায়দা (রাঃ)।

www.e-ilm.weebly.com

সন	গাযওয়াহ্ এবং সারিয়াহ্
২য় হিজরী	৫টি গাযওয়াহ্ সংঘটিত হইয়াছিল। যথা ঃ (১) গাযওয়াহ্-এ-আবওয়া, ইহাকে গাযওয়াহ্-এ-ওয়াদ্দানও বলা হয়। (২) গাযওয়াহ্-এ-বাওয়াত, (৩) গাযওয়াহ্-এ-বদরে কুবরা, (৪) গাযওয়াহ্-এ-বনী কায়নুকা, (৫) গাযওয়াহ্-এ-সাভীক। এবং তিনটি সারিয়াহ্ প্রেরিত হইয়াছিল। যথা ঃ (১) সারিয়াহ্-এ-আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ, (২) সারিয়াহ্-এ-উমাইর, (৩) সারিয়াহ্-এ-সালেম। এই বৎসরের অভিযানসমূহের মধ্যে বদর যুদ্ধই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।
৩য় হিজরী	৩টি গাযওয়াহ্ সংঘটিত হইয়াছিল। যথা ঃ (১) গাযওয়াহ্-এ-গাতফান, (২) গাযওয়াহ্-এ-উহুদ, (৩) গাযওয়াহ্-এ-হামরাউল আসাদ। এবং ২টি সারিয়াহ্ প্রেরিত হইয়াছিল। যথা ঃ (১) সারিয়াহ্-এ-মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমা, (২) সারিয়াহ্-এ-যায়েদ ইবনে হারেসা। এই বৎসরের অভিযানসমূহের মধ্যে উহুদ যুদ্ধই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ।
৪র্থ হিজরী	২টি মাত্র গাযওয়াহ্ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। যথা ঃ (১) গাযওয়াহ্-এ-বনী নাযীর, (২) গাযওয়াহ্-এ-বদরে সুগ্‌রা। এবং ৪টি সারিয়াহ্ প্রেরিত হইয়াছিল। যথা ঃ (১) সারিয়াহ্-এ-আবু সালামা, (২) সারিয়াহ্-এ-আব্দুল্লাহ্ ইবনে উনায়স, (৩) সারিয়াহ্-এ-মুন্‌যির, (৪) সারিয়াহ্-এ-মারসাদ।
৫ম হিজরী	৪টি গাযওয়াহ্ সংঘটিত হইয়াছিল। যথা ঃ (১) গাযওয়াহ্-এ-যাতুর-রেকা, (২) গাযওয়াহ্-এ-দু-মাতুল-জান্‌দাল, (৩) গাযওয়াহ্-এ-মুরাইসী। ইহার আরেক নাম গাযওয়াহ্-এ-বনীল মুস্তালেক, (৪) গাযওয়াহ্-এ-খন্দক। ইহাদের মধ্যে খন্দক যুদ্ধই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ।
৬ষ্ঠ হিজরী	৩টি গাযওয়াহ্ সংঘটিত হইয়াছিল। যথা ঃ (১) গাযওয়াহ্-এ-বনী-লাহ্‌ইয়ান, (২) গাযওয়াহ্-এ-গাবাহ। ইহার আরেক নাম গাযওয়াহ্-এ-যী-কারাদ, (৩) গাযওয়াহ্-এ-হোদায়বিয়্যা। এবং ১১টি সারিয়াহ্ প্রেরিত হইয়াছিল। যথা ঃ

www.e-ilm.weebly.com

সন	গাযওয়াহ্ এবং সারিয়াহ্
৬ষ্ঠ হিজরী	(১) সারিয়াহ্-এ-মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমা—কারতা অভিমুখে, (২) সারিয়াহ্-এ-আক্কাশা, (৩) সারিয়াহ্-এ-মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা—যিলকুস্‌সা অভিমুখে, (৪) সারিয়াহ্-এ-যায়েদ ইবনে হারেসা—বনী-সুলাইম অভিমুখে, (৫) সারিয়াহ্-এ-আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, (৬) সারিয়াহ্-এ-আলী, (৭) সারিয়াহ্-এ-যায়েদ ইবনে হারেসা—উম্মে কারফা অভিমুখে (৮) সারিয়াহ্-এ-আব্দুল্লাহ্ ইবনে আতীক, (৯) সারিয়াহ্-এ-আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা, (১০) সারিয়াহ্-এ-কুরয ইব্‌নে জাবের, (১১) সারিয়াহ্-এ-আমর আয-যাম্‌রী। এই বৎসরের অভিযানসমূহের মধ্যে গাযওয়াহ্-এ-হোদায়বিয়াই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ।
৭ম হিজরী	১টি মাত্র গাযওয়াহ্ "গাযওয়াহ্-এ-খায়বার সংঘটিত হইয়াছিল। যাহা গুরুত্বপূর্ণ অভিযানসমূহের অন্যতম। এবং ৫টি সারিয়াহ্ প্রেরিত হইয়াছিল। যথা ঃ (১) সারিয়াহ্-এ-আবু বকর, (২) সারিয়াহ্-এ-বিশ্‌র ইবনে সা'দ, (৩) সারিয়াহ্-এ-গালিব ইবনে আব্দুল্লাহ্, (৪) সারিয়াহ্-এ-বশীর, (৫) সারিয়াহ্-এ-আহ্‌যাম।
৮ম হিজরী	৪টি গুরুত্বপূর্ণ গাযওয়াহ্ সংঘটিত হইয়াছিল। যথা ঃ (১) গাযওয়াহ্-এ-মু'তা, (২) মক্কা মুয়াযযামা বিজয়, (৩) গাযওয়াহ্-এ-হোনাইন, (৪) গাযওয়াহ্-এ-তায়েফ। এবং ১০টি সারিয়াহ্ প্রেরিত হইয়াছিল। যথা ঃ (১) সারিয়াহ্-এ-গালিব—বনীল মুলাব্বিহ্ অভিমুখে, (২) সারিয়্যাহ্-এ-গালিব—ফাদাক অভিমুখে, (৩) সারিয়াহ্-এ-শুজা (৪) সারিয়াহ্-এ-কা'ব, (৫) সারিয়াহ্-এ-আমর ইবনুল আস্, (৬) সারিয়াহ্-এ-আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ, (৭) সারিয়াহ্-এ-আবু কাতাদাহ্, (৮) সারিয়্যাহ্-এ-খালিদ-যাহাকে গুমায়সাও বলা হয়। (৯) সারিয়াহ্-এ-তোফায়ল ইবনে আমর দু'সী, (১০) সারিয়াহ্-এ-কাতবা (রাঃ)।
৯ম হিজরী	১টি মাত্র গাযওয়াহ্ "গাযওয়াহ্-এ-তাবুক" সংঘটিত হইয়াছিল—যাহা গুরুত্বপূর্ণ গাযওয়াহ্‌সমূহের অন্তর্ভুক্ত। এবং ৩টি সারিয়াহ্ প্রেরিত হইয়াছিল। যথা ঃ (১) সারিয়াহ্-এ-আলকামা, (২) সারিয়াহ্-এ-আলী, (৩) সারিয়াহ্-এ-আক্কাশা (রাঃ)।

www.e-ilmweebly.com

সন	গাযওয়াহ্ এবং সারিয়াহ্
১০ম হিজরী	মাত্র ২টি সারিয়াহ্ প্রেরিত হইয়াছিল। যথা ঃ (১) সারিয়াহ্-এ-খালিদ ইবনে অলীদ—নাজরান অভিমুখে, (২) সারিয়াহ্-এ-আলী—ইয়ামান অভিমুখে। এই বৎসরই বিদায় হজ্ব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।
১১শ হিজরী	এই বৎসর নবী করীম (দঃ) একটি মাত্র সারিয়াহ্ উসামা ইবনে যায়েদের নেতৃত্বে প্রেরণ করার নির্দেশ দিয়াছিলেন—যাহা তাঁহার ওফাতের পর রওয়ানা হইয়াছিল।
	গাযওয়াহ্ মোট ২৩টি এবং সারিয়াহ্ মোট ৪৩টি

এখানে একটি কথা স্মরণযোগ্য যে, ইসলামের মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণের পরিভাষায় 'গাযওয়াহ্' এবং 'সারিয়াহ্' শব্দ দুইটির প্রয়োগ এত সাধারণ যে, সামান্য সামান্য ঘটনাকেও গাযওয়াহ্ এবং সারিয়াহ্ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এক অথবা দুইজন লোক কোন অপরাধীকে গ্রেফতার করার জন্য প্রেরিত হইলেও ঐতিহাসিকগণ ইহাকে সারিয়াহ্ নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিছু লোক কোন সাধারণ গোত্রের সংশোধন বা তাহাদের অবস্থার সংবাদ লওয়ার জন্য গেলে ইহাকেও সারিয়াহ্ বলা হইত।

এমনিভাবে গাযওয়াহ্ শব্দের অর্থেও ঐতিহাসিকগণের পরিভাষায় বিরাট ব্যাপকতা বিদ্যমান রহিয়াছে। এই কারণেই গাযওয়াহ্ ও সারিয়াহ্র মোট সংখ্যা উপরোল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী ৬৬ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। নতুবা আমাদের প্রচলন অনুযায়ী জেহাদ এবং গাযওয়াহ্ যে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধকে মনে করা হয় তাহা এই সমস্ত যুদ্ধের কয়েকটিই মাত্র। এইগুলি সামান্য বিশ্লেষণসহ সুধী পাঠকের সম্মুখে পেশ করা হইল।

গুরুত্বপূর্ণ গাযওয়াহ্ ও সারিয়াহ্ এবং বিবিধ ঘটনা ঃ

প্রথম সারিয়াহ্ হযরত হামযার নেতৃত্বে ঃ

হিজরতের ৭ মাস পর[১] রমযান মাসে নবী করীম (দঃ) হযরত হামযাকে ত্রিশজন মুহাজেরের নেতা মনোনীত করিয়া একটি শ্বেত পতাকাসহ কুরাইশদের একটি

টিকা

১· সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৪০। কোন কোন বর্ণনায় রহিয়াছে যে, উক্ত সারিয়াহ্ দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে রওয়ানা হইয়াছিল। অন্য আরেক রেওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত সারিয়াহ্ গাযওয়াহ্-এ-আবওয়ার পরে পাঠানো হইয়াছিল।

www.e-ilm.weebly.com

কাফেলার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা যখন সমুদ্রের তীরে উপনীত হইয়া পারস্পরিক মোকাবেলায় লিপ্ত হইলেন, তখন মাজদী ইবনে ওমর জুহানী মধ্যস্থতা করিয়া যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিলেন।

সারিয়াহ্-ই-উবায়দা ইবনুল হারেস এবং ইসলামে তীরান্দাজীর সূচনা ঃ

ইহার পর নবী করীম (দঃ) ১ম হিজরী সনের শাওয়াল মাসে হযরত উবায়দা ইবনুল হারেসকে ৬০ জন লোকের নেতা মনোনীত করিয়া "বাতনে রাবেগ" অভিমুখে আবু সুফিয়ানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধেই হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) প্রথম কাফেরদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করেন। ইহাই সর্বপ্রথম তীর যাহা ইসলামে কাফেরদের উপর নিক্ষিপ্ত হয়। ■

দ্বিতীয় হিজরী

[কেবলা-পরিবর্তন, বদর যুদ্ধ, সারিয়াহ্-এ-আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ্ (রাঃ)]

কেবলা-পরিবর্তন ঃ

এই বৎসর হইতে ইসলামের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী বায়তুল মুকাদ্দাসের স্থলে কা'বা-শরীফকে মুসলমানদের কেবলা নির্ধারিত করা হয়। ইহাই পৃথিবীর প্রথম ঘর ও আদি মস্‌জিদ। লোকজনকে একই দিকে মুখ করিয়া একাগ্রতার সহিত আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে সমবেত করিবার জন্য ইহাকে কেবলা বা মনোযোগের কেন্দ্র বানানো হইয়াছে।

সারিয়াহ্-এ-আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ্ এবং ইসলামের সর্বপ্রথম গণীমত ঃ

এই বৎসর রজব মাসে নবী করীম (দঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ্‌কে ১২ জন মুহাজেরীনের একটি দলের নেতা মনোনীত করিয়া কুরাইশদের এক কাফেলার বিরুদ্ধে নাখলা নামক স্থানে প্রেরণ করিলেন। যেই দিন উভয় দল মুখোমুখি হইল, ঘটনাক্রমে সেই দিনটি ছিল রজব মাসের ১লা তারিখ। রজব হইতেছে সেই চারিটি নিষিদ্ধ মাসের একটি যাহাতে ইসলামের প্রথম দিকে যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম ছিল। কিন্তু সাহাবাগণ ঐ তারিখকে জমাদিউস-সানী মাসের ত্রিশ তারিখ (বলিয়া) মনে করিতেছিলেন। যেমন লুবাবুন্ নুকূল এবং বায়যাভী গ্রন্থে ইবনে জারীর, তাবরানী এবং বায়হাকী হইতে বর্ণিত হইয়াছে। পরামর্শের পর ইহাই

www.e-ilm.weebly.com

সিদ্ধান্ত হইল যে, লড়াই করিতে হইবে। অবশেষে যুদ্ধ হইল। বিরোধী দলের প্রধান নিহত হইল এবং দুইজন বন্দী হইল, আর অবশিষ্টরা পালাইয়া গেল। মুসলমানগণ প্রচুর মালে গণীমত লাভ করিলেন যাহা আমীরে সারিয়া জেহাদে অংশগ্রহণ-কারীদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন এবং এক-পঞ্চমাংশ বায়তুল মালের জন্য রাখিয়া দিলেন। কোন কোন বর্ণনায় রহিয়াছে যে, এই সমস্ত মালে গণীমত লইয়া হুযূর (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি তো তোমাদিগকে শাহ্‌রে হারাম অর্থাৎ রজব মাসে যুদ্ধ বিগ্রহের নির্দেশ করি নাই।" অবশেষে এই মালে গণীমত তিনি বদর যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই যুদ্ধের মালে গণীমতের সহিত বন্টন করিয়া দেন।

এই ঘটনা দ্বারা সমগ্র আরবে রটিয়া গেল যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ মাসসমূহে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও হত্যাকাণ্ড বৈধ করিয়া দিয়াছেন। এই সময় পবিত্র কুরআনের আয়াত يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ তাহাদের জওয়াবরূপে অবতীর্ণ হয়।

বদর যুদ্ধঃ

বদর একটি কূপের নাম। ইহা পবিত্র মদীনা হইতে প্রায় আশি মাইল দূরে অবস্থিত। বদর নামে একটি গ্রামের আবাদীও সেখানে রহিয়াছে। এই ঐতিহাসিক জেহাদ সে স্থানেই সংঘটিত হইয়াছিল। ইহার সংক্ষিপ্ত ঘটনা নিম্নরূপঃ

সুপ্রাচীন কাল হইতে সিরিয়ার সহিত কুরাইশদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বহাল ছিল। আর এই ব্যবসা-বাণিজ্যই ছিল তাহাদের সমস্ত গর্বাহংকার ও শক্তি-সামর্থ্যের প্রধান উৎস। তাই, রাজনৈতিক রীতি অনুযায়ী তাহাদের এই বাণিজিক ধারাটিকে বন্ধ করিয়া দেওয়া ছিল অপরিহার্য। ইতিমধ্যে কুরাইশদের এক বিরাট বাণিজ্যিক কাফেলা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে সিরিয়া হইতে মক্কা আগমন করিতেছিল। নবী করীম (দঃ) এই সংবাদ পাইয়া ২য় হিজরী সনের ১২ই রমযানুল মোবারক মাত্র ৩১৪ জন নিরস্ত্র মুহাজের ও আনসার সাহাবীকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের মোকাবেলার জন্য স্বয়ং গমন করিলেন। তিনি রাওহা নামক জায়গায় পৌঁছিয়া তাঁবু স্থাপন করিলেন (রাওহা মদীনার দক্ষিণ দিকে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি জায়গার নাম)। এইদিকে কুরাইশী কাফেলার নেতা এই সংবাদ অবহিত হইয়া চিরাচরিত রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া কাফেলাসহ সমুদ্রের উপকূল ধরিয়া মক্কার পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন অশ্বারোহীকে মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন, যেন কুরাইশরা সর্বশক্তি লইয়া অতি শীঘ্র ঘটনাস্থলে আসিয়া পৌঁছে এবং তাহাদের বাণিজ্যিক কাফেলাকে রক্ষা করে। কুরাইশগণ প্রথম হইতেই মুসলমানদেরকে

www.e-ilm.weebly.com

সমূলে ধ্বংস করার পরিকল্পনা আঁটিতেছিল। এই সংবাদ মক্কায় পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে ১০০ অশ্বারোহী এবং ৭ শত উট সমন্বয়ে গঠিত ৯৫০ জন বীর যুবকের এক বিরাট বাহিনী মোকাবেলা করার জন্য রওয়ানা হইল। এই বাহিনীতে কুরাইশদের বড় বড় সমস্ত নেতা এবং বিত্তশালী ব্যক্তিদের সবাই শরীক ছিল।

সাহাবীদের আত্মোৎসর্গ ঃ

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের এই জঙ্গী বাহিনীর সংবাদ অবগত হওয়ামাত্র কর্তব্য স্থির করিবার উদ্দেশ্যে সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ সভায় মিলিত হইলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম স্ব স্ব জান-মাল নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করিয়া দিলেন। উমায়ের ইবনে ওক্কাস (রাঃ) তখন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন বলিয়া হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার্কে জেহাদে অংশ গ্রহণ করিতে নিষেধ করায় তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। ফলে হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে অনুমতি দিলেন এবং তিনিও জেহাদে শরীক হইলেন।

—কান্যুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭০

আনসারদের মধ্য হইতে খাযরাজ গোত্রের নেতা হযরত সাদ ইবনে উবাদা (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আল্লাহ্র কসম! আপনি আদেশ করিলে আমরা সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে প্রস্তুত আছি।" —সহীহ্ মুস্লিম

বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত মিকদাদ আরয করিলেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আপনার ডানে-বামে এবং সামনে ও পিছনে থাকিয়া যুদ্ধ করিব।" ইহাতে হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি তখন সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। বদরের নিকট পৌঁছিয়া জানিতে পারিলেন যে, আবু সুফিয়ান তাহার বনিকদলসহ নিরাপদে চলিয়া গিয়াছে। তবে কুরাইশদের এক বিরাট বাহিনী এই ময়দানেরই অপর প্রান্তে অবস্থান নিয়াছে। বাণিজ্যিক কাফেলাটি নিরাপদে চলিয়া যাওয়ার পরও আবু জাহ্ল লোকদিগকে যুদ্ধ স্থগিত না রাখারই পরামর্শ দিল।

মুসলিম বাহিনী কুরাইশদের এই সিদ্ধান্তের সংবাদ অবগত হইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, কুরাইশরা আগেই পৌঁছিয়া এমন জায়গায় অবস্থান নিয়াছে যাহা যুদ্ধ পরিচালনার লক্ষ্যে খুবই উত্তম ছিল। পানির সকল ব্যবস্থাও সেই দিকেই ছিল। মুসলিম বাহিনী সেখানে পৌঁছিয়া তাহাদের দিকে এমন বালুকাময় শুষ্ক জায়গা পাইল যে, ইহাতে চলাফেরাই ছিল দুষ্কর। তদুপরি সেখানে পানির চিহ্নমাত্র ছিল না।

www.e-ilm.weebly.com

অদৃশ্য-সাহায্য ঃ

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তো বিজয় ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াই দিয়াছিলেন। তাই তিনি এমন উপায় করিয়া দিলেন যে, তখনই বৃষ্টি বর্ষিত হইল। ফলে মরু বালুকা জমিয়া শক্ত হইয়া গেল। সমস্ত বাহিনী তৃপ্তির সহিত পানি পান করিলেন এবং অপরকে পান করাইলেন। পানির পাত্রসমূহ ভরিয়া রাখিলেন এবং চৌবাচ্চা বানাইয়া অবশিষ্ট পানি মাটিতে আটকাইয়া রাখিলেন। অপর দিকে এই বৃষ্টি কাফেরদের অবস্থানস্থল এমন কর্দমাক্ত করিয়া দিল যে, তাহাদের পক্ষে চলাফেরা করাও দুষ্কর হইয়া পড়িল। যখন উভয় দল পরস্পর মুখোমুখী হইল, তখন হুযূর (দঃ) যোদ্ধাদের কাতার ঠিক করার জন্য স্বয়ং উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সুতরাং আল্লাহ্র এই বাহিনী সুদৃঢ় প্রাচীর হইয়া দাঁড়াইল।

মুসলমানদের অঙ্গীকার পূরণ ঃ

এই সময় যখন তিনশত নিরস্ত্র মানুষের মোকাবেলা এক হাজার সুসজ্জিত ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদের সহিত সংঘটিত হইতে যাইতেছে, তখন যদি একটি লোকও তাহাদের সাহায্যে আগাইয়া আসে, তবে উহা যে এক বিরাট সৌভাগ্য বলিয়া মনে হইবে সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ইসলামে অঙ্গীকার পালন এই সব কিছুর চাইতে অগ্রগণ্য। ঠিক যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যে হযরত হোযায়ফা (রাঃ) ও আবু হাসান (রাঃ) নামে দুই সাহাবী জেহাদে অংশগ্রহণের জন্য আসিয়া পৌঁছান। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছিয়া রাস্তার ঘটনা বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন যে, "পথে কাফেররা আমাদের পথরোধ করিয়া বলিল, 'তোমরা কি মুহাম্মদ (দঃ)-এর সাহায্যের জন্য যাইতেছ?' আমরা তাহা অস্বীকার করি এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিব না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া ফেলি।" নবী করীম (দঃ) যখন ব্যাপারটি জানিতে পারিলেন, তখন উভয়কেই জেহাদে অংশ গ্রহণ করিতে বারণ করিয়া বলিলেন, "আমরা সর্বাবস্থায় অঙ্গীকার পালন করিব। আমাদের জন্য আল্লাহ্র সাহায্যই যথেষ্ট।" —সহীহ্ মুস্লিম

মোট কথা, যখন ব্যূহ-বিন্যাস সমাপ্ত হইয়া গেল, তখন সর্বাগ্রে কুরাইশদের পক্ষ হইতে তিনজন বীর আগাইয়া আসিল। মুসলমানদের পক্ষ হইতে হযরত আলী (রাঃ), হযরত হামযা (রাঃ) এবং হযরত উবায়দা ইবনুল হারেস (রাঃ) তাহাদের মোকাবেলা করিলেন। তিনজন কাফেরই নিহত হইল। মুসলমানদের মধ্যে শুধু হযরত উবায়দা (রাঃ) আহত হইলেন। হযরত আলী (রাঃ) তাঁহাকে কাঁধে করিয়া নবী করীমের (দঃ) নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন। নবী করীম (দঃ) তাঁহাকে নিজ কদম-মোবারকের সহিত ঠেস দিয়া শোয়াইলেন এবং স্বীয় পবিত্র হাতে তাহার মুখমণ্ডলের ধুলাবালি মুছিয়া দিলেন। কবি কি চমৎকার বলিয়াছেন ঃ

www.e-ilm.weebly.com

دامن سے وہ پونچھتا ہے آنسو ٭ رونے کا کچھ آج ہی مزا ہے

"আপন আঁচলে সখা মুছে দিল চোখ—
আজই তো আমার যত কাঁদনেই সুখ!

হযরত উবায়দা (রাঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে আরয করিলেন, "আমি কি শাহাদতের মর্যাদা লাভে বঞ্চিত রহিলাম?" হুযূর (দঃ) বলিলেন, "না, বরং তুমি নিঃসন্দেহে শহীদ এবং আমি স্বয়ং ইহার সাক্ষী।" আবু উবায়দা (রাঃ) পরমানন্দে বলিলেন, "আজ যদি আবু তালেব বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইত যে, আমিই তাঁহার কবিতার যোগ্যতম অধিকারী।"[১]

হযরত উবায়দা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলে হুযূর (দঃ) স্বয়ং তাঁহার কবরে নামিলেন এবং স্বীয় পবিত্র হাতে তাঁহাকে সমাহিত করিলেন। সমস্ত সাহাবার মাঝে বিশেষ এই মর্যাদা একমাত্র উবায়দা (রাঃ)-এর ভাগ্যেই হইয়াছিল।

—কানযুল উম্মাল

بچہ ناز رفتہ باشد زجہاں نیاز مندی
کہ بوقت جاں سپردن بسرش رسیدہ باشی

"মরণের কালে চরণের পরে
মাথা রাখিবারে পাই গো ঠাঁই?
তার চেয়ে সুখ আর কোথা আছে?
সকল যাতনা ভুলেছি তাই।"

টিকা

১. নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা খাজা আবু তালেব যিনি সর্বদা তাঁহার সাহায্য ও সহযোগিতায় নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন—তিনি স্বীয় সহযোগিতার আবেগ নিম্নবর্ণিত পংক্তিতে বর্ণনা করিয়াছেন:

كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللهِ نُبْزِى مُحَمَّدًا ٭ وَلَمَّا نُطَاعِنْ دُوْنَهُ وَنُنَاضِلُ
وَنُسْلِمُهُ حَتّٰى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ ٭ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ

অর্থাৎ বায়তুল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের এই ধারণা একান্তই ভীত্তিহীন যে, আমরা মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন ভীষণ যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই মাটির তলায় সমাহিত করিয়া দিব অথবা শত্রুর হাতে সমর্পণ করিব, যেপর্যন্ত না আমাদের লাশসমূহ তাঁহার চতুর্দিকে পড়িয়া থাকিবে এবং আমরা স্বীয় সন্তানগণ ও স্ত্রীগণকে ভুলিয়া যাইব।

—কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭২

www.e-ilm.weebly.com

সাহাবাদের বিস্ময়কর আত্মত্যাগঃ

যখন উভয় বাহিনীর সৈন্যরা পরস্পর মুখোমুখী হইল, তখন দেখা গেল, নিজেদেরই অনেক স্নেহ-ভাজন কলিজার টুকরা তরবারীর নীচে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই হিযবুল্লাহ্‌র বিশ্বাস ছিল,

هزار خويش كه بيگا نه ازخدا باشد
فدائے يك تن بيگا نه كا شنا باشد

"সহস্র আত্মীয়ে মোর যারা কর্ম-দোষে
ভুলে আছে বিধাতারে অবহেলা বশে।
উৎসর্গ করি সেই মহাজন পরে
প্রভু সনে রাখে ভাব স্মরিছে প্রভুরে।"

সুতরাং যখন হযরত সিদ্দীকে আকবরের পুত্র (যিনি তখনও কাফের ছিলেন) ময়দানে অবতীর্ণ হইলেন, তখন স্বয়ং হযরত সিদ্দীকে আকবরের তরবারী তাহার দিকে উত্থিত হইল। উতবা সম্মুখে আসিলে তাহারই পুত্র হযরত হোযায়ফা (রাঃ) তরবারী উঁচাইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। হযরত ওমরের মামা ময়দানে অগ্রসর হইলে ফারূকী তরবারী স্বয়ং তাহার মীমাংসা করিয়া দিল।

—সীরাতে ইবনে হিশাম ও ইসতিয়াব আব্দুল বার, শঃ

অনন্তর তুমুল যুদ্ধ শুরু হইল। একদিকে যুদ্ধ চরম ও ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে আর অন্যদিকে রাসূলকূল সর্দার (দঃ) সিজদায় পড়িয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। অবশেষে গায়েবী সুসংবাদ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিল।

আবু-জাহ্‌লের পতনঃ

যেহেতু আবু-জাহ্‌লের দুষ্কর্ম ও ইসলাম-বিদ্বেষ সর্বজন বিদিত ছিল, তাই আনসারদের মধ্য হইতে হযরত মুআওয়েয (রাঃ) ও হযরত মুআয (রাঃ) এই দুই ভাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা আবু জাহ্‌লকে দেখিবামাত্র হয় তাহাকে হত্যা করিবেন, না হয় নিজেরাই শহীদ হইয়া যাইবেন। এই সুযোগে দুই ভাই তাহাদের প্রতিজ্ঞা পালনে আগাইয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহারা আবু জাহ্‌লকে চিনিতেন না। সুতরাং হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফের নিকট তাহার পরিচয় জানিতে চাহিলেন। তিনি ইঙ্গিতে তাহাকে দেখাইয়া দেওয়ামাত্র দুই ভাই বাজ পাখির ন্যায় তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে আবু জাহ্‌ল শোনিত-সিক্ত মৃত্তিকায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। আবু জাহ্‌লের পুত্র ইকরামা (যিনি পরে মুসলমান হইয়াছিলেন) পিছন দিক হইতে আসিয়া মুআযের কাঁধে তরবারীর আঘাত হানিল। ইহাতে তাঁহার একটি বাহু কাটিয়া গেল, কিন্তু সামান্য চামড়া লাগিয়া

www.e-ilm.weebly.com

রহিল। মুআয ইকরামাকে ধাওয়া করিলেন কিন্তু সে পালাইয়া গেল। অতঃপর মুআয এই অবস্থায় তাহার কর্তিত বাহু লইয়াই ক্রমাগত যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার কর্তিত বাহুটি ঝুলিয়া থাকায় অসুবিধা হইতেছিল। কাজেই হাতখানি পায়ের নীচে রাখিয়া সজোরে টান দিলেন। তাতে চর্মাংশটি ছিড়িয়া হাতটি খসিয়া গেল। তারপর পূর্বের ন্যায়ই যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। সুব্হানাল্লাহ্!

—সীরাতে হালবীয়া, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫৪

আজীমুশ্শান মো'জেযা ঃ

[মুষ্টিভর মৃত্তিকায় বিশাল বাহিনীর পরাজয় ও ফেরেশতাকুলের সাহায্য]

যুদ্ধের চরম মুহূর্তে নবী করীম (দঃ) আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে এক মুষ্ঠি কঙ্কর হাতে লইয়া শত্রুবাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন এবং সাহাবাগণকে একযোগে তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে নির্দেশ দিলেন।

এইদিকে বাহ্যিক ব্যবস্থা হিসাবে সাহাবাদের ক্ষুদ্র বাহিনী কাফেরদের প্রতি ধাবিত হইল আর অপর দিকে মহান আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের সাহায্যার্থে ফেরেশতা-বাহিনী পাঠাইয়া স্বীয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পূরণ করিলেন।

কুরাইশদের বড় বড় নেতা নিহত হইলে অন্যান্যদের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহারা দিশাহারা হইয়া পলাইতে লাগিল। মুসলমানগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদের কাহাকেও হত্যা করিলেন আর কাহাকেও জীবিত বন্দী করিলেন। এইভাবে তাহাদের ৭০ জন নিহত এবং ৭০ জন বন্দী হইল। কুরাইশদের বড় বড় নেতা উতবা, শায়বা, আবু জাহ্ল, উমাইয়া ইবনে খালাফ, ওক্বা—একে একে নিহত হইল।

এইদিকে মুসলমানদের মধ্য হইতে শহীদ হইলেন ১৪ জন। ৬ জন মুহাজের আর ৮ জন আন্সার।

হুঁশিয়ারি ঃ

এই যুদ্ধটি প্রকৃতপক্ষে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ইসলামের একটি প্রকাশ্য মো'জেযা বই কিছু ছিল না। নতুবা ইহাতে মুসলমানদের বিজয়ের কোন প্রশ্নই উঠিত না। কেননা, সেইদিকে ছিল এক হাজার দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদের এক বিশাল বাহিনী আর এইদিকে মাত্র ৩১৪ জন নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষ। সেইদিকে ছিল বড় বড় ধনী ও বিত্তশালীদের বিপুল সমাবেশ—যাহাদের যে কোন একজন লোকই সমগ্র বাহিনীর যাবতীয় ব্যয়ভার বহনে সক্ষম। আর এইদিকে নিঃসম্বল ও দরিদ্র মানুষের জামাত। সেইদিকে শতাধিক অশ্বারোহীর সমাবেশ আর এইদিকে সারা মুসলিম

www.e-ilm.weebly.com

বাহিনীতে ২টি মাত্র ঘোড়া। সেইদিকে সর্বপ্রকার সমরাস্ত্রের বিপুল সমাবেশ আর এইদিকে মাত্র গুটিকয়েক তরবারী।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের বিস্ময়ের ঘোর কিছুতেই কাটিতে চায় না যে, এমনটি কেমন করিয়া হইতে পারে? কিন্তু তাহারা জানে না, জয়-পরাজয় এবং সফলতা ও বিফলতা ঘোড়া, তরবারী আর ধন-সম্পদের এখ্‌তিয়ারাধীন নহে। বরং ইহাতে অন্য কোন অদৃশ্য হাতের ভূমিকা সক্রীয় রহিয়াছে। কিন্তু এইসব বাহ্যিক উপকরণে বিশ্বাসী এবং বিদ্যুৎ ও বাষ্পের পূজারীদের পক্ষে এই রহস্য উন্মোচন করা কেমন করিয়া সম্ভব? কবি আকবর এলাহাবাদী কি সুন্দর বলিয়াছেন—

چھوڑ کر بیٹھا ہے یورپ اسمانی باپ کو
بس خدا سمجھا ہے اس نے برق کو اور بھاپ کو

"ইউরোপ আজ ছেড়ে বসে আছে
নভোজগতের পিতাকে তার।
বিদ্যুৎ আর বাষ্পকে তারা
দানিছে আসন খোদা-তা'আলার।"

যুদ্ধ-বন্দীদের সহিত মুসলমানদের আচরণঃ
সভ্যতার দাবীদার ইউরোপীয়দের জন্য শিক্ষাঃ

বদরের যুদ্ধ-বন্দীরা যখন মদীনায় পৌঁছিল, তখন নবী করীম (দঃ) তাহাদিগকে দুইজন চারজন করিয়া সাহাবাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন এবং ইহাদেরকে আরামে রাখিবার জন্য সকলকে নির্দেশ দান করিলেন। ইহার প্রতিক্রিয়া এই হইল যে, সাহাবাগণ বন্দীদের আহারাদির সযত্ন ব্যবস্থা করিতেন আর নিজেরা শুধু খেজুর খাইয়া কাটাইতেন। হযরত মুসআব ইবনে উমায়র (রাঃ)-এর ভাই আবু আযিযও এই বন্দীদের মধ্যে ছিলেন। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, "আমাকে যে আনসারীর তত্ত্বাবধানে দেওয়া হইয়াছিল, তিনি খাবার আনিয়া রুটির পাত্রটি আমার সামনে রাখিয়া দিতেন আর নিজে শুধু খেজুরের উপর নির্ভর করিতেন।" —তাবারী

যুদ্ধ-বন্দীদের ব্যাপারে সাহাবাদের সহিত পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হইল যে, মুক্তি-পণ লইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। সুতরাং চার চার হাজার দিরহাম মুক্তিপণ লইয়া বন্দীগণকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

ইস্‌লামী সমতাঃ

এই কয়েদীদের মধ্যে হুযূর (দঃ)-এর পিতৃব্য হযরত আব্বাসও ছিলেন। (তিনি পরে মুসলমান হইয়াছিলেন)। হযরত আব্বাস রাতের বেলায় শৃঙ্খলের যাতনায়

www.e-ilm.weebly.com

কাতরাইতেছিলেন। তাঁহার এই যন্ত্রণা-কাতর ধ্বনী নবী করীম (দঃ)-এর কানে প্রবেশ করিলে তাঁহার নিদ্রা টুটিয়া গেল। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার নিদ্রা কেন আসিল না?" হুযূর (দঃ) বলিলেন, "আমি কেমন করিয়া ঘুমাইতে পারি, যেখানে আমার মাননীয় পিতৃব্যের যন্ত্রণা-কাতর ধ্বনী আমার কানে আসিয়া পৌঁছিতেছে।" —কানযুল উম্মাল ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭২

এইসব কিছু ছিল, কিন্তু ইসলামের সমতা ইহার অনুমতি প্রদান করিতেছিল না যে, তাঁহার সম্মানীত ও বয়োবৃদ্ধ পিতৃব্যকে বন্দীদশা হইতে মুক্ত করিয়া দিবেন। যেভাবে সকলের নিকট হইতে মুক্তিপণ আদায় করা হইয়াছে তাঁহার নিকট হইতেও তদ্রূপ গ্রহণ করা হইয়াছে। বরং সাধারণ বন্দীদের তুলনায় কিছু বেশীই আদায় করা হইয়াছে। কেননা সাধারণ বন্দীদের নিকট হইতে চার হাজার এবং বিত্তবানদের নিকট হইতে কিছু বেশী করিয়া আদায় করা হইয়াছিল। হযরত আব্বাসও ছিলেন ধনী লোক। সুতরাং তাঁহাকেও চারি হাজার দিরহামের চাইতে বেশী প্রদান করিতে হইয়াছিল।

হযরত আব্বাসের মুক্তি-পণ মাফ করিয়া দেওয়ার জন্য আনসারগণ আবেদনও জানাইয়াছিলেন। কিন্তু ইসলামী সমতার বিধানে আত্মীয়-অনাত্মীয় এবং শত্রু-মিত্র সবাই সমান ছিল। কাজেই আনসারদের অনুরোধ সত্ত্বেও তাহা গৃহীত হয় নাই। এমনিভাবে নবী করীম (দঃ)-এর জামাতা আবুলআসও যুদ্ধ-বন্দী হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট মুক্তিপণ আদায় করিবার মত অর্থ ছিল না। ফলে তিনি তাঁহার সহ-ধর্মিণী অর্থাৎ হুযূর (দঃ)-এর কন্যা হযরত জয়নাবকে (যিনি মক্কায় বসবাস করিতেছিলেন) মুক্তি-পণের অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রেরণ করিতে বলিয়া পাঠাইলেন। সুতরাং তিনি তাঁহার মাতা হযরত খাদীজাপ্রদত্ত তাঁহার বিবাহের যৌতুকের হারখানাই মুক্তিপণ হিসাবে পাঠাইয়া দিলেন। যখন এই হারখানা হুযূরের (দঃ) দৃষ্টিগোচর হইল, তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার চোখ অশ্রুসিক্ত হইয়া গেল। তিনি সাহাবাগণকে বলিলেন, "যদি তোমরা সম্মত হও তাহা হইলে যয়নাবের নিকট তাহার মাননীয়া জননীর পবিত্র স্মৃতি এই হারখানা ফেরত পাঠাইয়া দাও।" সাহাবাগণ সানন্দে রাজী হইয়া হারখানা ফেরত পাঠাইয়া দিলেন এবং আবুল আস্‌কে বলিয়া দিলেন যে, তিনি যেন হযরত যয়নাবকে মদীনায় পাঠাইয়া দেন।

—মিশ্‌কাত পৃষ্ঠা ৩৪৬

আবুল আসের ইস্‌লাম গ্রহণঃ

আবুল আস্ (রাঃ) মুক্তি লাভ করিয়া মক্কা পৌঁছিলেন এবং শর্ত-অনুযায়ী হযরত যয়নাবকে মদীনায় পাঠাইয়া দিলেন। আবুল আস একজন বিরাট ব্যবসায়ী ছিলেন।

www.e-ilm.weebly.com

ঘটনাক্রমে দ্বিতীয় বার পুনরায় সিরিয়া হইতে বাণিজ্য-পণ্য নিয়া আসার সময় ধৃত হইলেন এবং তারপর ঠিক এমনিভাবে মুক্তি লাভ করিলেন। এইবার ছাড়া পাইয়া মক্কা আগমন পূর্বক অংশীদারদের সহিত সকল হিসাব-নিকাশ চুকাইয়া ফেলিলেন এবং মুসলমান হইয়া গেলেন। তারপর লোকজনকে বলিলেন, "আমি এই জন্য এখানে আসিয়া মুসলমান হইলাম, যেন কেহ বলিতে না পারে যে, আবুল আস আমাদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করিয়া তাগাদার ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে অথবা তাহাকে বলপূর্বক মুসলমান বানানো হইয়াছে।" —তারীখে তাবারী, শঃ

বদরের বন্দীগণের নিকট পরিধেয় ছিল না। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সকলের জন্য কাপড়ের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু হযরত আব্বাস এত দীর্ঘকায় ছিলেন যে, কাহারো জামা তাঁহার গায়ে লাগিতেছিল না। তখন মুনাফিক-নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই নিজের জামাটি খুলিয়া তাঁহাকে দিয়া দিল। নবী করীম (দঃ) পরবর্তীকালে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কাফনের জন্য নিজের যে জামাটি প্রদান করিয়াছিলেন সেখানে সেই উপকারের প্রতিদানও অনেকটা বিবেচ্য ছিল।
—ছহীহ বোখারী

ইস্‌লামী রাজনীতি এবং শিক্ষার উন্নতি ঃ

যুদ্ধ-বন্দীদের মধ্যে যাহারা মুক্তিপণ আদায় করিতে সক্ষম ছিল না কিন্তু অল্প-বিস্তর লেখাপড়া জানিত তাহাদিগকে বলা হইল, তোমরা মুসলমানদের দশ দশটি ছেলে-মেয়েকে লেখা শিখাইয়া দিবে। ইহাই তোমাদের মুক্তিপণ। হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) এইভাবেই লেখা শিখিয়াছিলেন।

এই বৎসরের বিবিধ ঘটনা ঃ

এই বৎসর রবিবার দিন যখন হুযূর (দঃ) বদরের যুদ্ধ শেষে মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন লোকজন তাঁহার কন্যা হযরত রোকাইয়ার দাফনকার্য সম্পন্ন করিয়া হাত-পা পরিষ্কার করিতেছিলেন। —মোগলতাঈ

এই বৎসরই বদর যুদ্ধ হইতে ফিরিবার পর সর্বপ্রথম ঈদুল ফিতরের নামায পড়া হয়। রমযানের রোযা, সদ্‌কাতুল্ ফিত্‌র এবং যাকাতও এই বৎসরই ওয়াজিব হয়। ঈদুল আযহার নামায এবং কোরবানীও এই বৎসরই ওয়াজিব হয়। এই বৎসরই যিলহাজ্ব মাসে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। —মোগলতাঈ

www.e-ilm.weebly.com

তৃতীয় হিজরী

[গাযওয়াহ্-এ-উহুদ ও গাত্ফান প্রভৃতি]

গাযওয়াহ্-এ-গাত্ফান এবং নবী করীম (দঃ)-এর মহান চরিত্র-সংক্রান্ত মো'জেযা ঃ

হিজরী ৩য় সালে দা'সুর ইবনে হারেস মুহারিবী ৪৫০ জন সৈন্য লইয়া পবিত্র মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাধা দেওয়ার জন্য অগ্রসর হইলে তাহারা পালাইয়া পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চিন্তে ময়দান হইতে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় ঘটনাক্রমে বৃষ্টিতে তাঁহার কাপড় ভিজিয়া যায়। তিনি তাহা শুকাইবার জন্য খুলিয়া একটি গাছের উপর বিছাইয়া দিলেন এবং নিজে ইহার ছায়ায় শুইয়া পড়িলেন। দা'সূর পাহাড়ের উপর হইতে তাহা লক্ষ্য করিতেছিল। যখন দেখিল, নবী করীম (দঃ) নিশ্চিন্তে শুইয়া পড়িয়াছেন, তখন সে সরাসরি তাঁহার শিয়রে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তরবারী উচাইয়া বলিতে লাগিল—

"বল, এখন তোমাকে আমার হাত হইতে কে রক্ষা করিবে?" কিন্তু তাহার প্রতিপক্ষ ছিলেন আল্লাহ্র প্রিয় রাসূল! কোন প্রকার ভীত না হইয়া তিনি উত্তর দিলেন, "হাঁ, আল্লাহ্ তা'আলাই রক্ষা করিবেন।" এই কথা শোনামাত্র দা'সুরের গায়ে কম্পন সৃষ্টি হইল এবং তরবারীটি হাত হইতে খসিয়া পড়িল। তখন নবী করীম (দঃ) তরবারীখানা তুলিয়া লইলেন এবং বলিলেন, "এখন তুমি বল, তোমাকে আমার হাত হইতে কে রক্ষা করিবে?" তাহার নিকট "কেহই না" বলা ছাড়া আর কোন উত্তরই ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার এই করুণ-দশা দেখিয়া দয়ায় গলিয়া গেলেন এবং তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন।

—সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৪৯

দা'সুর এখান হইতে এই প্রতিক্রিয়া নিয়া উঠিল যে, সে নিজেই শুধু ইসলাম গ্রহণ করিল না, বরং নিজের গোত্রে পৌঁছিয়া ইস্লামের একজন শক্তিশালী প্রচারকে পরিণত হইল।[১]

টিকা

১· চামচিকার চোখ দিয়া অবলোকনকারী প্রতিবাদী ইউরোপীয় জাতিরা নয়ন মেলিয়া দেখুক যে, ইসলাম প্রচারের কারণ এই উত্তম চরিত্র ছিল—না কি তরবারীর শক্তি, না সম্পদের লোভ।

www.e-ilm.weebly.com

دل میں سماگئی قیامت کی شوخیاں ÷ دوچاردن رہے تھے کسی کی نگاہ میں

"অন্তরে মম জ্বলিছে অনল দুর্নিবার
তাঁর চোখে চোখে থেকেছিনু বলে দিবস চার।"

হযরত হাফসা ও যয়নাবের সহিত বিবাহঃ

নবী করীম (দঃ) হিজরী ৩য় সনের শা'বান মাসে উম্মুল মো'মেনীন হযরত হাফসার সহিত এবং একই সনের রমযান মাসে হযরত যয়নাব বিনতে খোযায়মার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। —মোগলতাঈ

উহুদ-যুদ্ধঃ

উহুদ মদীনার অদূরে একটি পাহাড়। যে স্থানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল তথায় হযরত হারুন (আঃ)-এর কবর বিদ্যমান রহিয়াছে। এই যুদ্ধ মুহাদ্দিসগণের সর্ব-সম্মত মতানুসারে হিজরী ৩য় সনের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হইয়াছিল। তবে ইহার তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন মত রহিয়াছে। যথাঃ ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ইত্যাদি।

—যুরকানী শরহে মাওয়াহিব, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০

বদর যুদ্ধে পরাজিত মুশরেকদের জন্য যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি কাটাইয়া উঠিতে এবং নিহত আত্মীয়-স্বজনের শোক বিস্মৃত হইতে এক বৎসর সময় মোটেও যথেষ্ট ছিল না। তবুও বৎসরান্তে যখন তাহারা কিছুটা সংবিৎ ফিরিয়া পাইল, তখন তাহাদের মনে প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। সুতরাং এইবার তাহারা অত্যন্ত নিখুত প্রস্তুতি নিয়া মদীনা আক্রমণের সংকল্প করিল এবং এই লক্ষ্যে তিন সহস্রাধিক যোদ্ধার সুসজ্জিত বাহিনী লইয়া মদীনার দিকে অগ্রসর হইল। এই বাহিনীতে ছিল ৭ শত বর্ম, ২ শত অশ্ব এবং ৩ সহস্র উট। ১৪ জন মহিলাকেও তাহারা এই উদ্দেশ্যে সঙ্গে করিয়া নিয়া আসিয়াছিল যে, ইহারা পুরুষদেরকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করিবে আর পলায়ন করার অবস্থায় তিরস্কার করিয়া লজ্জা দিবে।

এইদিকে নবী করীম (দঃ)-এর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রাঃ) যিনি মুসলমান হইয়া থাকিলেও তখন পর্যন্তও মক্কায়ই অবস্থান করিতেছিলেন—যথাশীঘ্র সমুদয় ঘটনা ও অবস্থা লিখিয়া একজন দ্রুতগামী দূতের মাধ্যমে হুযূরে পাক (দঃ)-এর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। হুযূর (দঃ) খবর পাওয়ার পর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাত দুইজন লোক পাঠাইলেন। তাহারা আসিয়া সংবাদ দিল যে, কুরাইশ-বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে আসিয়া পৌঁছিয়া গিয়াছে। যেহেতু শহরের উপর আক্রমণের আশংকা ছিল, তাই চতুর্দিকে পাহারার ব্যবস্থা করা হইল। ভোরে সাহাবায়ে কেরামের সহিত পরামর্শের পর ১ হাজার সাহাবীর এক বাহিনী লইয়া

www.e-ilm.weebly.com

মদীনার বাহিরে আগমন করিলেন। ইহাদের মধ্যে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তাহার ৩ শত সমমনা মুনাফিকও ছিল। কিন্তু উহাদের সবাই পথিমধ্যেই ফিরিয়া গেল। ফলে মুসলমানদের সংখ্যা রহিল মাত্র ৭ শত।

সেনা বাহিনী বিন্যাস এবং অল্প বয়স্ক সাহাবা-তনয়দের জেহাদের স্পৃহা ঃ

মদীনা হইতে বাহির হইয়া যখন সেনা বাহিনীর চূড়ান্ত হিসাব লওয়া হইল তখন অল্প বয়স্ক বালকদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু কিশোরদের মাঝে জেহাদের স্পৃহা এত প্রবল ছিল যে, যখন রাফে' ইবনে খাদীজকে বলা হইল, "তোমার বয়স কম, তুমি ফিরিয়া যাও।" তখন তিনি পায়ের পাতায় ভর দিয়া উঁচু হইয়া দাঁড়াইলেন, যেন তাঁহাকে লম্বা মনে করা হয়। সুতরাং তাঁহাকে জেহাদে লওয়া হইল।

সামুরা ইবনে জুনদুব যিনি রাফে' ইবনে খাদীজের সম-বয়সী ছিলেন। তিনি যখন উপরোক্ত ঘটনা দেখিলেন, তখন আরয করিলেন যে, আমি তো রাফে'কে কুস্তিতে ধরাশায়ী করিয়া দিতে পারি। যদি তাহাকে জেহাদে লওয়া হয়, তবে আমাকে আরো উত্তম কারণে আগেই লওয়া উচিত। তাহার কথায় উভয়কে কুস্তি প্রতিযোগিতায় লাগাইয়া দেওয়া হইল। সামুরা রাফে'কে ধরাশায়ী করিয়া দিলেন। ফলে, তাহাকেও জেহাদে গ্রহণ করা হইল। —তাবারী, ৩য় খণ্ড

যে সকল লোক দাবী করে যে, ইসলাম তরবারীর জোরে প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহারা এই মুসলিম কিশোরদের আত্ম-ত্যাগ দর্শন করিয়া নিজেদের মিথ্যা রটনার জন্য কি লজ্জিত হইবে না?

যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছিয়া নবী করীম (দঃ) ব্যূহ বিন্যাস করিলেন। উহুদ পাহাড়টি ছিল পিছনের দিকে। কাজেই সেই দিক হইতে শত্রুদের আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। তিনি ৫০ জন তীরন্দাজকে পাহাড়ের উপর প্রহরায় মোতায়েন করিলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, "মুসলমানদের জয় হউক কিংবা পরাজয় হউক তোমরা কোন অবস্থাতেই নিজেদের অবস্থান হইতে নড়িবে না।"

যুদ্ধ শুরু হইয়া গেল। দীর্ঘক্ষণ তুমুল যুদ্ধের পর যখন কাফের সৈন্য পিছুটান দিতে লাগিল, তখন মুসলমানের অবস্থা সন্তোষজনক দেখাইতেছিল। কুরাইশরা আতংকগ্রস্ত অবস্থায় বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল। মুসলমানগণ গণীমতের মাল সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ইহা দেখামাত্র ঐ সব লোকও তাহাদের স্বীয় অবস্থান ত্যাগ করিয়া এখানে চলিয়া আসিলেন, যাহাদিগকে নবী করীম (দঃ) পিছনের পাহাড়ের উপর প্রহরায় নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাহাদের দলনেতা আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর অনেক

www.e-ilm.weebly.com

বারণ করিলেন, কিন্তু তাহারা আর এখানে প্রহরায় থাকার প্রয়োজন নাই মনে করিয়া ওখান হইতে সরিয়া আসিলেন। এখানে কয়েকজন মাত্র সাহাবী রহিয়া গেলেন।

এই অবস্থা দেখিয়া খালেদ ইবনে ওলীদ (যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই এবং কাফেরদের পক্ষে যুদ্ধ করিতেছিলেন) পশ্চাদ্দিক হইতে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া বসিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর এবং তাঁহার অবশিষ্ট গুটিকয়েক সঙ্গী প্রাণপণ লড়াই করিয়া অবশেষে সকলেই শাহাদত বরণ করিলেন। যখন রাস্তা পরিষ্কার হইয়া গেল, তখন খালিদ তাহার বাহিনী লইয়া পশ্চাদ্দিক হইতে মুসলমানদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং উভয় ফৌজ এমনভাবে সংঘবদ্ধ হইয়া গেল যে, মুসলমানগণ স্বয়ং মুসলমানদের হাতেই শহীদ হইতে লাগিলেন।

হযরত মুস্আব ইবনে উমায়ের (রাঃ) শাহাদত বরণ করিলেন। যেহেতু হুযূর (দঃ)-এর চেহারার সহিত তাঁহার অনকেটা সাদৃশ্য ছিল, তাই তাঁহার শাহাদতকে কেন্দ্র করিয়া নবী করীম (দঃ)-এর শহীদ হওয়ার গুজব ছড়াইয়া পড়িল। কোন কোন বর্ণনায় রহিয়াছে যে, জনৈক শয়তান অথবা জনৈক মুশরেক অতি উচ্চস্বরে "মুহাম্মদ (দঃ) নিহত হইয়াছেন" বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছিল।

—যুরকানী, শরহে মাওয়াহিব, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩

এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে হতাশা ছড়াইয়া পড়িল। বড় বড় খ্যাতনামা বীরদের পা টলটলায়মান হইয়া গেল। তবুও অনেক বীর যোদ্ধা তখনও প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সকলেরই দৃষ্টি গভীর আগ্রহে ঐ কাবায়ে মাকসুদ অর্থাৎ নবী করীম (দঃ)-কে অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছিল। সকলের আগে হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) হুযূর (দঃ)-কে দেখিতে পাইলেন। তিনি আনন্দে উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "মোবারক হউক— রাসূলুল্লাহ (দঃ) নিরাপদে এখানেই আছেন।"

এই খবর শোনামাত্র সাহাবায়ে কেরাম হুযূর (দঃ)-এর দিকে দৌড়াইয়া আসিলেন। কিন্তু সাথে সাথে কাফেররাও সকল দিক হইতে সরিয়া আসিয়া এই দিকেই তাহাদের আক্রমণ জোরদার করিল। বেশ কয়েকবার হুযূর (দঃ)-এর উপর আক্রমণ হইল কিন্তু তিনি নিরাপদেই রহিলেন।

একবার কাফেররা প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করিল। তখন হুযূর (দঃ) বলিলেন, "কে আমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত?" ইহা শোনার সাথে সাথে হযরত যিয়াদ ইবনে সাকান চারজন আসহাব সহ আগাইয়া আসিলেন এবং সকলেই প্রাণপণ লড়াই করিয়া শহীদ হইলেন। হযরত যিয়াদ যখন আহত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন, তখন নবী করীম (দঃ) বলিলেন, "তাঁহার লাশ নিকটে নিয়া আস।" লোকেরা

www.e-ilm.weebly.com

তাঁহাকে উঠাইয়া নিয়া আসিলেন। তাঁহার দেহে তখনও কিছুটা প্রাণস্পন্দন অবশিষ্ট ছিল। তিনি হুযুর (দঃ)-এর পবিত্র চরণের উপরে মুখ রাখিলেন এবং সেই অবস্থায়ই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সুব্‌হানাল্লাহ্!

নবী করীম (দঃ)-এর নূরানী চেহারা আহত হওয়া ঃ

কুরাইশদের বিখ্যাত বীর আব্দুল্লাহ্ ইবনে কামিয়াহ্ কাতার ডিঙাইয়া সম্মুখে আসিল এবং নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র চেহারার উপর তরবারীর আঘাত হানিল। ইহাতে শিরস্ত্রানের দুইটি কড়া হুযূর (দঃ)-এর পবিত্র চেহারার ভিতরে ঢুকিয়া গেল এবং একখানা পবিত্র দাঁত শহীদ হইয়া গেল। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) শিরস্ত্রানের কড়া যখম হইতে বাহির করিবার জন্য অগ্রসর হইলে হযরত আবু উবায়দা ইবনুল্ জাররাহ কসম দিয়া বলিলেন, "আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এই খেদমতটুকু আমাকে করিবার সুযোগ দিন।" এই বলিয়া তিনি সামনে অগ্রসর হইলেন এবং হাতের পরিবর্তে মুখ দিয়া সেই কড়া দুইটি বাহির করিয়া আনিবার জন্য সজোরে টান দিলেন। ইহাতে প্রথম বারে একটি কড়া বাহির হইয়া আসিল কিন্তু সাথে সাথে হযরত উবায়দার একটি দাঁতও ভাঙ্গিয়া গেল। ইহা দেখিয়া দ্বিতীয় কড়াটি বাহির করিবার জন্য হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) পুনরায় অগ্রসর হইলে এইবারও আবু উবায়দা (রাঃ) তাঁহাকে কসম দিয়া বাধা দিলেন এবং নিজেই দ্বিতীয়বার এমনিভাবে হাতের পরিবর্তে মুখ দিয়া দ্বিতীয় কড়াটি টানিয়া বাহির করিলেন। উহার সঙ্গে আবু উবায়দার দ্বিতীয় দাঁতটিও ভাঙ্গিয়া গেল।

—ইবনে হাব্বান, তাবরানী, দারেকুতনী প্রভৃতি, কানযুল উম্মাল ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৪

কাফেরকূল মুসলমানদের জন্য কতিপয় গর্ত খনন করিয়া রাখিয়াছিল। নবী করীম (দঃ) উহাদের একটির ভিতরে পড়িয়া গেলেন।

সাহাবাদের আত্মোৎসর্গ ঃ

ইহা দেখিয়া আত্মত্যাগী সাহাবাগণ নবী করীম (দঃ)-কে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিলেন। চতুর্দিক হইতে তীর আর তরবারীর বৃষ্টি বর্ষিত হইতে লাগিল। কিন্তু সাহাবাগণ এই সমস্ত আঘাতকে নিজেদের উপরে গ্রহণ করিতেছিলেন। হযরত আবু দাজানা (রাঃ) ঝুঁকিয়া হুযূর (দঃ)-এর জন্য ঢাল স্বরূপ হইয়া গেলেন। যেই দিক হইতেই তীর আসিত উহা তাঁহার পৃষ্ঠদেশে পতিত হইত। হযরত তালহা (রাঃ) তীর আর তরবারীর আঘাতসমূহকে নিজের দেহ পাতিয়া গ্রহণ করিতেছিলেন। ফলে, তাঁহার একটি হাত কাটিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। যুদ্ধের পরে গণনা করিয়া দেখা গেল, তাঁহার দেহে ৭০টিরও অধিক আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।

—ইবনে হাব্বান ইত্যাদি, কানযুল উম্মাল ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৮

www.e-ilm.weebly.com

হযরত আবু তালহা একটি ঢালের সাহায্যে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করিতেছিলেন। হুযূর (দঃ) যখন মাথা উঠাইয়া সৈন্য বাহিনীর দিকে তাকাইতেন, তখন আবু তাল্‌হা বলিতেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দয়া করিয়া মাথা উঠাইবেন না। শত্রুদের নিক্ষিপ্ত কোন তীর যেন আপনার দেহ মোবারকে না লাগে। ইহার জন্য আপনার পূর্বে আমারই বক্ষ প্রস্তুত রহিয়াছে।"

—বোখারী, গাযওয়া-এ-উহুদ

একজন সাহাবী আরয করিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি মারা যাই তাহা হইলে আমার ঠিকানা কোথায় হইবে?" হুযূর (দঃ) বলিলেন, "বেহেশ্‌তে।" এই সাহাবী কয়েকটি খেজুর হাতে লইয়া ভক্ষণ করিতেছিলেন। ইহা শুনামাত্র খেজুরগুলি ফেলিয়া দিলেন এবং সোজা শত্রুদের ভিড়ে ঢুকিয়া প্রাণপণ যুদ্ধ করিতে করিতে শহীদ হইয়া গেলেন। —বোখারী, গাযওয়া-এ-উহুদ

দুর্ভাগা কুরাইশরা অত্যন্ত নির্মমভাবে নবী করীম (দঃ)-এর প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতেছিল। কিন্তু রাহ্‌মাতুল-লিল-আলামীন (দঃ)-এর যবান মোবারক হইতে তখন শুধু এই কথা কয়টিই উচ্চারিত হইতেছিলঃ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

"ইয়া আল্লাহ্‌! আমার কওমকে ক্ষমা করিয়া দিন; তাহারা জানে না।"

—ফত্‌হুল বারী হিন্দী, পারা ১৬, পৃষ্ঠা ৪৮; গাযওয়া-এ-উহুদ

তাঁহার উজ্জ্বল চেহারা হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল এবং আপাদমস্তক করুণার নবী (দঃ) কোন কাপড় ইত্যাদি দ্বারা তাহা মুছিতেছিলেন আর বলিতেছিলেন, "এই রক্তের একটি ফোটাও যদি যমীনে পতিত হইত তাহা হইলে সকলের উপরে আল্লাহ্‌র আযাব অবতীর্ণ হইয়া যাইত।"

—ফত্‌হুল বারী, গাযওয়া-এ-উহুদ

এই যুদ্ধে কাফেরদের মাত্র ২২ জন বা ২৩ জন নিহত হয় এবং মুসলমানদের পক্ষে ৭০ জন শাহাদত বরণ করেন।

চতুর্থ হিজরী

বী'রে মাউনা অভিমুখে সারিয়াহ্‌-এ-মুন্‌যির (রাঃ)ঃ

এই বৎসরই সফর মাসে নবী করীম (দঃ) সত্তরজন সাহাবার এক দলকে ইস্‌লাম প্রচারের উদ্দেশ্যে নাজদবাসীদের নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে বড় বড় আলেম সাহাবীও ছিলেন। সেখানে পৌঁছার পর আমের, রা'ল, যাকওয়ান, উসাইয়া প্রভৃতি গোত্র তাঁহাদের মোকাবেলা করিতে উদ্যত হইল। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হইল

www.e-ilm.weebly.com

এবং ঘটনাক্রমে সকল সাহাবাই শাহাদত বরণ করিলেন। নবী করীম (দঃ) এই ঘটনায় খুবই মর্মাহত হইলেন। এমনকি তিনি এই ঘাতকদের জন্য অনেক দিন পর্যন্ত ফজরের নামাযে বদ দো'আ করেন। —সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৫২

এই বৎসরই শাওয়াল মাসে হযরত হাসান (রাঃ) ভূমিষ্ঠ হন এবং হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) নবী করীম (দঃ)-এর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হন।

পঞ্চম হিজরী

[কুরাইশ-ইহুদী সম্মিলিত ষড়যন্ত্র এবং গাযওয়াহ্-এ-আহ্যাব]

কুরাইশ-ইহুদী ঐক্য ঃ

নবী করীম (দঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন এখানকার ইহুদীদের সহিত একটি শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করেন। তিনি সর্বদা এই চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কিন্তু যেহেতু ইহুদীরা পবিত্র মদীনার বিত্তবান ও শীর্ষস্থানীয় নাগরিক হিসাবে গণ্য ছিল, তাই হুযূর (দঃ)-এর আগমনের পর ইসলামের ক্রমাগত উন্নতি ও সমৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদের মনে প্রবল হিংসা-ক্ষোভের সৃষ্টি হইত। এইজন্যই তাহারা সর্বদা নবী করীম (দঃ) ও মুসলমানগণের অনিষ্ট চিন্তায় লাগিয়া থাকিত।

বদর যুদ্ধে মুসলমানগণ বিস্ময়কর বিজয় অর্জন করায় ইহুদীদের হিংসা ও ক্রোধের সীমা-পরিসীমা রহিল না। শেষ পর্যন্ত তাহারা প্রকাশ্যভাবে চুক্তি লঙ্ঘনে তৎপর হইল। অনন্তর হিজরী তৃতীয় সালে তাহাদের গোত্র বনী-কায়নুকা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বসিল। পরে বনী-নাযীর গোত্রও বিদ্রোহ শুরু করিয়া দিল। ইহা দেখিয়া নবী করীম (দঃ)-ও যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করিলেন এবং মোকাবেলা হইলে তাহারা পালাইয়া দুর্গে আত্মগোপন করিল। কিছুদিন এইভাবে অবরুদ্ধ থাকার পর দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া বনী কায়নুকা সিরিয়া এলাকায় এবং বনী নাযীর খায়বার ও অন্যান্য জায়গায় চলিয়া গেল।

এই দিকে মক্কার কুরাইশগণ প্রথম হইতেই মদীনার ইহুদী ও মুনাফেকদিগকে চিঠিপত্রের মাধ্যমে শুধু যে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণের ইন্ধনই যোগাইতেছিল, তাহাই নহে; বরং সঙ্গে সঙ্গে এই হুমকীও দিয়া আসিতেছিল যে, যদি তোমরা মুহাম্মদ (দঃ)-কে মদীনা হইতে বহিষ্কার করিয়া না দাও, তাহা হইলে আমরা তোমাদের সঙ্গেও যুদ্ধ করিব। —আবু দাউদ

উপরোক্ত কারণগুলিই তাহাদের পারস্পরিক ঐক্য ও সেতু-বন্ধনের কাজ করিল এবং এই সুযোগে মক্কার কুরাইশ, মদীনার ইহুদী আর মুনাফেকদের সম্মিলিত শক্তি

www.e-ilm.weebly.com

ইসলামের বিরুদ্ধে তৎপর হইয়া মক্কা হইতে মদীনা পর্যন্ত সকল গোত্রের মধ্যে এক দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সুতরাং হিজরী ৫ম সনের ১০ই মুহাররাম তারিখে অনুষ্ঠিত 'যাতুর-রেকা'-এর যুদ্ধটি ছিল এই ষড়যন্ত্রেরই পরিণতি। অতঃপর হিজরী ৫ম সালের রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত দু'মাতুল্ জান্দাল এই ধারারই আরেকটি ঘটনা। হিজরী ৫ম সনের শা'বান মাসের দোস্রা তারিখে সংঘটিত গাযওয়াহ্-এ-বনীল মুস্তালাকও ছিল এই সম্মিলিত ষড়যন্ত্রেরই নগ্ন প্রয়াস। এই ষড়যন্ত্রসমূহ দীর্ঘদিন ধরিয়া বিভিন্ন আকারে চরম পরিণতির দিকে আগাইয়া যাইতে লাগিল।

গাযওয়াহ্-এ-আহ্যাব তথা পরিখাযুদ্ধ ঃ

অবশেষে হিজরী ৫ম সনের যিল-কা'দা মাসে তাহাদের সম্মিলিত বাহিনী মদীনা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল এবং এই উদ্দেশ্যে ১০ হাজারের এক সশস্ত্র বাহিনী মুসলমানগণকে পৃথিবীর বুক হইতে চিরতরে উচ্ছেদ করিবার লক্ষ্যে মদীনার দিকে অগ্রসর হইল। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সংবাদ অবহিত হইয়া সমস্ত সাহাবাকে ডাকিয়া পরামর্শ করিলেন। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) মত প্রকাশ করিলেন যে, পশ্চাদবর্তী ময়দানে যুদ্ধ করা সমীচীন হইবে না, বরং মদীনার যে দিক দিয়া শত্রুদের ভিতরে প্রবেশ করার সম্ভাবনা রহিয়াছে সেই দিকে পরিখা খনন করা হউক। সুতরাং নবী করীম (দঃ) তিন হাজার সাহাবাকে সঙ্গে লইয়া পরিখা খনন করিতে প্রস্তুত হইলেন। ৬ দিনের মধ্যেই ১০ হাত গভীর পরিখা খননের কাজ সমাপ্ত হইয়া গেল। পরিখা খননে স্বয়ং সাইয়্যেদুল-মুরসালীন (দঃ)-এরও এক বিরাট ভূমিকা ছিল। —মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৫৬

পরিখা খনন করিতে গিয়া একদিন কঠিন প্রস্তর শিলাখণ্ড বাহির হইয়া আসে। ফলে, পরিখা খননের কাজ ব্যাহত হইয়া পড়ে। নবী করীম (দঃ) তাঁহার পবিত্র হস্তে কোদাল মারিয়া এক আঘাতেই উহা ভাঙ্গিয়া গুড়াইয়া দিলেন। অনন্তর খন্দক প্রস্তুত হইয়া গেল।

এই দিকে কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মদীনা অবরোধ করিয়া বসিল। মুসলমানগণ প্রায় পনের দিন পর্যন্ত মদীনায় অবরুদ্ধ রহিলেন।

এমনই সময়ে ইহুদীদের অবশিষ্ট গোত্র বনী-কুরায়যাও চুক্তি ভঙ্গ করিয়া কাফেরদের দলে মিশিয়া তাহাদের দল ভারী করে।

অবরোধের কারণে মদীনার জন-জীবনে চরম অস্থিরতা ছড়াইয়া পড়িল। খাদ্য-ঘাটতির কারণে সাহাবাগণকে একাদিক্রমে তিন দিন পর্যন্ত অনাহারে থাকিতে হইল। একদিন ক্ষুধার জ্বালায় অতিষ্ঠ হইয়া সাহাবাগণ নিজেদের পেট খুলিয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখাইলেন যে, তাঁহাদের পেটের সাথে

www.e-ilm.weebly.com

পাথর বাঁধা রহিয়াছে। তখন হুযূর (দঃ)-ও স্বীয় পবিত্র পেটখানা খুলিয়া দেখাইলেন। সেখানেও দুইটি পাথর বাঁধা ছিল।

এইদিকে অবরোধকারীরা যখন পরিখা অতিক্রম করিতে সক্ষম হইল না তখন তাহারা বাহির হইতেই তীর এবং পাথর বর্ষণ শুরু করিয়া দিল। এইভাবে উভয় পক্ষ হইতে অবিরাম তীর বিনিময় চলিতে লাগিল। এই পর্যায়ে নবী করীম (দঃ)-এর চারি ওয়াক্তের নামায ক্বাযা হইয়া গেল।

কাফেরদের উপর প্রবল বায়ু-প্রবাহ এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য ঃ

অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা এই সহায়-সম্বলহীন জামা'আতের সাহায্য করিলেন এবং কাফের বাহিনীর উপরে এমন প্রবল বায়ু প্রবাহ চালাইয়া দিলেন যে, তাহাদের তাঁবুর খুঁটিসমূহ উপড়িয়া গেল আর চুলার উপর হইতে হাঁড়ি-পাতিলগুলি পর্যন্ত উল্টিয়া পড়িল। ইহা কাফের বাহিনীর বুদ্ধিকে বিকল করিয়া দিল। ইতিমধ্যে তাহাদের রসদও ফুরাইয়া আসিল। এইদিকে হযরত নাঈম ইবনে মাস্‌উদ রাযিআল্লাহু আন্‌হু এমন এক কৌশল অবলম্বন করিলেন যার ফলে কাফের বাহিনীর মধ্যে বিভেদ ও ভাঙ্গন সৃষ্টি হইয়া গেল। মোদ্দাকথা, সকল কারণ-উপকরণ এমনভাবে সমবেত হইল যে, কাফেরদের পদস্খলনের উপক্রম হইলে ময়দান পরিষ্কার হইয়া গেল।

বিবিধ ঘটনা ঃ

এই বৎসরই হজ্ব ফরয হয়। তবে ইহার দিন-তারিখ সম্পর্কে আরো কতিপয় মত রহিয়াছে।এই বৎসরের জামাদালউলা মাসে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৌহিত্র আব্দুল্লাহ ইবনে উসমান অর্থাৎ, হযরত রোকাইয়ার পুত্র পরলোক গমন করেন। শাওয়াল মাসের শেষের দিকে হযরত আয়েশা সিদ্দীকার জননীর ইন্তিকাল হয়। যি-কাআদা মাসে হযরত যয়নাব-বিন্‌তে জাহাশের সহিত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এই বৎসরই মদীনায় ভূমিকম্প ও চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। —মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৫৫

www.e-ilm.weebly.com

ষষ্ঠ হিজরী

[হোদায়বিয়ার সন্ধি, বাইয়াতে রিদওয়ান, পৃথিবীর রাজা-বাদশাহগণের প্রতি ইসলামের দাওয়াত]

হোদায়বিয়ার সন্ধিঃ

হিজরী ৬ষ্ঠ সালের যিল-কদ মাসে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা গমনের ইচ্ছা করিয়া ওমরার ইহ্‌রাম বাঁধিয়া নেন। ১৪ বা ১৫ শত সাহাবার এক বিরাট জামা'আতও তাঁহার সঙ্গী হইলেন।

—সীরাতে মোগলতাঈ

হোদায়বিয়া মক্কা শরীফ হইতে এক মন্‌জিল দূরে অবস্থিত একটি কূপ এবং ইহারই নামানুসারে অত্র এলাকার গ্রামের নামও হোদায়বিয়া বলিয়া খ্যাত। নবী করীম (দঃ) তথায় পৌঁছিয়া যাত্রা-বিরতি করিলেন।

নবী করীম (দঃ)-এর মো'জেযাঃ

তথায় একটি শুষ্ক কূপ ছিল। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মো'জেযার ফলে ইহাতে এত বিপুল পানির উৎপত্তি হইল যে, উপস্থিত সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়া গেল।

এখানে পৌঁছিয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমান (রাঃ)-কে মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন, যেন তিনি কুরাইশদেরকে অবহিত করিয়া দেন যে, হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইবার শুধু বায়তুল্লাহ্ শরীফের যিয়ারত এবং ওমরা পালন করার জন্যই তশ্‌রীফ আনয়ন করিয়াছেন—ইহাছাড়া তাঁহার অন্য কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই। হযরত উসমান (রাঃ) মক্কায় পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই কাফেররা তাঁহাকে আট্‌কাইয়া ফেলিল। এইদিকে মুসলমানদের মধ্যে গুজব ছড়াইয়া পড়িল যে, কাফেররা হযরত উসমানকে হত্যা করিয়াছে। হুযূর (দঃ)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছার পর তিনি একটি বাবুল বৃক্ষের নীচে বসিয়া সাহাবাদের নিকট হইতে জেহাদের বাইআত গ্রহণ করিলেন। ইহার বর্ণনা পবিত্র কুরআনেও রহিয়াছে এবং ইহাকেই "বাইআতে-রিদওয়ান" বলা হয়।

পরে জানা গেল যে, সংবাদটি মিথ্যা বরং কুরাইশ্‌রা সন্ধির শর্তসমূহ ঠিক করার উদ্দেশ্যে সোহায়ল ইব্‌নে আমরকে প্রেরণ করিল। নিম্নবর্ণিত শর্তে অঙ্গীকার-পত্র লিপিবদ্ধ হইল এবং দশ বৎসরের জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি অনুষ্ঠিত হইল।

www.e-ilm.weebly.com

১। মুসলমানগণ এইবার উমরা আদায় না করিয়াই ফিরিয়া যাইবেন।

২। আগামী বৎসর হজ্ব করিতে আসিয়া মাত্র তিন দিন অবস্থান করিয়া চলিয়া যাইবেন।

৩। অস্ত্র-সজ্জিত হইয়া আসিতে পারিবেন না। তরবারী সঙ্গে থাকিলে তাহা কোষবদ্ধ থাকিবে।

৪। মক্কা হইতে কোন মুসলমানকে সঙ্গে নিয়া যাইতে পারিবেন না।

৫। পক্ষান্তরে কোন মুসলমান যদি মক্কায় থাকিয়া যাইতে চান, তাহা হইলে তাহাকে বাধা দিতে পারিবেন না।

৬। কোন লোক যদি মক্কা হইতে মদীনায় চলিয়া যায়, তাহা হইলে নবী করীম (দঃ) তাহাকে ফেরৎ পাঠাইয়া দিবেন।

৭। আর মদীনা হইতে কেহ মক্কায় চলিয়া আসিলে কুরাইশরা তাহাকে ফেরত পাঠাইবে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সমস্ত শর্ত যদিও বাহ্যতঃ সম্পূর্ণভাবেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে ছিল এবং প্রকাশ্যতঃ এই সন্ধি একান্তই পরাজয়সুলভ ছিল কিন্তু মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইহাকে 'মহান বিজয়' নামে অভিহিত করেন এবং এই সফরেই সূরা "ফাতাহ" অবতীর্ণ হয়। সাহাবাগণ এইভাবে নতজানু হইয়া সন্ধি করাকে মোটেই মানিয়া নিতে পারিতেছিলেন না। হযরত ওমর (রাঃ) বার বার নবী করীম (দঃ)-কে এই সন্ধি মানিয়া না নিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। কিন্তু হুযূর (দঃ) বলিলেন, "ইহাই আমার প্রতি আল্লাহ্র নির্দেশ এবং ইহাতেই আমাদের ভবিষ্যত কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে।" সুতরাং পরবর্তীকালের ঘটনাসমূহ এই রহস্যের সমাধান করিয়া দেয়। যেমন এই সন্ধির কল্যাণে শান্তি ও নিরাপত্তার সহিত মক্কা এবং মদীনার মধ্যে যাতায়াত শুরু হইয়া যায়। কাফেররা নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে এবং মুসলমানদের কাছে বিনা বাধায় আসা যাওয়া করিতে থাকে।

এইদিকে ইস্‌লামী চরিত্রের আকর্ষণী শক্তি কাফেরদিগকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করিতে লাগিল। ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা অনুযায়ী ঐ সময় এত বেশী লোক ইসলামে দীক্ষিত হয় যে, ইতিপূর্বে আর কখনও এত বেশী লোক ইসলামে দীক্ষা লাভ করে নাই। প্রকৃত পক্ষে এই সন্ধি ছিল মক্কা বিজয়েরই ভূমিকা।

বিশ্বের শাসকবর্গের প্রতি
ইসলামের দাওয়াত ঃ

এই সন্ধির ফলে রাস্তাঘাট নিরাপদ হইয়া গেলে হুযূর (দঃ) সত্যের অবিনশ্বর বাণী দুনিয়ার সকল শাসকবর্গের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে মনস্থ করিলেন।

www.e-ilm.weebly.com

সুতরাং এই উদ্দেশ্যে হযরত আমর ইবনে উমাইয়া (রাঃ)-কে হাবশার বাদশাহ আস্‌হামা নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করা হইল। তিনি নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র পত্রখানা তাঁহার উভয় চোখের উপর স্থাপন করিলেন এবং সিংহাসন হইতে নামিয়া নীচে মাটির উপরে বসিয়া পড়িলেন আর স্বতঃস্ফুর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। নবী করীম (দঃ)-এর জীবদ্দশায়ই তাঁহার ইন্তেকাল হইয়াছিল।

হযরত দাহ্ইয়া ক্বালবীকে রোম-সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট প্রেরণ করা হইল। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সত্য নবী তাহা তিনি অকাট্য প্রমাণাদি আর অতীতের আস্‌মানী কিতাবসমূহের মাধ্যমে স্পষ্ট জানিতে পারিয়া ছিলেন। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ইহাতে তাহার উপর তাহার প্রজাকুল ক্ষেপিয়া গেল। তিনি ভীষণ ভয় পাইয়া গেলেন যে, যদি আমি মুসলমান হই, তাহা হইলে এই সমস্ত লোক আমাকে সিংহাসনচ্যুত করিবে—এই জন্য তিনি ইসলাম গ্রহণে বিরত রহিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে হোযায়ফা (রাঃ)-কে পারস্য সম্রাট খস্‌রু পারভেজের নিকট পাঠানো হইল। এই হতভাগা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চিঠির সহিত অত্যন্ত ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করিল এবং ইহাকে ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহা জানিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, "আল্লাহ্ যেন তাহার সাম্রাজ্যকে তদ্রূপ টুকরা টুকরা করিয়া দেন যেমন সে আমার চিঠিখানাকে করিয়াছে।"

সাইয়্যেদুর-রসূল (দঃ)-এর দো'আ কিভাবে অপূর্ণ থাকিবে! কিছু দিন পরেই খস্‌রু পারভেজ স্বয়ং তাহার পুত্র শেরুভিয়ার হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়।

হযরত হাতিব ইবনে আবিবালতাআ (রাঃ)-কে মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহ মুকাওকিসের নিকট পাঠানো হইয়াছিল। তাঁহার অন্তরেও আল্লাহ্ তা'আলা ইসলাম ও ইসলামের নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতা সম্পর্কে বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি হযরত হাতেবের সহিত বেশ সদ্ব্যবহার করেন এবং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে একজন বাঁদী মারিয়া কিবতিয়া (রাঃ)-ও ছিলেন এবং দুলদুল নামক একটি সাদা খচ্চরও ছিল। অন্য এক বর্ণনায় রহিয়াছে, এক সহস্র দীনার এবং বিশ জোড়া জামা কাপড়ও উপঢৌকনের মধ্যে ছিল।

হযরত আমর ইবনুল আস্‌কে আম্মানের বাদশাহগণ অর্থাৎ জাইফার ও আব্দুল্লাহ-এর নিকট প্রেরণ করা হয়। তাহারাও ব্যক্তিগত তদন্ত এবং অতীতের কিতাবাদির মাধ্যমে নবী করীম (দঃ)-এর নবুওয়তের সত্যতা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী

www.e-ilm.weebly.com

হইয়া উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁহারা তখন হইতেই প্রজাসাধারণের নিকট হইতে যাকাত আদায় করিতে শুরু করিয়া দেন এবং হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর হাতে সোপর্দ্দ করেন। —সুরুরুল-মাহ্যুন

হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) ও
হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ ঃ

হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) তখন পর্যন্ত প্রত্যেকটি জেহাদে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছিলেন। অধিকাংশ জেহাদে বিশেষ করিয়া উহুদ যুদ্ধে শুধুমাত্র তাঁহার কারণেই কাফেরদের স্খলিত পা দৃঢ় ও শক্ত হইয়াছিল। অর্থাৎ, নির্ঘাৎ পরাজয়ের মুখেও তাহারা জয়লাভ করিয়াছিল। কিন্তু হোদায়বিয়্যার সন্ধির পর তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মক্কা হইতে মদীনার পথে রওয়ানা হন। পথে আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর সহিত সাক্ষাত হইল। জানা গেল তিনিও একই উদ্দেশ্যে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। উভয়ে একসঙ্গে মদীনা পৌঁছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইলেন। (اصابه للحافظ)

সপ্তম হিজরী

[গাযওয়াহ্-এ-খায়বার, ফাদাক বিজয়, উমরা-এ-কাযা]

খায়বারের যুদ্ধ ঃ

মদীনার ইহুদীদের মধ্যে বনী-নাযীর যখন খায়বারে[১] গিয়া বসতি স্থাপন করে, ঠিক তখন হইতেই খায়বার যাবতীয় ইহুদী তৎপরতার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। তাহারা আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণকে ইসলামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিত। তাহাদের এই অশুভ তৎপরতা চিরতরে বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য হিজরী ৭ম সনের মুহাররম অথবা জামাদিউল-আউয়াল মাসে নবী করীম (দঃ) চারশত পদাতিক এবং দুইশত অশ্বারোহী বাহিনী লইয়া খায়বার অভিমুখে যাত্রা করেন। তুমুল সংঘর্ষ ও হতাহতের পর যুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানগণকে বিজয় দান করেন এবং ইহুদীদের সমস্ত দুর্গ মুসলমানদের হস্তগত হয়।

এই যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ) সর্বাধিক দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একাই খায়বরের কপাট উপড়াইয়া ফেলেন। অথচ ৭০ (সত্তর) জন লোকের পক্ষেও

টিকা

১· মদীনা শরীফ হইতে সিরিয়ার দিকে তিন-চার মনযিল দূরে অবস্থিত একটি বড় শহর।
—যুরকানী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৭

www.e-ilm.weebly.com

সেটি নাড়া সম্ভব ছিল না। কোন কোন বর্ণনায় আছে, তিনি এই দরজাটি ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। —যুরকানী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৯

ফাদাক বিজয়ঃ

খায়বার বিজয়ের পর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাদাকের ইহুদীদের বিরুদ্ধে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করিলেন। তাহারা চুক্তির মাধ্যমে মুসলমানদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিল।

উমরা-এ-ক্বাযাঃ

হোদায়বিয়ার সন্ধির বৎসর যে উমরা ত্যাগ করা হইয়াছিল এবং কুরাইশদের সহিত এই চুক্তি হইয়াছিল যে, আগামী বৎসর উমরা পালন করিবেন এবং তিন দিনের বেশী অবস্থান করিবেন না, সেই চুক্তি মোতাবেক এই বৎসর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সাহাবীগণসহ পুনরায় মক্কায় তশরীফ লইয়া গেলেন এবং চুক্তির শর্তসমূহের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা বজায় রাখিয়া উমরা সমাপনান্তে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

অষ্টম হিজরী

[সারিয়া-এ-মু'তা ও মক্কা বিজয়]

মু'তার যুদ্ধঃ

মু'তা[১] সিরিয়ার বাল্‌কা শহরের সন্নিকটে বায়তুল-মুকাদ্দাস হইতে প্রায় দুই মন্‌যিল দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। এইখানেই মুসলমান এবং রোমানদের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইহার কারণ ছিল এই যে, রোম-সম্রাটের পক্ষে বসরার শাসন কর্তা আমর ইবনে শুরাহ্‌বীল নবী করীম (দঃ)-এর দূত হারেস ইবনে উমায়ের (রাঃ)-কে হত্যা করিয়াছিল। কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে ইহা ছিল একটি ক্ষমাহীন ও গর্হিত অপরাধ এবং সরাসরি যুদ্ধ-ঘোষণার শামিল। ইহার প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে নবী করীম (দঃ) অষ্টম হিজরীর মঝামাঝি তিন হাজার সাহাবার একটি বাহিনী প্রেরণ করিলেন। মুসলমানগণ মু'তার নিকট উপনীত হইলে রোমানরা দেড় লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী লইয়া তাহাদের সম্মুখীন হইল। কয়েক দিন যুদ্ধের পর আল্লাহ্ তা'আলা দেড় লক্ষ কাফেরের উপর তিন সহস্র

টিকা

১· مؤتة শব্দের মীমের উপরে পেশ, ওয়াও সাকিন موتة হামযা ব্যতীত এবং কাহারো কাহারো মতে ওয়াও-এর উপরে হামযা হইবে। —যারকানী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৭

www.e-ilm.weebly.com

মুসলমানের ভীতি এমনভাবে সঞ্চারিত করিয়া দিলেন যে, পশ্চাদপসারণ ব্যতীত তাহারা প্রাণ বাঁচাইবার অন্য কোন উপায়ই খুঁজিয়া পাইল না। —তাল্‌খীসুস্‌-সীরাত

মক্কা বিজয়ঃ

হোদায়বিয়ার চুক্তিপত্রে যে সমস্ত শর্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, মুসলমানগণ তাঁহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত তাহা পালন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু হিজরী ৮ম সালে কুরাইশ্‌রা সেই সন্ধি ভঙ্গ করিল। নবী করীম (দঃ) একজন দূতের মাধ্যমে চুক্তিনামা নবায়নের জন্য কুরাইশদের সামনে কতিপয় শর্ত উপস্থাপন করিলেন এবং শেষের দিকে লিখিয়া দিলেন যে, এই শর্তসমূহ তাহাদের মনঃপুত না হইলে হোদায়বিয়ার সন্ধি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। কুরাইশ্‌রা সন্ধি ভঙ্গের প্রস্তাবই পছন্দ করিল।

নবী করীম (দঃ) জেহাদের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি শুরু করিলেন এবং হিজরী ৮ম সালের ১০ই রমযান মঙ্গলবার আসরের নামাযের পর ১০ হাজার[১] লোকের বিরাট বাহিনী লইয়া মক্কার উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ করিলেন। হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌঁছার পর মাগরিবের সময় হইলে সকলে রোযা ইফ্‌তার করিলেন। মক্কার উপকণ্ঠে পৌঁছিয়া হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রাঃ)-কে মুসলিম বাহিনীর একটি অংশসহ (অপেক্ষাকৃত) উপরের দিক দিয়া মক্কায় প্রবেশ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। এবং বলিয়া দিলেন যে, কেহ তোমাদের সহিত যুদ্ধ না বাধাইলে তোমরাও তাহার সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইও না।

এইদিকে নবী করীম (দঃ) স্বয়ং অপর প্রান্ত দিয়া মক্কায় প্রবেশ করিলেন এবং সাধারণ ঘোষণা প্রচার করিয়া দিলেন যে, "যে ব্যক্তি মস্‌জিদে প্রবেশ করিবে সে নিরাপদ, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করিবে সে নিরাপদ এবং যে ব্যক্তি নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া রাখিবে সেও নিরাপদ।" অবশ্য ১১ জন পুরুষ আর ৪ জন নারীর রক্ত ক্ষমা করেন নাই। কারণ, ইহাদের অস্তিত্ব স্বয়ং যাবতীয় বিশৃঙ্খলার উৎস ছিল। কিন্তু ইহারা সকলেই ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িল এবং পরে তাহাদের অধিকাংশই মক্কা বিজয়ের পরে মদীনায় পৌঁছিয়া ইসলাম গ্রহণ করিল।

২০শে রমযান শুক্রবার নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ সম্পন্ন করিলেন। তখনও পর্যন্ত কা'বা শরীফের আশেপাশে ৩৬০টি মূর্তি যথারীতি রক্ষিত ছিল। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হস্তে এক খণ্ড কাঠ ছিল। যখন তিনি কোন মূর্তির পাশ দিয়া যাইতেন, তখন উহা দ্বারা ইঙ্গিত

টিকা

১. হাকীমের বর্ণনা মতে ১২ হাজার ছিল। —মোগলতাঈ

www.e-ilm.weebly.com

করিতেন আর মূর্তিটি মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া যাইত। তিনি তখন এই আয়াতটি পাঠ করিতেছিলেন—

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

অর্থাৎ, "সত্য আসিয়া গিয়াছে; বাতিল নির্মূল হইয়াছে। বাতিল তো নিশ্চিতই ক্ষয়িষ্ণু।"

মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশ্‌দের সহিত মুসলমানদের আচরণঃ

তাওয়াফ সমাপ্ত করিয়া নবী করীম (দঃ) কা'বা শরীফের চাবিবাহক উসমান ইবনে তাল্‌হা শাইবীর নিকট হইতে কা'বা গৃহের চাবি লইয়া কা'বা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তথা হইতে বাহির হইয়া মাকামে ইব্‌রাহীমের উপর নামায পড়িলেন। নামায শেষে তিনি মসজিদে তশ্‌রীফ নিয়া গেলেন। আজ তিনি কুরাইশদের সম্পর্কে কি নির্দেশ জারী করেন—লোকজন গভীর উৎকণ্ঠার সহিত তাহারই অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু সকল সন্দেহ ও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটাইয়া সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব শান্তির দূত মুহাম্মদ (দঃ) কুরাইশদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ "তোমরা সকল দিক দিয়াই স্বাধীন ও নিরাপদ।" অনন্তর তিনি কা'বা শরীফের চাবিও তাহাদিগকে ফেরৎ দিয়া দিলেন। —তাল্‌খীসুস্‌-সীরাত

নবী-করীম (দঃ)-এর মহত্ত্ব এবং আবু সুফিয়ানের ইস্‌লাম গ্রহণঃ

আবু সুফিয়ান যিনি তখনও পর্যন্ত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কুরাইশদের সর্বাপেক্ষা বড় নেতা ছিলেন এবং ইস্‌লামের বিরুদ্ধে পরিচালিত কুরাইশ্‌দের প্রায় সব কয়টি যুদ্ধে তিনিই প্রধান সেনাপতির ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছিলেন, মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে গোপনে মুসলিম বাহিনীর সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মক্কা হইতে বাহির হইলে সাহাবাগণ তাহাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু যখন গ্রেফ্‌তার করিয়া রাহ্‌মাতুল-লিল-আলামীনের খেদমতে উপস্থিত করা হইল, তখন সেখান হইতে তাহাকে ক্ষমা করার নির্দেশ প্রদত্ত হইল। নবী করীম (দঃ)-এর এই মহত্ত্ব ও উদারতার ফলশ্রুতিতে আবু সুফিয়ান সাথে সাথে মুসলমান হইয়া গেলেন। এখন আমরা তাঁহাকে "হযরত আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু" বলিয়া থাকি।

মক্কা বিজয়ের দিন এক ব্যক্তি কাঁপিতে কাঁপিতে নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইল। আপাদমস্তক করুণার ছবি নবী মুহাম্মদ (দঃ) বলিলেন, "শান্ত হও

www.e-ilm.weebly.com

এবং নিশ্চিন্ত থাক। আমি কোন রাজা-বাদশাহ নহি; বরং একজন অতি সাধারণ মায়ের সন্তান।"

মক্কা বিজয়ের পর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পনের দিন[১] সেখানে অবস্থান করেন। এই সময় মদীনার আনসারগণ এই কথা ভাবিয়া মনে কষ্ট পাইতে লাগিলেন যে, এখন তো হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাতেই থাকিয়া যাইবেন আর আমরা তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া পড়িব। কিন্তু নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদের এই সন্দেহ আঁচ করিতে পারিয়া বলিলেন, "না, বরং এখন যে আমাদের মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরই সাথে জড়িত।" অতঃপর হযরত আত্তাব ইবনে উসাইদ (রাঃ)-কে মক্কার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া তিনি স্বয়ং পবিত্র মদীনা অভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন।

হোনায়েনের যুদ্ধঃ

মক্কা বিজয়ের পর সাধারণভাবে আরবের জনগণ বিপুল সংখ্যায় ইসলামে দীক্ষিত হইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে এমন অনেক লোক ছিলেন যাঁহারা ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া সত্ত্বেও কুরাইশদের প্রতিপত্তির ভয়ে ইসলাম গ্রহণ বিলম্বিত করিতেছিলেন এবং মক্কা বিজয়ের অপেক্ষা করিতেছিলেন। এখন তাঁহাদের সকলেই দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। অবশিষ্ট আরবদেরও এমন শক্তি বা সাহস ছিল না যে, তাহারা এখন ইসলামের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ায়।

অবশ্য হাওয়াযিন এবং বনী সাকীফ গোত্রদ্বয় আত্মসম্মানবোধের খাতিরে মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করার সংকল্প লইয়া মক্কার দিকে অগ্রসর হইল। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এই সংবাদ অবগত হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে ১২ হাজার সেনার এক বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ১০ হাজার ছিলেন ঐ সকল আনসার ও মুহাজের যাঁহারা মক্কা বিজয়ের সময় মদীনা হইতে নবী করীম (দঃ)-এর অনুগামী হইয়াছিলেন আর ২ হাজার ছিলেন ঐ সকল নও-মুসলিম, যাঁহারা মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (এই সংখ্যাটি এখন পর্যন্ত ইস্‌লামী বাহিনীর সবচাইতে বড় সংখ্যা ছিল।)

টিকা

১· সীরাতে মোগলতাঈ। বোখারী শরীফের সপ্তম পৃষ্ঠার বর্ণনা অনুযায়ী এই ব্যাপারে আরো বিভিন্ন মত রহিয়াছে।

www.e-ilm.weebly.com

হিজরী ৮ম সালের ৬ই শাওয়াল আল্লাহর এই বাহিনী রওয়ানা হইল। যখন তাঁহারা হোনায়েন প্রান্তরে[১] উপনীত হইলেন, তখন পাহাড়ের ঘাটিতে আত্ম-গোপনকারী শত্রুরা অতর্কিতে মুসলমানদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। যেহেতু তখনও সৈন্যদের ব্যূহ বিন্যাসই সমাপ্ত হয় নাই, তাই মুসলিম-বাহিনীর সম্মুখভাগ পিছু হটিতে লাগিল।

এই পশ্চাদপসরণের বাহ্যিক কারণ হিসাবে ব্যূহ বিন্যাসের অসম্পূর্ণতাকে দায়ী করা হইলেও বাস্তব কারণ কিন্তু অন্যটি। সেদিকেই পবিত্র কুরআন ইঙ্গিত করিয়াছে। অর্থাৎ "মুসলমানগণ এই সময় চিরাচরিত অভ্যাসের বিপরীতে নিজেদের সংখ্যাধিক্য আর সাজ-সরঞ্জাম প্রত্যক্ষ করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেছিলেন এবং কোন কোন সাহাবী এমনকি হযরত সিদ্দীকে আকবর রাযিআল্লাহু আন্‌হুর মত লোকের মুখেও "আজ আমরা পরাজিত হইতে পারি না" এই উক্তি উচ্চারিত হইয়াছিল। এইজন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন, যেন তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে যে, তাহাদের জয়-পরাজয় আল্লাহ্‌র হাতে এবং তাহা তীর ও তরবারীর খেলা মাত্র নহে। বরং—

این همه مستی و بیهوشی نه حد باده بود
باحریفاں انچه کردآں نرگس مستانه کرد

"নার্গিসের সেই শক্তি কোথা
রঙ চড়াবে আমার প্রাণে?
আড়ালে তার যে জন আছে
সেই তো মোরে কাছে টানে।"

বদর যুদ্ধে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও এত বড় বিজয় আর হোনায়েনের যুদ্ধে এত বিপুল সাজ-সরঞ্জামের সমাবেশ সত্ত্বেও (প্রথম দিকে) পরাজয়ের ইহাই অন্তর্নিহিত রহস্য।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সময় দুইটি বর্ম পরিধান করিয়া দুলদুল নামক একটি সাদা খচ্চরের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। লোকজনকে পশ্চাদপসরণ করিতে দেখিয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে

টিকা

১· হোনায়েন পবিত্র মক্কা হইতে তিন মনযিল দূরে তায়েফের নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম।
—মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৭২

www.e-ilm.weebly.com

হযরত আব্বাস (রাঃ) মুসলমানগণকে এক বীরত্বব্যঞ্জক আওয়াজ দ্বারা যুদ্ধরত থাকার আহ্বান জানান। ফলে, তাঁহাদের নড়বড়ে পা পুনরায় সুদৃঢ় হইয়া যায় এবং উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই আরম্ভ হয়।

এক মহান মো'জেযা ঃ

[এক মুষ্টি মৃত্তিকা দ্বারা বিরাট শত্রু বাহিনীর পরাজয়]

এইদিকে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুষ্ঠি মাটি উঠাইয়া শত্রু বাহিনীর দিকে নিক্ষেপ করিলেন যাহা মহান আল্লাহ্র কুদরতে প্রতিপক্ষের প্রতিটি সৈনিকের চোখে এমনভাবে গিয়া প্রবেশ করিল যে, একটি চক্ষুও রক্ষা পাইল না।

—সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৭২

শেষ পর্যন্ত শত্রু-বাহিনী ভীত ও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। মুসলিম বাহিনীর চারি ব্যক্তি আর কাফের বাহিনীর সত্তর জনেরও অধিক সৈন্য নিহত হইল। মুসলমানরা প্রতিশোধের নেশায় শিশু ও নারীদের উপর হাত উঠাইতে উদ্যত হইলে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে এ কাজ হইতে বিরত রাখিলেন। —মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৭২

তায়েফ যুদ্ধ ঃ

ইহার পর নবী করীম (দঃ) বনী-সাকীফ ও হাওয়াযিন গোত্রের কেন্দ্র তায়েফের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। প্রায় ১৮ দিন পর্যন্ত তাহাদিগকে অবরোধ করিয়া রাখা হইল, কিন্তু বিজয় অর্জিত হইল না। সুতরাং তিনি যখন অবরোধ তুলিয়া দিয়া সেখান হইতে ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন, তখন পথিমধ্যেই জি'রানা নামক স্থানে তায়েফ হইতে হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইল এবং হোনায়েন যুদ্ধে তাহাদের যে সকল লোক বন্দী হইয়াছিল তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবার আবেদন জানাইল। হুযূর (দঃ) তাহাদের আবেদন মঞ্জুর করিয়া তাহাদের বন্দীদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন। অনন্তর নবী করীম (দঃ) মদীনায় উপনীত হইলে তায়েফবাসীদের একটি প্রতিনিধি দল তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিল। —মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৭৪

উমরা-এ-জি'রানা ঃ

হোনায়েন যুদ্ধের পর জি'রানা নামক স্থানে অবস্থানকালে নবী করীম (দঃ) উমরা পালন করার ইচ্ছা করিলেন এবং এহ্রাম বাঁধিয়া মক্কায় আগমন করিলেন। অতঃপর উমরা সমাপনান্তে সেই রাত্রেই জি'রানায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

—তাল্খীসুস্-সীরাত, পৃষ্ঠা ৫৪

www.e-ilm.weebly.com

নবম হিজরী

[গাযওয়াহ্-এ-তবুক, হাজ্জুল ইসলাম, প্রতিনিধি দলের আগমন এবং দলে দলে ইসলাম গ্রহণ]

তবুক যুদ্ধ ও ইস্‌লামে চাঁদার প্রচলন ঃ

তায়েফ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর নবম হিজরীর মাঝামাঝি পর্যন্ত হুযূর (দঃ) মদীনায়ই অবস্থান করেন। ইতিমধ্যে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, ম্যু'তার যুদ্ধে পরাজিত রোমানরা মুসলমানদের সহিত পুনরায় যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মদীনা হইতে ১৪ মন্‌যিল দূরে তবুক নামক স্থানে বিপুল সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও জেহাদের প্রস্তুতি নিতে লাগিলেন, কিন্তু তখন দুর্ভিক্ষের দরুন মুসলমানগণ অত্যন্ত অভাব-অনটনের মধ্যে কালাতিপাত করিতে ছিলেন। তদুপরি গরমও পড়িয়াছিল অত্যধিক। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আত্মত্যাগী সাহাবাগণ জেহাদের জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগিলেন। জেহাদ-তহবিলে চাঁদা দানের আবেদন জানানো হইলে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) তাঁহার যাবতীয় মাল-সামান নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে আনিয়া হাযির করিলেন। হযরত উসমান (রাঃ) যুদ্ধোপকরণের মাধ্যমে এক বিরাট সাহায্য পেশ করিলেন। ৯০০ উট আর ১০০ ঘোড়া ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। —মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৭৬

রজব মাসের বৃস্পতিবার নবী করীম (দঃ) ত্রিশ হাজার সাহাবীর এক বিশাল বাহিনীসহ তবুকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

কতিপয় মো'জেযা ঃ

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন, হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) দল হইতে পৃথক হইয়া চলিতেছেন। তখন নবী করীম (দঃ) বলিলেন, "এই লোকটি দুনিয়ার সকল সংশ্রব হইতে আলাদা হইয়াই চলিবে, আলাদাই যিন্দেগী অতিবাহিত করিবে এবং আলাদা অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করিবে।" বস্তুতঃ পরবর্তীতে তাহাই হইয়াছিল।

এই যুদ্ধেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনী হারাইয়া যায়। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহীযোগে অবহিত করা হইল যে, ইহার লাগাম অমুক জায়গায় একটি গাছের সঙ্গে আটকাইয়া গিয়াছে। সেখানে গিয়া দেখা গেল, অবস্থা তদ্রূপই ছিল। —মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৭৭

www.e-ilm.weebly.com

মুসলমানগণ যখন তবুক পৌঁছিলেন, তখন সেখানে কেহই ছিল না। বাদশাহ হিরাক্লিয়াস হিমাস চলিয়া গিয়াছিল। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালেদ (রাঃ)-কে উকাইদির নামক খৃষ্টানের নিকট প্রেরণ করেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ বলেন, তোমরা রাত্রিবেলা এই অবস্থায় তাহার সাক্ষাত পাইবে যে, সে তখন শিকারে মগ্ন। হযরত খালেদ (রাঃ) সেখানে পৌঁছিয়া হুবহু তাহাই দেখিলেন। এবং তাহাকে বন্দী করিয়া নিয়া আসিলেন।

মোটকথা, নবী করীম (দঃ) প্রায় পনের-বিশ দিন সেখানে অবস্থান করেন। কিন্তু কোন যুদ্ধ সংঘটিত হইল না। অগত্যা তিনি ফিরিয়া আসিতে মনস্থ করিলেন। ইহাই ছিল তাঁহার সর্বশেষ অভিযান। হিজরী নবম সালের রমযান মাসে নবী করীম (দঃ) পবিত্র মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

মস্‌জিদে যেরারে অগ্নি-সংযোগঃ

তবুক হইতে ফিরিয়া আসার পর হুযূর (দঃ) সেই জায়গাটিতে অগ্নি-সংযোগের নির্দেশ দিলেন যাহা মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে শলা-পরামর্শ করার উদ্দেশ্যে মস্‌জিদের নামে তৈরী করিয়াছিল এবং মুসলমানদিগকে প্রতারণা করার লক্ষ্যে ইহার নাম দিয়াছিল মস্‌জিদ। —মোগলতাঈ

এই ঘটনার দ্বারা এই বিষয়টিও পরিষ্কার হইয়া গেল যে, মস্‌জিদে যেরার বা যড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যে নির্মিত মসজিদ বাস্তবপক্ষে মসজিদই নহে।

প্রতিনিধিদলের আগমন এবং
দলে দলে ইস্‌লাম গ্রহণঃ

হোদায়বিয়া সন্ধির পর যখন রাস্তাঘাট নিরাপদ হইয়া গেল, তখন ইসলামের প্রচার ও প্রসার (যাহার জন্য শান্তি ও নিরাপত্তারই প্রয়োজন ছিল সবচাইতে বেশী) অনেকাংশে ব্যাপক আকারে সংঘটিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। এই জন্যই সেই সন্ধির নাম আস্‌মানী দফ্‌তরে "ফাতাহ" বা বিজয় রাখা হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পরেও কিছু লোক কুরাইশদের চাপে ইসলামে দীক্ষিত হইতে পারিতেছিল না। মক্কা বিজয় এই অসুবিধাটুকুও অপসারিত করিয়া দিল। এখন পবিত্র কুরআনের শাশ্বত বাণী সমগ্র আরবের ঘরে ঘরে পৌঁছিয়া তাহার অনন্যসাধারণ প্রয়োগক্ষমতার মাধ্যমে সকলের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করিল। ফলে যে সকল লোক ইসলাম ও মুসলমানদের চেহারা দর্শন করাকে কোনক্রমেই পসন্দ করিত না, তাহারাও দলে দলে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করিয়া প্রতিনিধি দলের আকারে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইতে লাগিল এবং স্বেচ্ছায় ইসলামে দীক্ষিত হইয়া ইসলামের জন্য নিজের জান-মাল উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত

www.e-ilm.weebly.com

হইয়া যায়। এই প্রতিনিধি দলসমূহের অধিকাংশই হিজরী নবম সালে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়।

সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলঃ

তবুক যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরেই সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলামে দীক্ষিত হয়। ইহার পর ক্রমাগত প্রতিনিধি দলের আগমন শুরু হয়—যাহার সংখ্যা ৭০ পর্যন্ত বর্ণনা করা হইয়া থাকে।[১] তন্মধ্যে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

বনী-ফাযারার প্রতিনিধি দলঃ

এই গোত্রের লোকেরা পূর্বেই মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। পরে প্রতিনিধি দল আকারে নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়।

বনী-তামীমের প্রতিনিধি দলঃ

বনী-তামীম গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয় এবং কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর সকলেই মুসলমান হইয়া দেশে ফিরিয়া যায়।

বনী-সা'দ ইব্‌নে বকরের প্রতিনিধি দলঃ

এই প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন যেমাম ইবনে সা'লাবা। তিনি নবী করীম (দঃ)-কে বেশ কিছু প্রশ্ন করেন। হুযূর (দঃ) ইহাদের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করায় তাঁহার মনের সকল সংশয় কাটিয়া যায়। অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করতঃ নিজ গোত্রের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া ইসলামের প্রচার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। পরে গোত্রের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

কিন্দার প্রতিনিধি দলঃ

সূরা "সাফ্‌ফাত"-এর প্রারম্ভিক কয়েকটি আয়াত শ্রবণ করিবার সাথে সাথেই ইহারা মুসলমান হইয়া যান।

বনী-আব্দুল কায়েসের প্রতিনিধি দলঃ

ইঁহারা পূর্বে খৃষ্টান ছিলেন। ইঁহাদের সকলেই নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। পরে নবী করীম (দঃ) তাঁহাদিগকে ইসলামের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াদি শিক্ষা দেন।

বনী-হানীফার প্রতিনিধি দল॥

ইঁহারাও নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে মুসায়লামাও ছিল। যে পরে মিথ্যা নবুওয়তের দাবী করিয়া মিথ্যাবাদী

টিকা

১· হাফেজ মোগলতাঈ ইহাদের নাম বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। —সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৭৭

www.e-ilm.weebly.com

মুসায়লামা নামে অভিহিত হয়। পরে নবুওয়তের এই মিথ্যা দাবীর কারণেই হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে সাহাবাদের হাতে সদলবলে নিহত হয়।

টিকা ঃ মিথ্যাবাদী মুসায়লামা তাহার নবুওয়তের মিথ্যা দাবীর সময়ও নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কুরআনে মজীদ এবং ইসলামের প্রতি অবিশ্বাসী ছিল না।[১] সুতরাং হাদীস ও তাফ্সীর শাস্ত্রের ইমাম শায়খ আবু জা'ফর তাবারী তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, মুসায়লামা তাহার মুয়াজ্জিনকে আযানের মধ্যে সর্বদা اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ —এই বাক্যটি উচ্চারণ করিবার নির্দেশ প্রদান করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু যেহেতু নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কোন প্রকার নবুওয়তের দাবী কস্মিণকালেও বৈধ নহে ; বরং সাধারণভাবে নবুওয়তের দাবী করা কোরআনের অসংখ্য আয়াত, "আহাদীসে মুতাওয়াতেরা" এবং "ইজমা-এ-উম্মতের" আকীদা মোতাবেক খতমে নবুওয়তকে অস্বীকার করারই নামান্তর। তাই ইজমা-এ-সাহাবার সর্বসম্মত রায় অনুযায়ী মুসায়লামার শরীয়ত বিরোধী নবুওয়তের দাবী করাও ধর্মদ্রোহিতা এবং স্ব-ধর্মত্যাগ বলিয়া সাব্যস্ত করা হয়। সুতরাং ইজমা-এ-সাহাবার রায় মোতাবেক তাহার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা হয়। তাহার আযান, নামায ও তেলাওয়াতে কুরআন তাহাকে কাফের বলা হইতে সাহাবাগণকে বিরত রাখিতে পারে নাই।

মীর্যা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানীর দাবী মিথ্যাবাদী মুসায়লামার চাইতেও অনেক বেশী। সে যে শুধু নিজেকে সমস্ত আম্বিয়া কেরাম হইতে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম বলিয়াই দাবী করে তাহা নহে, বরং কোন কোন নবী সম্পর্কে এমন মর্মান্তিক ও অপমান-জনক মন্তব্য করিয়া থাকে যে, কোন ভদ্রলোকের পক্ষেই তাহা সম্ভব নহে। বিশেষ করিয়া হযরত ঈসা আলাইহিস্সালামের উপর সে তাহার অপবাদের তূণ শূন্য করিয়া দিয়াছে। সে তাঁহাকে এমন অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিয়াছে যে, তাহা শ্রবণ করিয়া কোন মুসলমানই সহ্য করিতে পারে না। যাহার সত্যতা খোদ মীর্যা সাহেবের রচিত গ্রন্থ "যমীমা-এ-আন্জামে আথম" "দাফে উল বালা", "নুযুলুল-মাসীহ" পুস্তক পাঠে সকলেই যাঁচাই করিতে পারেন। ইহা এবং এই ধরনের আরও অসংখ্য শেরেকী দাবী প্রত্যক্ষ করিয়া সকল ইসলামী দল ও মতের উলামাগণ যদি সর্বসম্মতভাবে তাহাকে কাফের বলিয়া ফতোয়া প্রদান করেন এবং তাহার নামায,

টিকা

১· এবং নিজেকে স্বতন্ত্র শরীয়তধারী নবী বলিয়াও দাবী করিত না। বরং আমাদের যামানার কাদিয়ানী মীর্যা সাহেবের মত কোন নূতন শরীয়তের দাবী ছাড়াই নবী করীম (দঃ)-এর অধীনে নবুওয়তের দাবী করিত।

www.e-ilm.weebly.com

রোযা ও তাহার স্ব-কপোল কল্পিত ইসলাম প্রচারের প্রতি কোন প্রকার ভ্রূক্ষেপ না করেন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে ইহা হইবে সাহাবীগণের সুন্নতেরই সঠিক অনুসরণ। ইহাতে তাঁহাদিগকে দোষারোপ করা যাইবে না।

বনী-কাহ্তানের প্রতিনিধি দলঃ

এই গোত্রের সরদার ছিলেন হযরত যায়েদ আল-খাইল। ইঁহারাও সকলেই নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইস্লাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বনী-হারিসের প্রতিনিধি দলঃ

ইঁহাদের মধ্যে হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রাঃ)-ও ছিলেন। তিনি তাঁহার সঙ্গীসাথিগণসহ মুসলমান হইয়া যান।

এইভাবে বনী আসাদ, বনী মুহারিব, হামাদান, গাসসান প্রভৃতি গোত্রের প্রতিনিধি দলের কেহ কেহ উপস্থিতির পূর্বে আবার কেহ কেহ উপস্থিতির পরে মুসলমান হন। হিম্য়ারের বিভিন্ন সরদার—যাহারা নিজ নিজ গোত্রের বাদশাহ বলিয়া বিবেচিত হইতেন—তাহাদের পক্ষে দূতগণ সংবাদ নিয়া আসেন যে, তাহারা সকলেই স্বেচ্ছায় মুসলমান হইয়া গিয়াছেন। এইভাবে পদাতিক ও অশ্বারোহী প্রতিনিধি দলসমূহ উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিতে থাকিলেন। এইভাবে দশম হিজরী সালে বিদায় হজ্জের সময় নবী করীম (দঃ)-এর সঙ্গে এক লাখেরও বেশী মুসলমান শরীক হন। যাহারা এই হজ্জে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের সংখ্যা ইহার চাইতেও কয়েক গুণ বেশী ছিল।

সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-কে আমীরে হজ্জ মনোনয়নঃ

তবুকের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া হিজরী নবম সালের যি-কাআদা মাসে নবী করীম (দঃ) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে আমীরে হজ্জ মনোনীত করিয়া পবিত্র মক্কা অভিমুখে প্রেরণ করেন।

দশম হিজরী

হজ্জাতুল্ ইস্লাম বা বিদায় হজ্জঃ

হিজরী ১০ম সনের যি-কা'দা মাসের ২৫ তারিখ সোমবার নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা মুয়াযযামা অভিমুখে যাত্রা করেন। সাহাবাদের এক বিরাট দলও তাঁহার সঙ্গী হইলেন, যাহাদের সংখ্যা এক লক্ষের চাইতেও বেশী ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মদীনা হইতে ছয় মাইল দূরে "যুল-হোলায়ফা" নামক স্থানে পৌঁছিয়া ইহরাম বাঁধেন। অতঃপর ৪ঠা যিল্-হাজ্জ

www.e-ilm.weebly.com

রোজ শনিবার মক্কা মোয়াযযামায় প্রবেশ করেন এবং শরীয়তের বিধান অনুযায়ী হজ্জ আদায় করেন।

আরাফাতের খুতবা বা বিদায়-হজ্জের ভাষণঃ

যিল-হাজ্জ মাসের ৯ তারিখে আরাফাতের ময়দানে গমন করিয়া নবী করীম (দঃ) এক বিস্তারিত ও অলংকারপূর্ণ ভাষণ দান করেন। ইহা ছিল হিতোপদেশ ও বিধিবিধান সম্বলিত মহান আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশেষ নবীর সর্বশেষ পয়গাম। বিশেষ করিয়া ইহার নিম্ন-বর্ণিত বাণীসমূহ প্রতিটি মুসলমানকে তাহার হৃদয়-পটে অঙ্কিত করিয়া রাখা উচিতঃ

"হে লোকসকল! আমার কথা শ্রবণ কর, যাহাতে আমি তোমাদের জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় বিবৃত করিতে পারি। আগামী বৎসর পুনরায় তোমাদের সহিত মিলিত হইতে পারিব কি না তাহা আমার জানা নাই।"

অতঃপর বলিলেন, "তোমাদের নিকট কেয়ামতের দিন পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলমানের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু ঠিক তেমনিভাবে সম্মানিত যেমনিভাবে আজিকার (আরাফার) এই দিন, এই (যিল হজ্জ) মাস এবং এই (মক্কা) নগরী তোমাদের কাছে সম্মানিত। এইজন্য কাহারও কাছে কাহারও কোন আমানত থাকিলে তাহা অবশ্যই আদায় করিয়া দিবে।"

অতঃপর বলিলেন, "হে লোকসকল! তোমাদের উপর তোমাদের স্ত্রীগণের কিছু অধিকার রহিয়াছে। তাহাদের উপরও তোমাদের কিছু অধিকার আছে। সবলোকই পরস্পর ভাই ভাই। কাহারও জন্য তাহার ভাইয়ের মাল তাহার অনুমোদন ছাড়া হালাল হইবে না। আমার পরে তোমরা কাফের হইয়া যাইও না এবং একে অন্যকে হত্যা করিও না। আমি তোমাদের জন্য আমার পরে আল্লাহ্‌র কিতাব রাখিয়া যাইতেছি। যদি তোমরা ইহার নির্দেশাবলী শক্তভাবে আঁকড়াইয়া ধর তাহা হইলে কখনও পথভ্রষ্ট হইবে না।"

অতঃপর বলিলেন, "হে লোকসকল! তোমাদের পালনকর্তা (রব্ব) এক, তোমাদের পিতা এক, তোমরা সকলে এক আদমের সন্তান এবং আদম মাটি হইতে সৃষ্ট। তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত যে সর্বাপেক্ষা অধিক খোদা-ভীরু। কোন আরব কোন অনারবের উপর খোদা-ভীরুতা ব্যতীত অধিক মর্যাদাবান ও সম্মানী হইতে পারে না। মনে রাখিও, আমি আল্লাহ্‌র বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছি। ইয়া-আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী রহিয়াছ যে, আমি তোমার বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছি। উপস্থিত লোকদের উচিত, তাহারা যেন অনুপস্থিতদের নিকট এই সমস্ত বাণী পৌঁছাইয়া দেয়।"

www.e-ilm.weebly.com

হজ্জ সমাপন করিয়া নবী করীম (দঃ) ১০ দিন মক্কা মুয়াযযামায় অবস্থান করেন। তারপর পবিত্র মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

একাদশ হিজরী

[সারিয়াহ্-এ-উসামা, অন্তিম পীড়া ও ওফাত]

সারিয়াহ্-এ-উসামা ঃ

মক্কা হইতে ফিরিয়া আসিয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরী একাদশ সনের ২৬শে সফর সোমবার রোমানদের সহিত জিহাদের উদ্দেশ্যে এক অভিযান প্রস্তুত করেন। এই অভিযানে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ), হযরত ফারূকে আযম (রাঃ), এবং হযরত আবু উবায়দা (রাঃ)-এর ন্যায় প্রবীণ সাহাবাগণও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই অভিযানের নেতৃত্ব হযরত উসামা (রাঃ)-এর উপর অর্পিত হয়। ইহাই ছিল সর্বশেষ অভিযান যাহা প্রেরণের সকল ব্যবস্থা নবী করীম (দঃ) নিজে সম্পন্ন করেন। ইহা রওয়ানা হইবার পূর্ব-মুহূর্তে নবী করীম (দঃ) জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়েন।

নবী করীম (দঃ)-এর অন্তিম পীড়া ঃ

হিজরী একাদশ সনের সফর মাসের ২৮ তারিখ বুধবার দিবাগত রাত্রে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "বাকী গারকাদ" নামক গোরস্থানে গমন করিয়া কবরবাসীগণের উদ্দেশ্যে মাগফেরাতের দো'আ করেন যে, "হে কবর-বাসীগণ! তোমাদের বর্তমান অবস্থা ও কবরের অবস্থান শুভ হউক। কেননা এখন পৃথিবীতে ফেতনার তমসা ছড়াইয়া পড়িয়াছে।" সেখান হইতে ফিরিয়া আসার পর মাথায় ব্যথা অনুভব করিলেন এবং সাথে সাথে জ্বরও আসিয়া গেল।[১] সহীহ্ বোখারী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী এই জ্বর ক্রমাগত ১৩ দিন স্থায়ী হয়। এই রোগেই তাঁহার ওফাত হয়।[২] এই সময় তিনি তাঁহার অভ্যাস মোতাবেক প্রত্যহ পবিত্র সহ-ধর্মিণীগণের প্রকোষ্ঠে স্থানান্তরিত হইতে থাকেন। অসুখ দীর্ঘ এবং কঠিন আকার ধারণ করিলে অসুস্থতার দিনগুলিতে হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আন্হার গৃহে অবস্থান করার জন্য অন্যান্য সহ-ধর্মিণীগণের নিকট অনুমতি চাহিলে সকলেই অনুমতি দিয়া দিলেন।

টিকা

১· সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২২

২· ফতহুল বারী হিন্দী, পারা ১৮, পৃষ্ঠা ৯৮

www.e-ilm.weebly.com

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-এর ইমামতঃ

ধীরে ধীরে পীড়া এত প্রবল আকার ধারণ করিল যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর মসজিদে তশ্‌রীফ নিয়া যাইতে পারিতেছিলেন না। তখন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-কে নামাযে ইমামত করিবার নির্দেশ দিলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) প্রায় ১৭ ওয়াক্ত নামায পড়ান। এই সময় একদিন ঘটনাক্রমে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) ও হযরত আব্বাস (রাঃ) আনসারদের একটি মজলিসের পাশ দিয়া যাওয়ার সময় দেখিতে পাইলেন, তাঁহারা ক্রন্দন করিতেছেন। ক্রন্দনের কারণ জানিতে চাহিলে তাঁহারা বলিলেন, "হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছি।" হযরত আব্বাস (রাঃ) নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই সংবাদটি অবহিত করিলেন। ইহা শুনিয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ফযল (রাঃ)-এর কাঁধে ভর দিয়া বাহিরে আগমন করিলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) তাঁহার আগে আগে ছিলেন। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে আরোহণ করিতে চাহিলেন, কিন্তু দুর্বলতা হেতু নীচের সিঁড়িতেই বসিয়া পড়িলেন; উপরে উঠিতে পারিলেন না। অতঃপর তিনি এক সালংকার ভাষণ দান করিলেন। ইহার কিছু অংশ নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

শেষ নবীর শেষ ভাষণঃ

"হে লোকসকল! আমি জানিতে পারিয়াছি যে, তোমরা তোমাদের নবীর মৃত্যুর ব্যাপারে আশঙ্কা করিতেছ। আমার পূর্বে কি কোন নবী চিরদিন ছিলেন যে, আমিও থাকিব? হাঁ, আমি আমার পরওয়ারদেগারের সহিত মিলিত হইতে যাইতেছি এবং তোমরাও আমার সহিত মিলিত হইবে। তোমাদের মিলনের স্থান হইতেছে "হাউয-এ-কাওসার"। অতএব, তোমাদের মধ্যে যে কেহ পরকালে হাউয-এ-কাওসার হইতে পরিতৃপ্ত হইয়া পান করিবার বাসনা রাখিবে, সে যেন তাহার হাত এবং মুখকে অপ্রয়োজনীয় কাজ ও কথাবার্তা হইতে বিরত রাখে। আমি তোমাদিগকে মুহাজেরীনদের সহিত সদ্ব্যবহারের অসিয়ত করিতেছি।" অতঃপর আরো বলিলেন, "যখন লোকেরা আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করে, তখন তাহাদের শাসক এবং বাদ্‌শাহগণ তাহাদের সহিত ন্যায়ানুগ ব্যবহার করে। আর যখন তাহারা তাহাদের পালনকর্তার অবাধ্যতা করে, তখন তাহাদের শাসকগণও তাহাদের সহিত নিষ্ঠুর আচরণ শুরু করিয়া দেয়।"[১]

টিকা

১. দুরুসুস্-সীরাতিল্ হাম্দিয়া

www.e-ilm.weebly.com

ইহার পর গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং ওফাতের পাঁচ অথবা তিনদিন পূর্বে আরো একবার বাহিরে আগমন করিলেন। তখন তাঁহার পবিত্র মস্তকে পট্টি বাঁধা ছিল। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) নামায পড়াইতেছিলেন।[১] (নবীজীর আগমন টের পাইয়া) তিনি পিছনে সরিয়া আসিতে লাগিলেন। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে হাতের ইশারায় বারণ করিলেন এবং নিজে তাঁহার বাম পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন।[২] নামাযের পর এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলিলেন, "আমার প্রতি আবুবকরের দান সবচাইতে বেশী। আমি যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাহাকেও "খলীল" বা অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাইতাম, তাহা হইলে আবুবকরকেই বানাইতাম। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত আর কেহ "খলীল" হইতে পারে না—সেইহেতু আবুবকর আমার দ্বীনি ভাই এবং বন্ধু।" তিনি আরো বলিলেন, "আবুবকরের দরজা ছাড়া মস্জিদে নববীতে অপর লোকদের জন্য যত দরজা রহিয়াছে তাহার সব কয়টি বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক।" —ফত্হুলবারী, পারা ১২, পৃষ্ঠা ২৫৬

মুহাদ্দিস ইবনে হাব্বান এই হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলিয়াছেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর হযরত আবুবকর (রাঃ)-ই যে ইস্লামী-দুনিয়ার খলীফা—আলোচ্য হাদীসে ইহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। —ফত্হুল বারী, পারা ১৪, পৃষ্ঠা ৩৫৬

ইহার পর ২রা[৩] রবিউল আউয়াল সোমবার যখন লোকেরা হযরত আবুবকরের নেতৃত্বে ফজরের নামায পড়িতেছিলেন, তখন হঠাৎ নবী করীম (দঃ) হযরত

টিকা

১· বিশুদ্ধ মত এই যে, ইহা যোহরের নামায ছিল। —ফত্হুল বারী হিন্দী, পারা ১৮, পৃষ্ঠা ১০৬

২· বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী এই সময় নবী করীম (দঃ)-ই ইমাম ছিলেন। সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) এবং সমস্ত জামাত হুযূর (দঃ)-এর মুক্তাদী ছিলেন। অবশ্য সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) উচ্চস্বরে তকবীর উচ্চারণ করিতেছিলেন। (মিশ্কাত-বাবে মুতাবাআতুল্ ইমাম)

৩· প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী ১২ই রবিউল আউয়ালই ছিল নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের তারিখ। অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণ এই তারিখই লিখিয়া আসিতেছেন। কিন্তু হিসাব অনুযায়ী কিছুতেই এই তারিখ হইতে পারে না। কারণ, এই কথা সর্বজন স্বীকৃত ও নিশ্চিত যে ওফাতের দিনটি ছিল সোমবার। আর একথাও নিশ্চিত যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ হজ্জ হিজ্রী দশম সালের ৯ই জিলহাজ্জ জুমা'র দিন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই দুইটি বিষয়ের পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবারে পড়ে না। সুতরাং হাফেজ ইবনে হাজার আস্কালানী (রঃ) ছহীহ বোখারী শরীফের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনার পর ইহাই সঠিক বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ওফাতের সঠিক তারিখ ২রা রবিউল আউয়ালই বটে। লিখনীর ভুলে ২-এর স্থলে ১২ হইয়া গিয়া থাকিবে এবং -

www.e-ilm.weebly.com

আয়েশার প্রকোষ্ঠের পর্দা উঠাইয়া লোকদের প্রতি লক্ষ্য করিলেন এবং মৃদুহাস্য করিলেন। সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) ইহা লক্ষ্য করিয়া পিছনে সরিয়া আসিতে লাগিলেন এবং আনন্দের আতিশয্যে সাহাবাগণের মনও নামাযের মধ্যেই এলোমেলো হইয়া যাইতে লাগিল।

در نمازم خم ابروی توچوں یاد آمد
حالتی رفت که محراب بفریاد آمد

"নামাযের মাঝে চেহারা তোমার
যখনই আমার হয় গো স্মরণ!
মিহ্‌রাব তখন এগিয়ে এসে
মোর সনে করে কথোপকথন।"

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে হাতের ইঙ্গিতে নামায পূর্ণ করার আদেশ দিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন এবং পর্দা নামাইয়া দিলেন। ইহার পর আর কখনও তিনি বাহিরে আগমন করেন নাই। এইদিনই যোহরের পর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া রফীক-ই-আ'লার (পরম বন্ধুর) সান্নিধ্যে চলিয়া গেলেন। اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّـا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ছহীহ্ বোখারী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী তখন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল ৬৩ বৎসর।

নবী করীম (দঃ)-এর সর্বশেষ বাক্যসমূহঃ

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন, এই অসুস্থতার দিনগুলিতে নবী করীম (দঃ) কখনও কখনও পবিত্র চেহারার উপর হইতে চাদর সরাইয়া দিয়া বলিতেন, ইহুদী ও খৃষ্টানদের উপরে আল্লাহ্ তা'আলার অভিশাপ এই কারণেই বর্ষিত হয় যে, তাহারা নিজেদের নবীগণের কবরগুলিকে সেজদার স্থানে পরিণত করিয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল যেন মুসলমানগণ এই ধরনের বিষয় হইতে বাঁচিয়া থাকে।

—বোখারী, পৃষ্ঠা ১০৫

আফ্‌সোস্! রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবন সায়াহ্নে যে কাজ হইতে ভীতি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন সেই পাপটিও আজ মুসলমানরা করিতে

- আরবী বাক্য ثانى شهر ربيع الاول এর পরিবর্তে ثانى عشر ربيع الاول হইয়া গিয়াছে। হাফেজ মোগলতাঈও ২রা তারিখকেই অগ্রাধিকার দিয়াছেন। والله اعلم

www.e-ilm.weebly.com

ছাড়ে নাই এবং ওলী ও নেক্কার লোকদের কবরসমূহকে সেজদার জায়গায় পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। (নাউযু বিল্লাহে মিনহু)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) আরো বলেন, ওফাতের ঠিক পূর্বমুহূর্তে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাদের দিকে তাকাইতেন এবং বলিতেন, اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى অর্থাৎ ইয়া আল্লাহ্! আমি "রফীকে আ'লা" তথা সর্বোচ্চ বন্ধুকেই পছন্দ করি।

কোন কোন বর্ণনায় রহিয়াছে, জীবনের অন্তিম মুহূর্তে নবী করীম (দঃ)-এর যবান মোবারকে اَلصَّلٰوةُ اَلصَّلٰوةُ অর্থাৎ "নামায" "নামায"—এই কথা কয়টি উচ্চারিত ছিল[১] এবং যতক্ষণ শব্দ শোনা যাইতেছিল এই কথা কয়টিই উচ্চারিত হইতেছিল।

—খাসাইসে কুবরা

ওফাতের সংবাদ সাহাবাগণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ার সাথে সাথে তাঁহারা শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। হযরত ফারূকে আযমের মত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শোকাতিশয্যে তাঁহার মৃত্যুকেই অস্বীকার করিতে লাগিলেন। এই সময় হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) আগমন করিলেন এবং লোকজনকে ধৈর্য ধারণ করার আহ্বান জানাইয়া একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করিলেন। ভাষণের শেষের দিকে বলিলেন, "যে ব্যক্তি মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূজা করিত সে শুনিয়া রাখুক যে, তাঁহার ওফাত হইয়া গিয়াছে আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করিত সে জানিয়া রাখুক যে, তিনি অমর এবং চিরঞ্জীব।" ইহা শ্রবণ করিবার পর সাহাবাদের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। অতঃপর যেহেতু হুযূরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর খলীফা নির্বাচন করাই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সেইহেতু সাহাবাগণ তাঁহার দাফন কাফনের পূর্বেই খলীফা নির্বাচন করাকে অত্যন্ত যরুরী বিবেচনা করিলেন। কেননা সর্ববিধ দ্বীনি ও পার্থিব কাজকর্মের অসুবিধা, ভিতরের এবং বাহিরের শত্রুদের আক্রমণাশঙ্কা প্রভৃতি ছাড়াও নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাফন কাফনের ব্যাপারেও মত-বিরোধ দেখা দেওয়ার প্রবল আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। সুতরাং এই বিষয়টির নিষ্পত্তি হইতে খানিকটা সময় লাগিয়াছিল

টিকা

১· ইমাম বায়হাকী হযরত আয়েশা সিদ্দীকার রেওয়ায়ত উল্লেখপূর্বক বর্ণনা করিয়াছেন যে, ওফাতের পূর্ব-মুহূর্তে নবী করীম (দঃ)-এর যবান মোবারক হইতে اَلصَّلٰوةُ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ —এই বাক্যটি উচ্চারিত হইতেছিল। অর্থঃ নামায এবং তোমাদের অধীনস্থ লোকের হক সম্বন্ধে বিশেষ খেয়াল রাখিবে।

www.e-ilm.weebly.com

এবং এই কারণেই সোমবার বিকাল হইতে বুধবার রাত পর্যন্ত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাফন কাফন স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল। বুধবার রাতে হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ সাহাবাগণ তাঁহাকে গোসল করাইয়া কাফন পরাইলেন এবং তাঁহার জানাযার নামায পড়া হইল। বিশুদ্ধ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর ঘরের সেই স্থানটিতে কবর মোবারক খনন করা হইল ঠিক যেই স্থানটিতে তিনি ওফাত পাইয়াছিলেন। হযরত আবু তাল্‌হা কবর খনন করিলেন এবং হযরত আলী (রাঃ), হযরত আব্বাস (রাঃ) প্রমুখগণ তাঁহাকে কবরে শোয়াইলেন। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর অর্ধ হাত উঁচু রাখা হয়।

নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র জীবন-চরিত সংক্ষেপে বর্ণনা করার পর তাঁহার উত্তম চরিত্রের কিছু বিষয় সংক্ষেপে পাঠকের সামনে তুলিয়া ধরা উচিত ও সমীচীন বলিয়া মনে হইতেছে।[১] আল্লাহ্ পাক হয়তো তাহা অনুসরণ ও অনুকরণ করার তাওফীক আমাদিগকে দান করিবেন। আর ইহা আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতা হইতে মোটেও দূরে নহে।

নবী করীম (দঃ)-এর
মহান চরিত্র ও মো'জেযা ঃ

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব চাইতে বেশী সাহসী বীরত্বের অধিকারী এবং সর্বাধিক দানশীল ছিলেন। যখনই কেহ তাঁহার নিকট কোন কিছু চাহিত তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাহা দান করিয়া দিতেন। তিনি সর্বাপেক্ষা গুরুগম্ভীর ও ব্যক্তিত্বশীল ছিলেন। এমন কি সাহাবাগণ যখন তাঁহাকে কাফেরদের একটি গোত্রের বিরুদ্ধে বদ-দো'আ করিবার জন্য আবেদন করিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন— "আমি রহমত হইয়া আসিয়াছি, অভিশাপ হইয়া নয়।" তাঁহার পবিত্র দান্দান মোবারক শহীদ করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তখনও তাহাদের জন্য মাগ্‌ফেরাতের দো'আই করিতেছিলেন।

তিনি সর্বাধিক লজ্জাশীল ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি কাহারও উপরে স্থির থাকিত না। নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কাহারও নিকট হইতে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেন না। এবং রাগও করিতেন না। তবে আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইলে রাগ করিতেন। আর যখন তিনি রাগান্বিত হইতেন, তখন কেহই তাঁহার সামনে

টিকা

১০ এই সমস্ত বর্ণনা 'সীরাতে মোগলতাঈ'-এর তরজমা। ইহার বিশদ বর্ণনা আমি اداب انبی গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

www.e-ilm.weebly.com

দাঁড়াইবার সাহস পাইত না। যখনই তাঁহাকে কোন দুইটি কাজের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণের অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তিনি সব সময় সহজটিকেই বাছিয়া নিয়াছেন। (যেন উম্মতের জন্য সহজতর হয়।)

তিনি কখনও কোন খাবার জিনিসের খুঁত বাহির করেন নাই। তবে তাহা পসন্দ হইলে আহার করিতেন, অন্যথায় পরিত্যাগ করিতেন। তিনি হেলান দিয়া বসিয়া আহার করিতেন না। তাঁহার জন্য কখনও পাতলা চাপাতি রুটি তৈরী করা হইত না। শশা এবং তরমুজ খেজুরের সাথে মিলাইয়া খাইতেন। মধু এবং সকল প্রকার মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য স্বভাবতঃই পছন্দ করিতেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন অবস্থায়, দুনিয়া হইতে বিদায় নিয়াছেন যে, তিনি অথবা তাঁহার পরিবার পরিজনদের কেহই পেট ভরিয়া যবের রুটিও ভক্ষণ করেন নাই। তাঁহার পরিবারের একাধারে দুই দুই মাস পরিষ্কার এমনভাবে কাটিয়া যাইত যে, চুলায় আগুন জ্বালাইবার পর্যন্ত ব্যবস্থা হইত না; শুধু খোরমা আর পানি খাইয়া কাটাইয়া দিতেন।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জুতা নিজেই সেলাই করিতেন এবং কাপড়ে নিজেই তালি লাগাইয়া নিতেন। পরিবারের যাবতীয় কাজ-কর্মে সহযোগিতা করিতেন। রোগীর সেবা করিতেন। কেহ তাঁহাকে দাওয়াত করিলে সে ধনী হোক কি গরীব হোক তাহার বাড়ীতে চলিয়া যাইতেন। কোন দরিদ্রকে তাহার দারিদ্র্যের কারণে হেয় মনে করিতেন না এবং কোন বড় হইতে বড় রাজা বাদশাহ্কেও তাহার বাদশাহীর কারণে ভয় পাইতেন না। সওয়ারীর পিছনে নিজের গোলাম প্রভৃতিকে বসাইয়া লইতেন। মোটা কাপড় পরিধান করিতেন এবং সেলাই করা জুতা পায়ে দিতেন। সাদা কাপড় সবচাইতে বেশী পসন্দ করিতেন। অধিক পরিমাণে আল্লাহ্র যিক্র করিতেন এবং অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা হইতে বিরত থাকিতেন। নামায দীর্ঘ আর খোৎবা সংক্ষিপ্ত করিতেন। গোলাম আর দরিদ্রদের সহিত চলাফেরায় লজ্জাবোধ করিতেন না। সুগন্ধি পছন্দ করিতেন এবং দুর্গন্ধকে ঘৃণা করিতেন। গুণীর সমাদর করিতেন এবং কাহারও সহিত রুক্ষস্বরে কথা বলিতেন না। কাহাকেও মুবাহ খেলাধূলা করিতে দেখিলে তাহা হইতে নিষেধ করিতেন না। কখনও কখনও হাসি-তামাশা ও মনোরঞ্জনের কথা বলিতেন, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও বাস্তবতার বাহিরে কিছু বলিতেন না। সমস্ত মানবকূলের মধ্যে তিনি অত্যন্ত হাসিমুখ ও উত্তম চরিত্রবান ছিলেন। কেহ অপারগতা প্রকাশ করিলে তাহা মানিয়া লইতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন, "নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র ছিল পবিত্র কুরআন।" অর্থাৎ, কুরআন যাহা পসন্দ

www.e-ilm.weebly.com

করিত তিনিও তাহা পসন্দ করিতেন আর কুরআন যাহা অপসন্দ করিত তিনিও তাহা অপছন্দ করিতেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুশবো-এর চাইতে উত্তম খুশবো কখনও শুঁকি নাই।

নবী করীম (দঃ)-এর মো'জেযাসমূহ ঃ

দুনিয়ার রাজা-বাদশাহগণ যখন কাহাকেও কোন প্রদেশের শাসনকর্তা করিয়া পাঠান, তখন তাহার সঙ্গে এমনকিছু নিদর্শন দিয়াদেন যাহা দেখিয়া জনগণ তাঁহার শাসক হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হইতে পারে। যেমনঃ কিছু দাস-দাসী, সৈন্য-সামন্ত ও এমন কিছু ক্ষমতা যাহা সাধারণ কোন মানুষ কার্যকর করিতে পারে না। এমনিভাবে যখন আল্লাহ্র নবী-রাসুলগণ পৃথিবীতে আগমন করেন, তখন তাঁহাদের সঙ্গে সততা, দ্বীন-দারী, চরিত্র-মাধুর্য এবং সর্বপ্রকার মানবিক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের পূর্ণতার নিদর্শনসমূহ ছাড়াও একটি অলৌকিক শক্তিও তাঁহাদের সঙ্গে থাকে। যদ্দারা বিরুদ্ধ-বাদীদের মস্তক অবনত হইয়া যায়। এই সকল অলৌকিক শক্তি আর অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রকৃতির ঊর্ধ্বের ক্ষমতাসমূহকে মো'জেযা বলা হইয়া থাকে।

আমাদের নবী করীম (দঃ)-এর মো'জেযাসমূহ সংখ্যা এবং বৈশিষ্ট্যের বিচারেও পূর্ববর্তী নবীগণের মো'জেযাসমূহের চাইতে উত্তম ও বেশী।

পূর্ববর্তী নবীগণের মো'জেযাসমূহ তাঁহাদের জীবনকাল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মো'জেযা "পবিত্র কুরআন" আজও প্রত্যেক মুসলমানের হাতে রহিয়াছে। যাহার সমকক্ষতা করিতে দুনিয়ার সকল শক্তি এবং মানব-দানব সকলেই অক্ষম হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করা, অঙ্গুলীর ঈশারায় পানি প্রবাহিত হওয়া, কংকরের তসবীহ পাঠ, কাষ্ঠ স্তম্ভের ক্রন্দন করা, বৃক্ষের নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করা, বৃক্ষদের ডাকা এবং তাহাদের চলিয়া আসা, হাজার হাজার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের সূর্যের মত সত্য হইয়া প্রকাশিত হওয়া ইত্যাদি অসংখ্য মো'জেযা—যাহা শুধু যে কুরআনের আয়াত এবং সহীহ হাদীস দ্বারা বর্ণিত তাহাই নহে; বরং বহু কাফেরের সাক্ষ্য দ্বারাও প্রমাণিত। এইগুলিকে পূর্বের এবং পরের উলামাগণ বিশেষ গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত করিয়াছেন। আল্লামা সুয়ূতীর "খাসাইসে কুবরা" এবং পরবর্তী যুগের আলেমগণের মধ্যে "আল্-কালামুল মুবীন" (উর্দু) এই বিষয়ের উপরই লিখা হইয়াছে। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে ইহার বিশদ আলোচনার সুযোগ নাই। সুতরাং এই পর্যন্তই সমাপ্ত করিতেছি।

www.e-ilm.weebly.com

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

مَوْلَایَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

"খোদা তুমি পাঠাও দরুদ
তাঁর উপরে রোজ শ'বার,
যিনি তোমার প্রিয় "হাবীব",
"সেরা-সৃষ্টি" নিখিল ধরার।"

সবশেষে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় উপদেশমূলক বাণীও লিপিবদ্ধ করা সমীচীন মনে হইল এবং ইহাদিগকে "জাওয়া মিউল-কালিম" এই স্বতন্ত্র নামে অত্র গ্রন্থের শেষাংশে সন্নিবেশিত করা হইল।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

১৭ রজব, **বান্দা মুহাম্মদ শফী' দেওবন্দী**
১৩৪৩ হিজরী

"জাওয়ামিউল্-কালিম"

□

চেহেল-হাদীস

নবী করীম[১] ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আমার উম্মতের উপকারার্থে ৪০টি হাদীস শুনাইবে এবং হেফ্য[২] করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে কেয়ামতের দিন আলেম ও শহীদগণের সহিত উঠাইবেন এবং বলিবেন, "যে দরজা দিয়া ইচ্ছা বেহেশ্‌তে প্রবেশ কর।"

এই বিরাট পুণ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে উম্মতের লক্ষ লক্ষ আলেম নিজ নিজ পদ্ধতিতে চেহেল-হাদীস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যাহা সাধারণ্যে জনপ্রিয় ও কল্যাণকর হইয়াছে।

আমার যোগ্যতা ও ক্ষমতার তুলনায় এই কাজে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ হইতেছিল ; কিন্তু যখন এই অধম কর্তৃক নবী করীম (দঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত "সীরাতে খাতিমুল্-আম্বিয়া" প্রাথমিক শিক্ষার্থী বালক-বালিকাদের পাঠ্য হিসাবে রচিত হইল, তখন সমীচীন বোধ হইল যে, শেষভাগে যদি কিছু হাদীসের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য তুলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রাথমিক শিক্ষার্থী পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা সহজে মুখস্থ করিতে পারিবে।

সুতরাং পরিশেষে সমীচীন মনে হইল যে, পূর্ণ ৪০টি হাদীস সংকলণ করাই উচিত। তাহা হইলে মুখস্থকারীগণও চেহেল-হাদীসের বিরাট নেকীর অধিকারী

টিকা

১. رواه ابن عدى عن ابن عبابل وابن الفخارابى سعيد كذا فى الجامع الصغير

২. হাদীস হিফয করার দুইটি পদ্ধতি রহিয়াছেঃ (১) কণ্ঠস্থ করিয়া লোকজনের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া অথবা (২) লিখিয়া প্রচার করা।

সুতরাং হাদীসের ওয়াদার মধ্যে ঐ সকল লোকও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছেন যাঁহারা চেহেল-হাদীস ছাপাইয়া প্রচার করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় চেহেল হাদীসের প্রত্যেকটি কপি ঐ বিরাট পুণ্যের অধিকারী বানাইয়া দেয়। এমন সহজ-লভ্য ও বিরাট পুণ্য হইতে যদি কেহ বঞ্চিত থাকে তাহা হইলে ইহা তাহারই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। সিরাজুল মুনীর শরহে জামে' সগীর গ্রন্থে এই বক্তব্যটি নিম্নবর্ণিত বাক্যে ব্যক্ত করা হইয়াছেঃ

فَلَوْ حفظ فِيْ كِتَابٍ ثُمَّ نقلَ اِلَى النَّاسِ دَخَلَ فِيْ وَعْدِ الْحَدِيْثِ ولَوْ كَتَبَهَا عِشْرِيْنَ كِتَابًا......

www.e-ilm.weebly.com

www.e-ilm.weebly.com

হইতে পারিবেন এবং হয়তো তাহাদের বরকতে এই গুনাহগারও ঐ বুযুর্গগণের খাদেমদের মধ্যে পরিগণিত হইবে। وما ذالك على الله بعزيز

জ্ঞাতব্য ঃ

১। এই সমস্ত হাদীস অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বোখারী এবং মুসলিম শরীফের হাদীস।

২। যেহেতু ইদানিংকালে সাধারণভাবে মুসলমানদের নৈতিক চরিত্র মারাত্মক অবক্ষয়ের দিকে চলিয়াছে, আর শৈশবকালে নৈতিক চরিত্র গঠনমূলক শিক্ষা জীবনে অত্যন্ত গভীর প্রভাব বিস্তার করে, এই জন্য অধিকাংশ হাদীস ঐ প্রকারেরই উল্লেখ করা হইয়াছে যাহা উন্নত চরিত্র এবং কৃষ্টি ও সভ্যতার উত্তম মূলনীতি হিসাবে স্বীকৃত।

بسم الله الرحمٰن الرحيم

١. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ـ (بخارى و مسلم)

"সমস্ত কাজ নিয়তের[১] উপর নির্ভর করে।"

٢. حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ ـ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَ اِتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَاِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ ـ (بخارى و مسلم)

"একজন মুসলমানের উপর আরেক জন মুসলমানের ৫টি হক রহিয়াছে ঃ

(১) সালামের জওয়াব দেওয়া,

(২) রুগ্ন ব্যক্তির সেবা করা,

(৩) জানাযার সাথে গমন করা,

(৪) দাওয়াত কবুল করা এবং

(৫) হাঁচির জওয়াবে "يَرْحَمُكَ الله" বলা।"

٢. لَايَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَايَرْحَمُ النَّاسَ ـ (بخارى و مسلم)

"আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করেন না যে মানুষের উপর অনুগ্রহ করে না।"

টিকা

১. অর্থাৎ উত্তম নিয়তে উত্তম এবং খারাপ নিয়তে খারাপ ফলাফল হইয়া থাকে।

www.e-ilm.weebly.com

٤. لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ ـ (بخاری و مسلم)

"চোগলখোর বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে না।"

٥. لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ ـ (بخاری و مسلم)

"আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে না।"

٦. اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَّوْمَ الْقِيَامَةِ ـ (بخاری و مسلم)

"অত্যাচার কেয়ামতের দিন গাঢ় অন্ধকার রূপ ধারণ করিবে।"

٧. مَاأَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِزَارِ فِى النَّارِ ـ (بخاری و مسلم)

"গোড়ালীর যতটুকু অংশ লুঙ্গী বা পায়জামার নীচে থাকিবে তাহা দোযখে যাইবে।"

٨. اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَ يَدِهٖ ـ (بخاری و مسلم)

"ঐ ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ মুসলমান যাহার মুখ ও হাতের অনিষ্ট হইতে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে।"

٩. مَنْ يُّحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ كُلَّهٗ ـ (مسلم)

"যে ব্যক্তি নম্র আচরণ হইতে বঞ্চিত সে সকল প্রকার কল্যাণ হইতে বঞ্চিত।"

١٠. لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهٗ عِنْدَ الْغَضَبِ ـ (بخاری و مسلم)

"ঐ ব্যক্তি বীর নহে, যে কুস্তিতে লোকজনকে পরাভূত করে বরং বীর ঐ ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখিতে পারে।"

١١. اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِىْ فَاصْنَعْ مَاشِئْتَ ـ (بخاری و مسلم)

"যখন তুমি লজ্জা[১] করিবে না, তখন তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।"

١٢. اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللهِ اَدْوَمُهَا وَ اِنْ قَلَّ ـ (بخاری و مسلم)

"আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সেই আমলই সব-চাইতে প্রিয় যাহা নিয়মিত করা হয়, যদিও উহা পরিমাণে অল্প হয়।"

টিকা

১· অর্থাৎ যখন লজ্জাই নাই তখন সকল প্রকার মন্দই সমান।

www.e-ilm.weebly.com

١٢. لَاتَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ اَوْ تَصَاوِيْرُ ـ (بخاری و مسلم)

"যে ঘরে কুকুর থাকে অথবা কোন জীব-জন্তুর ছবি থাকে সেই ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।"

١٤. اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَىَّ اَحْسَنَكُمْ خُلُقًا ـ (بخاری و مسلم)

"তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সেই ব্যক্তি বেশী প্রিয় যে বেশী চরিত্রবান।"

١٥. اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ ـ (بخاری و مسلم)

"দুনিয়া মুসলমানদের জন্য কারাগার এবং কাফেরদের জন্য বেহেশ্ত সদৃশ।"

١٦. لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثِ لَيَالٍ ـ (بخاری و مسلم)

"কোন মুসলমানের জন্য তিনদিনের বেশী তাহার মুসলমান ভাইয়ের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন অবস্থায় থাকা জায়েয নহে।"

١٧. لَايُلْدَغُ الْمَرْأُ مِنْ حُجْرٍ وَّاحِدٍ مَّرَّتَيْنِ ـ (بخاری و مسلم)

"মানুষকে একই ছিদ্রে দুইবার দংশন[১] করা যায় না।"

١٨. اَلْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ ـ (بخاری و مسلم)

"হৃদয়ের প্রাচুর্যই প্রকৃত প্রাচুর্য।"

١٩. كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْعَابِرُ سَبِيْلٍ ـ (بخاری)

"পৃথিবীতে এমনভাবে বাস কর, যেমনভাবে কোন মুসাফির অথবা পথিক[২] বাস করিয়া থাকে।"

٢٠. كَفٰى بِالْمَرْاِ كَذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ـ (مسلم)

"কোন মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, সে যাহাই শোনে তাহা যাচাই না করিয়াই অন্যের কাছে বর্ণনা করিয়া দেয়।"

টিকা

১· অর্থাৎ যাহা হইতে একবার ক্ষতি সাধিত হইয়াছে দ্বিতীয় বার কেহ ইহার নিকটবর্তী হয় না।

২· অর্থাৎ. অতিরিক্ত আড়ম্বর ও জাঁক জমক পরিহার করিবে।

www.e-ilm.weebly.com

٢١. عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ اَبِيْهِ ـ (بخارى و مسلم)

"মানুষের চাচা তাহার পিতার মতই (শ্রদ্ধার পাত্র)।"

٢٢. مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ (بخارى و مسلم)

"যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখিবে আল্লাহ্ তা'আলা কেয়ামতের দিন তাহার দোষ গোপন রাখিবেন।"

٢٣. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرُزِقَ كِفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا اٰتَاهُ ـ (مسلم)

"সেই ব্যক্তি সফলকাম হইয়াছে, যে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এবং যাহাকে প্রয়োজন মাফিক রিযিক প্রদান করা হইয়াছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে তাহার রুযির উপর সন্তুষ্টি দান করিয়াছেন।"

٢٤. اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ ـ (بخارى و مسلم)

"চিত্রকরগণ কেয়ামতের দিন সবচাইতে কঠিন আযাবে লিপ্ত হইবে।"

٢٥. اَلْمُسْلِمُ اَخُوالْمُسْلِمِ ـ (مسلم)

"মুসলমান মুসলমানের ভাই।"

٢٦. لَايُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ـ (بخارى و مسلم)

"কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মোমেন হইতে পারিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের ভাইয়ের জন্য সেই জিনিস পছন্দ না করিবে যাহা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।"

٢٧. لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَّا يَأْمَنُ جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ ـ (مسلم)

"যাহার অনিষ্ট হইতে তাহার প্রতিবেশীগণ নিরাপদ নহে, সে বেহেশ্তে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

٢٨. اَنَاخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِىْ ـ (بخارى و مسلم)

"আমি সর্বশেষ নবী। আমার পরে আর কোন নবী আগমন করিবেন না।"

www.e-ilm.weebly.com

২৯ لا تقاطعوا ولاتدابروا ولاتباغضوا ولاتحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا ـ (بخارى)

"পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করিও না, একে অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করিও না, পরস্পর ঈর্ষা পোষণ করিও না, একে অন্যকে হিংসা করিও না এবং হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা সকলে ভাই ভাই হইয়া বাস কর।"

৩০. ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله ـ (مسلم)

"ইসলাম সেই সমস্ত পাপকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয় যাহা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে করা হইয়াছে। হিজরত সে সকল পাপকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয় যাহা হিজরতের পূর্বে করা হইয়াছে এবং হজ্জ সে সকল পাপকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয় যাহা হজ্জের পূর্বে করা হইয়াছে।"

৩১. انما الاعمال بالخواتيم ـ (بخارى و مسلم)

"সকল কাজের ভালমন্দ পরিণামের উপর নির্ভর করে।"

৩২. الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور ـ (بخارى و مسلم)

"কবীরা গুনাহ এইগুলোঃ আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক মনে করা, মাতা-পিতার অবাধ্যতা, কোন নিরপরাধকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।"

৩৩. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه الحديث ـ (مسلم از مشكوة)

"যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কোন পার্থিব বিপদ হইতে মুক্ত করিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে কেয়ামতের অগণিত বিপদ হইতে মুক্ত করিবেন। যে ব্যক্তি লেনদেনের ব্যাপারে কোন দরিদ্র লোকের সহিত সহজ ব্যবহার করিবে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তাহার সহিত সহজ ব্যবহার করিবেন। যে ব্যক্তি

www.e-ilm.weebly.com

কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখিবে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তাহার দোষ গোপন রাখিবেন। বান্দা যতক্ষণ তাহার মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যে লাগিয়া থাকিবে আল্লাহ্ তা'আলা ততক্ষণ তাহার সাহায্যে লাগিয়া থাকিবেন।"

٣٤. اَبْغَضُ الرِّجَالِ عِنْدَ اللهِ الْاَلَدُّ الْخَصِمُ - (بخارى و مسلم)

"ঝগড়াটে লোক আল্লাহ্র নিকট সব চাইতে বেশী ঘৃণার পাত্র।"

٣٥. كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ - (مسلم)

"প্রত্যেক বিদ্-আতই ভ্রষ্টতা।"

٣٦. اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ - (مسلم)

"পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।"

٣٧. اَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا - (مسلم)

"মস্জিদসমূহই আল্লাহ্র নিকট সবচাইতে প্রিয়স্থান।"

٣٨. لَاتَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ - (مسلم)

"কবরসমূহকে সিজ্দার জায়গা বানাইও না।"

٣٩. لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْلَيُخَالِفُنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ - (مسلم)

"নামাযের মধ্যে কাতারসমূহকে সোজা করিও, নতুবা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অন্তরসমূহের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দিবেন।"

٤٠. مَنْ صَلَّى عَلَىَ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا - (بخارى)

"যে ব্যক্তি একবার আমার উপর দরূদ পাঠ করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার উপর দশবার রহ্মত প্রেরণ করেন।"

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الْمَخْصُوْصِ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَخَوَاصِّ الْحِكَمِ

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

বান্দা মুহাম্মদ শফী দেওবন্দী

১৭ রজব,
১৩৪৩ হিজরী

—■ **সমাপ্ত** ■—

e-ilm.weeb